HINDU REVIVAL SERIES

প্রাচীন ও নূতন গ্রন্থ।

# সাধক-সহচর।

## প্রথম ভাগ।

লেখক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা, ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ,

নারদসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।

১৯ নং বলরাম মজুমদারের গলি হইতে

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৭।১ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট; মেডিকেল ইণ্টেলিজেন্সার

প্রেসে শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল



মূল্য ১ টাকা।

# মুখবন্ধ।

সাধক-সহচর একখানি প্রকাণ্ড পুরাতন পুস্তক। ১২ বৎসর পূর্ব্বে ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার মানসে একবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কিন্তু সে সময়ে উপযুক্ত সংখ্যক গ্রাহক না হওয়াতে এতাবৎ ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে ইহাকে এইরূপ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিলে পর, অপরাপর খণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে সাহসী হইব।

পুস্তকের মূল্য অধিক হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও বোধ হইতে পারে কিন্তু তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এরূপ ধর্ম্মপুস্তকের গ্রাহক সংখ্যা নাটক, নভেলের ন্যায় অধিক নহে। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ পুস্তক এক আনা ফর্ম্মা, সচরাচর বিক্রয় হইয়া থাকে, আমরা তাহা অপেক্ষা ইহার মূল্য কম করিয়াছি অথচ ভাল বাঁধাই দিয়াছি। এবং একটাকা মূল্যে এই খণ্ড যাহারা ক্রয় করিবেন, অপরাপর খণ্ডগুলি আমরা তাঁহাদিগকে বার আনায় দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

প্রুফ করেক্টের দোষে পুস্তকের অনেক স্থলে (Typographical mistakes.) বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে, পাঠক! সে জন্য এবারে ক্ষমা করিবেন।

পুস্তক মধ্যে প্রকাশিত কোন ঘটনা যদি কেহ দেখাইয়া দেন যে, অতি রঞ্জিত বা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা কোন প্রকার দোষাক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইলে সাদরে আমরা তাহা গ্রহণ করিব এবং ভবিষ্যতে সেই স্থল পুস্তক মধ্যে সংশোধন করিয়া দিব।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

প্রকাশক,

ওঁ

নমঃ ভগবতে রামকৃষ্ণায় ॥

# সাধক-সহচরের

## মূলমন্ত্র।

**তর্কঃ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ।**
**নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নং ॥**
**ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।**
**মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥**

চিরকাল হইতেই ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার শ্রুতিও আছে, তথাপি ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাস্থিত নিধির ন্যায় অতি গুপ্ত রহিয়াছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না, অতএব পূর্ব্বতন মহাজনগণ যেরূপ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। গরুড় পুরাণ।

## ঠাকুর বলিতেন।

প্রকৃত সাধক ব্যক্তি ভাবিবেন, অপরের যে ধর্ম্ম, "বুঝি তাও বটে, বুঝি তাও বটে"।

## সাধক-সহচরের

### স্বীকার।

পরকে আপনার করিয়া লইতে পারেন এরূপ সাধক বর্ত্তমান অনেক দেখা যায় কিন্তু আপনি পরের হইতে পারেন ভগবান রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোথায়ও বর্ত্তমান এদৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

—•***•—

# সাধক-সহচর।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একদিন স্বীয় সভাস্থ বুধ মণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "সুধীগণ"! একবার ঐ নক্ষত্র শোভিত নৈশ গগন পানে তাকাইয়া বল দেখি, ঈশ্বর আছেন কিনা?

ঈশ্বর কিং স্বরূপ।

শিক্ষক বলিলেন "ঈশ্বর কোথায় আছেন?- যে বলিতে পারিবে আমি তাহাকে একখানি পুস্তক দিব"। একটি বালক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল. "তিনি কোথায় নাই? যে বলিতে পারিবে আমি তাহাকে দুইখানি পুস্তক দিব"।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।

এক বালক দীপ হস্তে করিয়া যাইতে ছিল। তাপস হোসেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই আলো তুমি কোথা হইতে আনিলে?" দৈবযোগে সেই সময়ে আলোকটি নিবিয়া গেল। বালক বলিল "অগ্রে আপনি বলুন আলো কোথায় গেল?"

## ঈশ্বর অনন্ত।

সুসভ্য ইউরোপ ও মার্কিন দেশে মুক, অন্ধ ও বধির-দিগকে সঙ্কেত দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। একবার মার্কিনদেশে ঐরূপ একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন" ঈশ্বর কিং স্বরূপ" ? একটি মুক ও বধির বালক তদুত্তরে খড়ি লইয়া বোর্ড বা কাষ্ঠ-ফলকের উপর সজোরে, অনবরত গোলাকার দাগ কাটিতে লাগিল। শিক্ষক বুঝিলেন বালক "অনন্ত স্বরূপ" বলিতেছে।

## ঈশ্বর কোথায় নাই।

একদিন বাবা নামক পশ্চিমদিকে পদদ্বয় রাখিয়া, মাঠের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একজন মুসলমান আসিয়া আরক্ত লোচনে বলিল "আরে ব্যাটা! মক্কার দিকে পা রাখিয়াছিস্, তুই কে? কাফের নাকি? বাবা নানক শান্তভাবে বলিলেন "ভ্রাতঃ কোন দিকে তোমার ঈশ্বর নাই আমায় বলিয়া দাও, আমি সেই দিকে আমার পদ স্থাপন করি?

## ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী।

এক সাধুর অনেকগুলি শিষ্য ছিল তন্মধ্যে তিনি এক জনকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একদিন তাঁহার শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া বলিল "মহাশয় আপনার ন্যায় সমদর্শী মহাত্মার নিকট এক জনের অধিক আদর হয় কেন?" তিনি বলিলেন "উহার গুণে আমায় অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করি-

য়াছে তা আমি কি করিব"? পরে তিনি সকলকার হস্তে এক একটি পক্ষি ও এক একখানি ছুরিকা প্রদান করিয়া বলিলেন "যেখানে কেহই নাই এমন নির্জ্জন স্থলে যাইয়া এইগুলি বধ করিয়া আনয়ন কর"? সকলেই এক এক স্থলে যাইয়া পক্ষিটী বধ করিয়া আনিল কিন্তু সেই প্রিয় শিষ্য পক্ষিটী জীবন্ত অবস্থায় আনয়ন করিল। গুরু বলিলেন "তুমি এই পক্ষিটী বধ করিলে না কেন?" শিষ্য বলিল "নির্জ্জন স্থল পাইলাম না, যেখানে যাই দেখি বিশ্বচক্ষু উজ্জ্বলভাবে সেই খানে চাহিয়া রহিয়াছেন"। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য শিষ্য-দিগকে বলিলেন "এই জন্য আমি ইহাকে অধিক আদর করি"।

## মার্কিন সাধু।

কবিবর ইমারসন কখন আমি শব্দ ব্যবহার করিতেন না, নিতান্তআবশ্যক হইলে বলিতেন "এই ব্যক্তি"।

## সঙ্গ গুণ।

এক ধার্ম্মিকের পুত্র একদিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে দৈব গতিকে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন কিন্তু ভগ-বানের অপার দয়া গুণে অক্ষত শরীরে অশ্বোপরি পুনরারোহণ করিলেন। বাটীতে আসিয়া যুবক আহ্লাদে উৎসাহে নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল "বাবা! বাবা! ভগবান্ আজি আমায় ভারি দয়া করিয়া-ছেন, আজি আমি অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু

ধন্য তাহার দয়া। আমি এক বিন্দুও আঘাত প্রাপ্ত হই নাই"। পিতা বলিলেন "বৎস! তিনি আজ আমাকে তোমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক দয়া করিয়াছেন, আমি আজি দশ ক্রোশ অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু ধন্য তাঁহার অপার দয়া! আমি একবারও অশ্ব হইতে পড়িয়া যাই নাই"।

## বিনয়।

একদা রোমীয় সম্রাট জুলিয়স্ সিজর নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথি মধ্যে এক দরিদ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। সম্রাট তদুত্তরে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পার্শ্বস্থ পারিষদগণ তদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার এ কিরূপ ব্যবহার! সামান্য দরিদ্র ব্যক্তিকে আপনকার ওরূপ প্রণাম করা উচিত নয়"। সম্রাট বলিলেন "কি! আমি সকল বিষয়ে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া, বিনয়ে উহার অপেক্ষা খাট হইব"!

## সাধুসেবা।

একদিন গৃহে সক্তু, তণ্ডুল কিছুই নাই, হাতে একটীও পয়সা নাই। এমন সময় দুইটী সাধু অতীত আসিয়া সাধু কেবল কুবার বাটীতে উপস্থিত হইল। সাধু কেবল কুবার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আজ অর্থাভাবে সাধু সেবা না করিতে পারিলে আমার জীবন মরণ উভয়ই সমান। কেবল অভ্যাগতদ্বয়কে আসন প্রদান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হই-লেন। কোথাও একটী পয়সা পাইলেন না। অবশেষে একজন বণিকের কূপ খনন করিয়া দিবেন স্বীকার করায়;

বণিক যথোবিধ আহার সামগ্রী প্রদান করিল, কেবল তদ্দ্বারা সাধুসেবা করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন।

ঈশ্বর দর্শনের ফল।

সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাজা হাফেজ বলিতেন—"ওহে তুমি সখার অন্বেষী বটে ও সুরার পাত্রও চাহিতেছ, কিন্তু আশা করিও না যে এ অবস্থায় তুমি আর অন্য কায করিতে পারিবে হাফেজ! তুমি এই মহান্ উপদেশ গ্রাহ্য করিলে ধর্ম্মের রাজবর্ত্মে গমন করিতে পারিবে"।

গীতা পাঠ।

শ্রীরঙ্গদেশে এক অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেন আর অনবরত কাঁদিতেন। গীতার সমুদায় শব্দ তিনি শুদ্ধরূপ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তাহার অর্থও তিনি বুঝিতেন না এজন্য সকলে তাহাকে উপহাস করিত কিন্তু তিনি তাহাদের উপহাস নিন্দা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্ট না করিয়া আপন মনে প্রতিদিন পাঠ করিতেন আর কাঁদিয়া আকুল হইতেন। একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু! কোন অর্থে তোমার এত সুখ হয়?" ব্রাহ্মণ বলিল "মহাশয়! আমি মূর্খ গীতার কোন অর্থই বুঝিতে পারি না, সকল কথা উচ্চারণও করিতে পারি না, একমাত্র গুরুর আজ্ঞায় গীতা পাঠ করি এবং তাঁহারই কৃপায় যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ আমার চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পাই যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের বামে বসিয়া

তাহাকে উপদেশ দিতেছেন, তাই আমার আনন্দ হয়, তাই রোজ রোজ পাঠ করি"। গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তুমিই ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিয়াছ"।

## স্বর্গের সিঁড়ি।

পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এক্ষণে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, কেহ বা "বুদ্ধের দন্ত" কেহ বা "কালিদাসের জন্মস্থান" কেহ বা তাজমন্দির কোন২ মিস্ত্রির দ্বারা নির্ম্মিত ইত্যাদি আবিষ্কারে সকলকেই ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সাধারণের উপকারী রাবণ যে "স্বর্গের সিঁড়ি" প্রস্তুত করিতে ছিলেন তাহার সবিশেষ তত্ত্ব এতাবধি আবিষ্কৃত হইল না। সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে যতদূর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

দীর্ঘ।—পাতাল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সোজা, তজ্জন্য কোন প্রকার ধন মানের মোট লইয়া যাওয়া অসম্ভব।

প্রস্থ।—অত্যন্ত সরু। এজন্য দুইজন ব্যক্তি পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যাইতে পারে না।

সোপান।—পিচ্ছিলময়। অনবরত পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা অধিক। বোধ হয় মিস্ত্রিগণ সকলেই পড়িয়া গিয়াছিল তাই প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

কাঠিন্য।—অত্যন্ত শক্ত। পৃথিবীস্থ সমুদায় নর নারী উহার উপর উঠিলেও পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

## সাধু সেবা।

কলিকাতা সহরে বড়বাজারে একটী ভাজা চানা বিক্রেতা আছে সে চানা বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তাহা সাধু সেবায় ব্যয় করে। প্রত্যহ ২।১ টী সাধু তাহার ঘরে না থাকে এমন নয়, সে কাহাকে কাশী যাইবার খরচ দেয় কাহাকে কম্বল কিনিয়া দেয় এবং সকলকেই ভোজন করায় ও দাসানুদাসের ন্যায় সেবা করে।

## বিশ্বাসী ভক্ত।

একটী অন্ধ ভিক্ষুক পথ চলিতেছিল, হটাৎ ঝড় তুফান উঠিল, একে অন্ধকার রাত্রি তাতে ঝড় তুফান, অন্ধ পথ চিনিতে না পারিয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল ঝড় থামিয়া গেলে লোকে তাহা শুনিতে পাইল। এবং দৌড়ে গিয়া তাহাকে উঠাবার চেষ্টা করিল। তাহাদের যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? তোমরা কি আমাকে এই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছ?" তাহারা বলিল "আমরা তোমায় নিক্ষেপ করিব কেন? আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি"। অন্ধ বলিল "তবে তোমরা চলিয়া যাও, আমায় উদ্ধার করিতে হইবে না। আমায় যে গর্ত্তে ফেলিয়াছে সেই উঠাইবে এখন। অন্ধ সকলকেই ফিরাইয়া দিল; কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল না। অগত্যা স্বয়ং ভগবানকে তাহার উদ্ধারের জন্য আসিতে হইল। ভগবান কূপের মধ্যে এক গাছা দড়ি ফেলিয়া বলিলেন, " অন্ধ! উঠ, আমি তোমায় ফেলিয়াছিলাম এক্ষণে আমিই

তোমায় তুলিতেছি”। অন্ধ বলিল “তুমি মিথ্যাবাদী চলিয়া যাও আমায় যে ফেলিয়াছে সে সব কর্ত্তে পারে, সে মনে করিলেই আমায় তুলিতে পারে, দড়ির আবশ্যক হয় না”।—বর্ণা অনাবশ্যক স্বীয় বিশ্বাস বলে অন্ধ কূপ হইতে উঠিয়া চক্ষুষ্মান হইল।

### সাধুসেবা।

রামচন্দ্র অরণ্যে যাইবার অনেক পূর্ব্বে পঞ্চবটীর বনে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঋষিরা স্নানে যাইবার সময় দেখিতেন কে যেন পথটী পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে কাঁটা মাটী দূরে ফেলিয়াছে ও হোমের কাষ্ঠ আহরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রতি দিন দেখেন কিন্তু স্থির করিতে পারেন না কে এরূপ করে। এক দিন এক ঋষি ভাবিলেন বোধ হয় কোন ভক্ত আমাদের সেবার জন্য গোপনে এই কার্য্য করিয়া যায়; অতএব গোপনে থাকিয়া দেখিতে হইবে সে লোকটা কে। ঋষি লুক্কায়িত আছেন এমন সময়ে চণ্ডাল কন্যা শবরী মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। তখন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস! তুমি কে”? শবরী লজ্জায় অবনত হইয়া নীরব রহিল। ঋষি বলিল “লজ্জা কি মা! তুমিত অন্যায় কার্য্য কর নাই”। শবরী বলিলেন আমি চণ্ডাল কন্যা, পিতৃ মাতৃ হীন, আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত; আমি আপনাদের কি সেবা করিতে পারি? গঙ্গাস্নানে যাইতে পথে কণ্টকাদি আপনাদের পায়ে বিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়া এবং আমি চণ্ডাল কন্যা, পাছে জানিতে পারিলে আপনারা এ পথ দিয়া না

চলেন, তাই গোপনে গোপনে পথ পরিস্কার করি।" ঋষি বলিলেন " শবরি! তুমি সামান্য কন্যা নও. অতএব আমি তোমাকে এক বস্তু দিব যাহাতে তুমি কৃতার্থ হইবে। শবরী বলিল " দেব! আমিতো কোন ধনের আশায় এ কার্য্য করি নাই "। ঋষি বলিলেন " ধন নয়, পরম ধন ভগবানের নাম দিতেছি তুমি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।"

সঙ্গগুণ।

প্রহ্লাদ অসুরদিগের রাজা হইলেন। রাজ্যে শান্তি বিস্তার করিল। আর যুদ্ধ নাই, বিগ্রহ নাই, কলহ নাই, চতুর্দ্দিকেই শান্তি বিরাজমান। অসুরগণ ভীত হইলেন, তাহাদের আসুরিক প্রকৃতি আর থাকে না, অগত্যা তাহারা এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাহারা ভাবিলেন যে ভক্ত প্রহ্লাদ স্বত্ব গুণবিশিষ্ট ইহার ভিতর তমোগুণ প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাহারা তাহার সমক্ষে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। প্রহ্লাদ কর্ণে হাত দিয়া উঠিয়া গেলেন। তাহারা গোপনে অন্নের সহিত মদ্য মাংস প্রভৃতি মিসাইয়া দিল, এবং সেই সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের স্বত্বগুণ ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল। প্রহ্লাদ তমোগুণী হইলেন। অসৎসঙ্গের এমনি গুণ।

ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে বিবাদ।

পণ্ডিতবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পরমহংসদেবের নিকট বসিয়া আছেন। উভয়ে নির্জ্জনে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় ভোঁ ভোঁ করিয়া নদী বক্ষে বাঁশি বাজিয়া

উঠিল। পরমহংসদেব বুঝিলেন কেশববাবু বায়ু সেবন করিবার জন্য তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্রের একচর তাঁহাকে আনিতে গেলেন। আনিতে গিয়া দেখেন গৃহমধ্যে বিজয় বাবু বসিয়া আছেন। বিজয় বাবুকে দেখিয়া সে ব্যক্তি থতমত খাইল। প্রবেশ করিতে যায় অথচ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পরমহংসমহাশয় তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিজয় বাবুকে বলিলেন, "আমাকে লইয়া জাহাজে করিয়া বেড়াইবে বলিয়া কেশবচন্দ্র আসিয়াছে, এ ব্যক্তি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছে, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া ঢুকিতে পারিতেছে না।" সে ব্যক্তি বলিল "তবে আর কি মহাশয়, আপনি তো সকলই বুঝিয়াছেন, এক্ষণে আসুন জাহাজ উপস্থিত।" পরমহংস মহাশয় বিজয় বাবুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। বিজয় বাবু ও কেশব বাবু উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে একটু কেমন কেমন হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গগুণে উভয়েই বেশ প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। উপরে কিন্তু ব্রাহ্মদিগের কানাকানি থামে নাই, তাহারা কত কথাই বলিতেছে, কেহ বা অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিতেছে। ভ্রমন শেষ হইলে পর পরমহংসমহাশয় কেশবচন্দ্র ও বিজয় বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, বাঁদর ও ভূতে বিবাদ কেবল রাম ও শিবের জন্য। শেষকালে রাম ও শিবে মিল হইয়া গেল, কিন্তু বানরে ও রাক্ষসে ঝগড়া চিরকালই রহিল। তোমাতে ও কেশবেতে মিল হ'লো, কিন্তু ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে বিবাদ মিটিবার নহে।

## সৎপরামর্শ দান।

গরিব লোকে খাটিয়া খুটিয়া এক প্রকার দিন যাপন করে, কিন্তু তাহাদিগকে সৎ পরামর্শ ও সৎ বুদ্ধি দেয় এরূপ লোক বিরল। মুক্তিফোজ এই অভাব দূর করিবার জন্য বিলাতে একটী আশ্রম করিয়াছেন। দরিদ্র লোকদিগকে সকল বিষয়ে সৎ পরামর্শ দেওয়াই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

## সাধুসেবা।

চিৎপুর রোডে বিডিন্ স্কোয়ারের নিকট একজন পানওলা আছে, সে পান বেচিয়া যাহা পায়, সমুদায় সাধু ফকির-দিগকে খাওয়াইয়া দেয়। যে তাঁহার নিকট পান কিনে সেই তাঁহার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হয়। তোমার শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, সামান্য পান বিক্রয় করিয়া এ ব্যক্তি দ্বারা সহজে তাহা সম্পন্ন হইয়া যায়। যতদিন এরূপ দৃষ্টান্ত থাকিবে, তত দিন হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুন্ন থাকিবে সন্দেহ নাই।

## সর্ব্বতীর্থ কোথা।

দেবাদিদেব মহাদেব একটি সুন্দর ফল প্রাপ্ত হন। কার্ত্তিক ও গণপতি উভয়েই তাহা লইবার জন্য পিতার নিকট আবদার করিতে লাগিল। পিতা বলিলেন, যে সর্ব্বাগ্রে সমুদয় তীর্থ স্পর্শ করিয়া আসিতে পারিবে, আমি তাহাকেই এই ফল দিব। কার্ত্তিক ভাবিলেন, ইন্দুরবাহনে গণপতি কত-দূর যাইবে, আমি অগ্রেই চলিয়া আসিব সন্দেহ নাই। তিনি

তৎক্ষণাৎ ময়ূরারোহণে তীর্থে বাহির হইলেন। ওদিকে গণপতি ভাবিলেন আমি সকল তীর্থে কোথায় যাইব, পিতার চরণই সকল তীর্থের সার। আমি পিতার চরণ স্পর্শ করি, আমার সকল তীর্থ স্পর্শ করা হইবে। গণপতি তাহাই করিলেন। কার্ত্তিক আসিয়া দেখেন গণপতি ফলটি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

## সত্যকথা।

ডেপুটী বাবু সস্ত্রীক রেলগাড়ীতে যাইতেছিলেন। মধ্যে একটি ষ্টেশনে এক ব্যক্তি এক দৃষ্টে তাঁহার স্ত্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ডেপুটী বাবু ভদ্রলোকটীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! একদণ্ড ঐ মুখ দেখিয়া তোমার কি হইবে? উহার ভিতর কিছুই পাইবে না। আমি আজি ২০ বৎসর দিন রাত ঐ মুখ দেখিতেছি, কিন্তু কৈ? কিছুই তো পাই নাই।

## বিলাতী দান।

লোকে বলে টাকা নাই, দান করিব কি ক'রে। মুক্তি ফৌজের সৈন্যগণ সামান্য ব্যয়ে দিন যাপন করেন, কিন্তু ইহার ভিতরেও ইহারা দান করিতে বিরত নন। সপ্তাহে একদিন ইহারা সকলে উপবাস করিয়া থাকেন এবং ঐ একদিনে যাহা ব্যয় হইত তাহা কোন সৎকার্য্যের সহায়তার জন্য দান করেন। দরিদ্র, তুমি কি ইহাদের নিকট দানের প্রণালী শিক্ষা করিবে না।

## আত্মতত্ত্ব।

একজন সাধু বলিতেন—"আমি সাধনার প্রথমাবস্থায় দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অনবরত অধোবদনে থাকিতাম এবং তাহাতেই অন্তরের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব অবগত হই, সকলেই ইচ্ছা করে ঈশ্বর কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাদের হন, আমি ইচ্ছা করি ঈশ্বর কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন, কেন না তাহা হইলে আমি আপনাকে দেখিতে পাইব।

## ঈশ্বর কোথা।

মূষা বলিলেন "হে ঈশ্বর তুমি কোথা?" ঈশ্বর বলিলেন "হে মূষা! তুমি আপনা হইতে এক পদ বাহিরে আইস, আমায় দেখিতে পাইবে" মূষা আবার বলিলেন "হে ঈশ্বর তুমি কোথা?" ঈশ্বর বলিলেন "হে মূষা! যে আমার অন্বেষণ করে, তাহার অন্বেষণ করিবার পুর্ব্বেই আমি তাহার মধ্যে যাই"।

## সাধকের ভাব।

একজন সাধক বলিয়াছেন—কার্য্য করিবার কালে মনে করিবে যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন; কথা বলিবার কালে স্মরণ করিবে যাহা তুমি বলিতেছ ঈশ্বর তাহা শুনিতেছেন এবং মৌনী থাকিবার কালে মনে রাখিবে যে ঈশ্বর জানিতেছেন তুমি কি ভাবে মৌনী আছ।

## মৃত্যু চিন্তা।

পারস্য দেশীয় রাজসভায় এক দূত নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে রাজ সমীপে বলিতে হইত "মহারাজ! স্মরণ রাখিবেন আপনাকে মরিতে হইবে"।

## দীন ভাব।

একটী স্ত্রীলোক এক সাধুকে কপট বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। সাধু তদ্দুত্তরে বলিলেন "ভদ্রে! বিশ বৎসর যাবৎ কেহ আমাকে আমার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকে নাই, তুমি আমায় ঠিক বুঝিয়াছ।

## সোজা কোথা।

মহানুভব সেকেন্দার সা, একদা এক ঋষির নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়! আপনি কি চান বলুন।" ঋষি বলিলেন, "সরিয়া যাও রৌদ্র দিবার তোমার শক্তি নাই, অতএব ছাওয়া করিও না"।

## কাক অতি চতুর কিন্তু গু খায়।

কবিবর হাফেজ জ্ঞানী তার্কিক দেখিলে বলিতেন, "ওহে তুমি যে, দেখি বুদ্ধির পুস্তকে প্রেমের বচন শিক্ষা করিতে চাও, আমি আশঙ্কা করি, তুমি সূক্ষ্ম কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না"।

## নব বিধান।

পারস্য কবি আটর একস্থলে বলিয়াছেন, দেবদূত জিব্রিল যাহাকে ইংরাজেরা গেব্রিএল বলিয়া থাকেন,—একদিন ঈশ্বর

কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" ঈশ্বর বলিলেন, "অমুক মন্দিরে যাও, সেখানে দেখিবে এক ব্যক্তি উপাসনা করিতেছেন, তিনিই আমার ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। জিব্রিল তথায় গিয়া দেখিলেন যে, কথিত মন্দিরে একটী লোক একটী পুত্তলিকার সমীপে অত্যন্ত ভক্তির সহিত প্রণত হইয়া তাহার উপাসনা করিতেছে। জিব্রিল তাহাকে পুত্তলিকার পূজা করিতে দেখিয়া অত্যন্তবীতশ্রদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি যে ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলেন, সে যে, পৌত্তলিক, সে আপনার প্রকৃত ভক্ত কিরূপে হইতে পারে?" ঈশ্বর উত্তর করিলেন, "যে ঐ ব্যক্তির চিত্ত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াও ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় শান্তি উপভোগ করিতেছে"।

## নব বিধান নহে।

একদা গঙ্গাতীরে কতিপয় ব্রাহ্মণ তর্পণ করিতেছিল। বাবানানক তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনারা কি করিতেছেন?" ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আরে বেটা, তুই জোলা নাকি? হিন্দুর ছেলে এই সময়ে পিতৃ-পুরুষকে জল দান করিতে হয় জানিস্ না?" নানক বলিলেন, "তাঁহারা কোথায়?" ব্রাহ্মণগণ বলিল, "পিতৃলোকে"। পরদিন প্রত্যুষে নানক সেই স্থলে যাইয়া ব্যস্ততার সহিত অঞ্জলি পূর্ব্বক গঙ্গা তীরে জল সেচন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিলেন, "আরে বেটা,

তুই ও কি করিতেছিস্?” বাবানানক বলিলেন, “আমার বেগুন ক্ষেতে জল সেচন করিতেছি”। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, “তোর বেগুন ক্ষেত কোথায়? নানক বলিলেন, “আমার দেশে আছে”। ব্রাহ্মণগণ হাস্য করিয়া বলিল, “আরে বেটা ক্ষেপা! “তোর ক্ষেত রহিল কোথায়, আর তুই জল সেচন করিতেছিস্ কোথায়, এ জল সেথায় পৌঁছিবে কেন?” নানক বলিলেন, “মহাশয়! এই জল যদি পৃথিবীর মধ্যে সামান্য দুরস্থ ক্ষেত্রে যাইতে না পারে, তবে বলুন দেখি, কিরূপে এই জল, পৃথিবীর অতীত পিতৃধামে আপনাদিগের পিতৃপুরুষের নিকট পৌঁছিবে?”

## গর্ব্ব খর্ব্ব।

এক বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে স্বুরদাস্ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। দিল্লীশ্বর্ আকবার সাহ, একদিন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, “মহাশয়! আপনি কি চান্ বলুন?” আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই দিব”। ঋষি বলিলেন, “আমার কিছুরই অভাব নাই, আমি কিছুই চাহি না”। বাদসা কোন মতেই ছাড়িবেন না তিনি ঋষিকে কিছু না দিলে শান্তি পাইতেছেন না। বাদসা বলিলেন “আমার নিকট আপনাকে কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে অতএব কৃপা করিয়া বলুন আপনকার প্রার্থনা কি?” ঋষি বলিলেন আপনি বাদসা মনে করিলে সকলই করিতে পারেন, অতএব যদি আপনার একান্তই কিছু দিবার বাসনা থাকে তবে আমার এই অরণ্যটি এবং ইহার মধ্যস্থিত বৃক্ষ লতাদি সমুদায়কে

সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দিন"। রাজা শুনিয়া অবাক, এত সোণা তিনি কোথায় পাইবেন ?

### বিলাতী ধ্যান।

অনেকের বিশ্বাস সাহেবরা ধ্যান করিতে জানেন না, সচরাচর ইংরাজদিগকে দেখিয়া এরূপ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের ভিতর যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা সময়ে সময়ে নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন। অক্স্‌ফোর্ড মিসনের পাদ্রিদিগকে একাকী গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে ভাব মন্দ নয়।

### সেকাল না একাল।

ঝানসিতে একটী বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁহার বাসায় যতলোক যায়, তত লোক অন্ন পায়, পরিচয়ের আবশ্যক নাই। গেলেই হইল, এই বাবুটী তথায় তলবদার মহাশয় নামে বিখ্যাত আমি একদিন গুপ্তভাবে তাঁহার বাসায় খাইয়া আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা সুন্দর। এ চিত্র পূর্ব্ব-কালে অধিক ছিল, এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষাগুণে ক্রমে লোপ পাইতেছে।

### পতিত উদ্ধার।

আমেরিকা হইতে একটী বিবি কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন। তিনি অবসর পাইলে হাঁসপাতালে যাইয়া রোগীদিগকে শুশ্রূসা ও সৎ পরামর্শ প্রদান করিতেন। ইংরাজ বেশ্যাগণ রোগ হইলে প্রায় হাঁসপাতালে যাইয়া

থাকেন। ইনি ইহাদিগকে সর্ব্বদা সৎপথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেন। একদিন একটী বেশ্যা তাঁহার কথা শুনিয়া কাতরে বলিল, "মা! তুমি আমায় ভাল হইতে বলিতেছ। কিন্তু আমি ভাল হই কি রূপে? আমার সহিত কোন ভাল লোক মিশিবে না, ভদ্রস্থলে আমায় থাকতে দিবে না, আমি বেশ্যা, ভদ্রলোকে আমায় পরিবারের মধ্যে চাকরাণী রাখিবে না, অতএব আমি কেমন ক'রে ভাল হইব বল, আমার তো উপায় নাই, আপনি আমার কোন উপায় ক'রে দিতে পারেন?।" বিবি অপ্রস্তুত, উপদেশ দিতে ব্যয় নাই, তাই তিনি এতকাল অবাধে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে মহাবিপদ, তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া সে দিন বাটী চলিয়া আসিলেন, বাটীতে আসিয়া, কিন্তু তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবনায় অস্থির হইয়া তিনি স্বীয় কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। উপাসনা করিয়াও তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মন প্রবোধ মানে না। একটী পাপিষ্ঠা ভগিনী পাপকার্য্য হইতে বিরত হইতে প্রস্তুত। হায়! আমি তাহাকে কোন প্রকার আশ্রয় দিতে পারিলাম না। এই ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন, আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। মুখ বিবর্ণ' শরীর শীর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আর নিয়মিত কার্য্য করেন না, লোকের সহিত ভাল করিয়া কথা কন না। তাঁহার বন্ধুগণ চিন্তিত হইলেন এবং এ প্রকার অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষ তিনি

এক ধার্ম্মিক বন্ধুর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, বন্ধু বলিলেন "ভাল" সে রমণী যদি বাস্তবিক সৎ হইতে বাসনা করিয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে আমার পরিবার মধ্যে কন্যার ন্যায় যত্নের সহিত পালন করিব, আপনি তাহাকে লইয়া আসুন।" পরদিন বিবি আহ্লাদে উৎসাহে তাহাকে সেই বাটীতে লইয়া গেলেন। ক্রমে একটী দুইটী, করিয়া অনেক-গুলি কন্যা তাহা দ্বারা আশ্রয় লাভ করিয়া সৎ ও সাধু জীবন লাভ করিল। অবশেষ তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হইল যে স্বতন্ত্র বাটী না হইলে আর চলে না। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট লক্ষটাকা দিয়া একটী বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এ বাটীর নাম Protestant Home. প্রটেস্ট্যাণ্ট হোম। বিখ্যাত কেশব বাবুর বাটীর নিকটে এ বাটী অবস্থিত। বিবি এক্ষণে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশ্রয়ে এক্ষণেও শত শত কুলটা নারী জীবন প্রাপ্ত হইতেছেন।

## বালক ভাব।

এক দিন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি এক ঘর লোক পরমহংসদেবের গৃহে বসিয়া আছেন, দু একটী প্রাচীনা ভদ্র মহিলাও তথা উপস্থিত আছেন, এমন সময় ২।৩ বৎসরের বালকের বেহুতে পিপিলিকা কামড়াইলে সে যেমন আপন মাতাকে স্বীয় বেহু নির্দ্দেশ করিয়া কাতরোক্তি জানায় ঠিক সেই ভাবে পরমহংস দেব একটী মহিলার প্রতি তাকাইয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেন। মহিলাটীও দ্রুতপদে তাঁহার

নিকট যাইয়া মাতার ন্যায় সেই পিপিলিকাটী বাহির করিয়া দিলেন। পরমহংসদেব ওমনি সেই নারীর বক্ষে পা রাখিয়া সমাধিস্থ হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। মহিলাটীর সে সময়ে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন আমাদের জানিবার সাধ্য নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা স্বচক্ষে এ দৃশ দেখিয়াছেন।

## জেলখানা।

কারাগার চরিত্র সংশোধনের জন্য স্থাপিত, কিন্তু কারাগার দ্বারা সে কার্য্য কত দূর সাধিত হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের পাড়ায় দুইটা ছেলে বাল্যকালে চোর হইয়া জেলে গিয়াছিল; কিন্তু জেলে গিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক তাহারা সেই কারাগারের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে। কে জানে কারাগারের ভিতর কি প্রলোভনের বস্তু আছে, তাহারা বাহিরে আসিয়া থাকিতে পারে না। পিতা মাতা কত উপদেশ দেন, আত্মীয় স্বজন কত বলে কিন্তু তাহাদের তাহা ভাল লাগে না। কারাগার হইতে খালাস পাইলেই তাহারা শীঘ্র পুনরায় চুরি করিয়া জেলে যায়। এইরূপে কেহ চারিবার কেহ পাঁচবার গিয়াছে এক্ষণেও সংশোধিত হয় নাই।

আমাদের দেশ অপেক্ষা বিলাতে কয়েদীদিগের জীবন আরো কদর্য্য। সেখানে যে জেলে যায় জেল হইতে বাহির হইলে তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। ভদ্রলোক তাহার সহিত মিশিবে না, বাসায় থাকিতে দিবে না, লোকে বিশ্বাস করিয়া কোন কর্ম্ম দিবে না; এরূপ স্থলে তাহারা পুনরায়

যে চুরি করিয়া কারাগারে যাইতে চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

পিতা উপযুক্ত ও সুসন্তানটীকে ভাল বাসেন, কিন্তু মাতার ভালবাসা চিরকালই অনুপযুক্ত ও কুসন্তানের প্রতি। শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজগণ ভদ্রলোকদিগর উন্নতির জন্য অনেক উপায় করিয়া থাকেন ; কিন্তু মুক্তি ফৌজের দুঃখিনী রমণীগণ জঘন্য দুরাচারীদিগের জন্যই ব্যস্ত। ইহারা কারাগারে যাইয়া কয়েদী-দিগের সহিত আলাপ করেন, কাহার কি অভাব, কাহার কি কষ্ট, সে বিষয়ে সংবাদ রাখেন এবং কে কবে খালাস পাইবে তাহারও সংবাদ রাখেন। যে দিন যাহার খালাস পাইবার তারিখ সেই দিন মুক্তি ফৌজের রমণীগণ নির্দ্দিষ্ট কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন এবং যেই কয়েদী খালাস পাইয়া কারাগারের বাহিরে আসেন ওমনি ভগ্নিগণ তাহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া নিজেদের আশ্রমে লইয়া যান। এই সকল কয়েদীগণ কেহ তাঁহাদের কারখানায় কেহ তাঁহাদের "শ্রম বিনিময়" আপিস্ যোগে অন্যত্র কর্ম্ম পায়। এইরূপ ইঁহাদের সঙ্গ ও সৎপরামর্শের গুণে অনেকে আবার পবিত্র জীবন পাইয়াছে। এই রমণীগণ Prisongate Brigade. "কারা ফৌজদল" নামে বিখ্যাত।

## হিন্দুভাব।

এক খৃষ্টান পুরোহিতের নিকট একজন অজ্ঞ কৃষক আসিয়া বলিল, "মহাশয় ! আমি কি বলিয়া প্রার্থনা করিব, শিখাইয়া দিন ?" তিনি বলিলেন "তুমি প্রত্যহ বলিও,

হে ঈশ্বর! আমি কে, আমায় বুঝাইয়া দাও?" কৃষক তাহাই করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, পুনরায় সে আসিয়া বলিল "মহাশয়! আমি কি বলিয়া প্রার্থনা করিব, শিখাইয়া দিন?" পুরোহিত বলিলেন "তুমি প্রত্যহ বলিও" "হে ঈশ্বর, তুমি কে? আমায় বুঝাইয়া দাও"।

## বৈষ্ণব কাহাকে বলে।

সত্যরাজ গৌর সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! একে আমরা গৃহস্থ তাতে আবার বিষয়ের কীট, অতএব কিরূপে আমরা সাধন ভজন করিব বলিয়া দিন?" গৌরাঙ্গ বলিলেন "তোমরা সাধুসেবা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করিও।" সত্যরাজ পুনরায় বলিল "প্রভো! সাধু বৈষ্ণব আমরা কিরূপে চিনিব? গৌরাঙ্গ বলিলেন "যাহার মুখে একবার হরিনাম শুনিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিও"। সত্যরাজ পর বৎসর নীলাচলে যাইয়া পুনরায় গৌরাঙ্গকে প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু। বৈষ্ণব কাহাকে বলিব?" গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "যাহার দর্শনে মুখে আসে হরিনাম, তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান"।

## ঈশ্বরের সঙ্গ কি?

কথিত আছে মুষানবি একদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! কৃপা করিয়া তোমার এক সখাকে আমায় দেখাও"। ভগবান বলিলেন "হে মুষা! কহতুর পাহাড়ে যাও আমার এক সখাকে দেখিতে পাইবে। মুষা তাহাই করিলেন। পাহাড়ে যাইয়া মুষা বিকলাঙ্গ এক ব্যক্তিকে

দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ। কোন দ্রব্য ধরিবার উপযোগী হাত নাই, কোন স্থলে যাইবার উপযোগী পদ নাই। দর্শন করিবার উপযোগী চক্ষু নাই এবং বাক্য বলিবার উপযোগী মুখ নাই। মুষা অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে যাইলেন এবং নিকটে যাইয়া শুনিতে পাইলেন, এত ব্যাধিসত্বেও সেই ব্যক্তি শান্ত হৃদয়ে পবিত্র মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছেন। মুষা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ তবে কিসের জন্য আপনি ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন?" সাধু বলিলেন "দুই বিষয়ের জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। প্রথম সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ হইলেও আমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হই নাই। ২য়, হৃদয় মাঝারে তাঁহার দর্শন পাই বলিয়া"।

## ১ নং সুরাপান নিবারণ।

সুরা পানের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে অনেক বক্তৃতা হইয়া থাকে, কিন্তু বিলাতে বক্তৃতা এ কার্য্যের চূড়ান্ত সীমা বলিয়া পরিগণিত হয় না। বিলাতে ইহার বিরুদ্ধে যে সকল সভা স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল সভা বক্তৃতা ও পত্রিকায় তুষ্ট না হইয়া ইহার আনুসঙ্গিত কতগুলি আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহারই উপরে বিশেষ নির্ভর করিয়া থাকেন। কলিকাতার ও ধার্ম্মিক ইংরাজগণ সেই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকেন। বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। বাল্যকালে পূজার সময় যখন আমরা জ্যেষ্ঠদিগের সহিত চীনের বাড়ী জুতা

কিনিতে যাইতাম, তখন লালবাজারে দুপুরবেলা দুই চারিটা মাতাল গোরা দেখিতে পাইতাম, ঐ সময়ে ঐ স্থলে মদের দোকানও অধিক ছিল, ইতর মাতাল ইংরাজ ৫।৬ জন ঐ খানে খুচরা মদ বেচিত। সে সময় সন্ধ্যার পর, বিশেষ শনি রবি-বার, পাড়াগেঁয়ে লোক, স্ত্রীলোক বালক ও ইতর লোকদিগের ঐ রাস্তায় চলা ভার হইত। কলিকাতার সে রাস্তা এক্ষণে কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজার শাসন ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ধার্ম্মিক ইংরাজগণ এস্থলে কেমন কার্য্য করিতেছেন, অনেকে বোধ হয় তাহা জানেন না।

কলিকাতায় ডাক্তার থোবর্ন সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই থোবর্ন সাহেব কি সূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন তাহাও বলা আবশ্যক। দেখিতে সাহেব হইলেও ইংরাজদিগের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইনি মার্কিনবাসী। মার্কিন দেশীয় ধার্ম্মিক পুরুষ ও স্ত্রীগণ ভারতে অনেক সৎকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। মার্কিন বাসীগণ ভারতে অনেক প্রকার ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করিতে-ছেন। তাঁহারা স্বদেশ হইতেও ইহার জন্য টাকা আনিতে-ছেন এবং স্বদেশ হইতে ধার্ম্মিক নর নারীগণকে এখানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যে রমণী কলিকাতায় আসিয়া পতিতা রমণীদিগকে মাতার ন্যায় সাদর আলিঙ্গন দিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও যাহাঁরই প্রতিষ্ঠিত Protestant Home. শত শত পতিতা রমণীকে আলিঙ্গন ও

আশ্রয় দান করিতেছে, সে রমণী ইহাদিগের আহ্বানেই ব্রহ্ম-চারী বেশে ভারতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার থোর্বনও সেই-রূপ। তিনিও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিশেষ বিবরণ ২নং সুরাপান নিবারণে দেখিবেন।

কাল মাহাত্ম্য।

বর্ত্তমান শতাব্দীর রহস্য বুঝা ভার। যিনি "জগৎকে প্রেম কর" "জগৎকে প্রেম কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন তিনি আবার ভ্রাতার সহিত সামান্য একখানি আসন লইয়া মারামারি কাটাকাটী করিয়া থাকেন, যিনি "সত্যের জয়" "সত্যের জয়" বলেন তিনিই আবার পরমহংস রাম কৃষ্ণের উক্তি গুলি রূপান্তরিত করিয়া আপনার উক্তি ও বক্তৃতার ভিতর সন্নিবেশিত করেন। আর যিনি ধর্ম্ম প্রচা-রক ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ব ত্যাগ করেন তিনিই আবার পুস্তক বেচিয়া কাগজ ছাপাইয়া বা শিষ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। তাই বলি বর্ত্তমান শতাব্দীর রহস্য বুঝা ভার।

ভগবানের নামে লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই লাভ করিতেছে কিন্তু সাধক তুমি ত্যাগী ও ভোগী, উভয় প্রকার সাধককে চিনিতে চেষ্টা করিও নতুবা ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়া মারা যাইবে।

ঈশ্বরের সখা।

এক বিকলাঙ্গ সাধুকে দেখিয়া মুষা বলিলেন "আপনি এ অবস্থায়" কতকাল আছেন? ঋষি বলিলেন "প্রায় শত বৎসর হইবে"। মুষা বলিলেন "এই শত বৎসরের মধ্যে আপনার

কি কোন দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় না"? সাধু বলিলেন অন্য দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা নাই তবে দুই বস্তুর বাসনা কখনং হইয়া থাকে—প্রথম মুষা নবিকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। ২য় শীতল বারি পান করিতে ইচ্ছা হয়। মুষা বলিলেন আপনার দুই ইচ্ছাই আজি পূর্ণ হইল। প্রথমে চাহিয়া দেখুন আমি মুষা নবি তোমার সম্মুখে আসিয়াছি, দ্বিতীয় অপেক্ষা কর শীতল পানি আমি অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করিতেছি। এদিকে যুবা শীতল জলের অন্বেষণে বাহির হইল, ওদিকে ভগবান সাধুকে হত্যা করিবার আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র স্বর্গের দূত আসিয়া, সাধুকে হত্যা করিল। বন্য পশুগণ আসিয়া লাস চিরিয়া ছারখার করিল এবং শরীরস্থ মাংস শোণিত ভক্ষণ করিতে লাগিল।" এমন সময় মুষা নবি পানি হস্তে আসিয়া পড়িলেন এবং সাধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। পরে মুষা নবি হাত তুলিয়া খোদার দরগাতে বলিলেন "ভগবান! একি ব্যাপার! সখার সহিত তোমার একি ব্যবহার"? ভগবান বলিলেন "হে মুষা! আমার সখা হইয়া পৃথিবী মধ্যে যে কেহ অপর কোন মনুষ্যের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিবে অথবা শারিরীক সুখের অন্বেষণ করিবে নিশ্চয় জানিও, তাহাকে আমি এই রূপেই নষ্ট করিব"।

## যথার্থ গীতা পাঠ।

ব্রাহ্মণ কুমার কাশী হইতে গীতা পাঠ করিয়া আসিয়াছে, ব্রাহ্মণ সগর্ব্ব রাজ সমীপে তাহা জানাইল। রাজা বলি-

লেন কাল তোমার সন্তানকে আসিতে বলিও, আমি দেখিব। পরদিন ব্রাহ্মণ কুমার রাজসসভায় উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন "তোমার গীতা পাঠ হয় নাই তুমি পুনরায় শিক্ষা করগে"। যুবক পুনরায় কাশী যাইয়া গীতা পাঠ করিয়া আসিল। ঠাকুর মহাশয় আনন্দ হৃদয়ে পুনরায় রাজসমীপে তাহা জ্ঞাপন করিল। রাজা পুনরায় তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন "তোমার গীতা পাঠ এক্ষণেও হয় নাই তুমি পুনরায় শিক্ষা করিয়া আইস"। যুবক পুনরায় কাশী যাইয়া গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এবারে সেরূপে আস্ফালন করিতে পারিলেন না। ঠাকুর মহাশয়ও এবারে আর তাহার আগমন বার্ত্তা রাজসমীপে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। রাজা সকলই খবরই রাখেন। ব্রাহ্মণ পুত্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তিনি শুনিয়া ছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ',আপনার পুত্র নাকি আসিয়াছে"? রাজা বলিলেন "তা তিনি এক্ষণে কি করিতেছেন"? ব্রাহ্মণ বলিল "গৃহে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছে"। রাজা বলিলেন "আমি একদিন তাহাকে দেখিতে যাইব'। পরে একদিন আপনা আপনি ব্রাহ্মণের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ কুমার একাকী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছে। রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে ব্রাহ্মণকে তখন প্রণাম করতঃ বলিলেন "এইক্ষণে আপনি ঠিক গীতা পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন"।

### যথার্থ বোধ।

গ্রেকাইদিগের জননী সাধ্বী করণিলিয়ার নিকট বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা এক রমণী আসিয়া গর্ব্বিত বচন সহকারে আপনার অলঙ্কার দেখাইয়া বলিল "ভগ্নি! তোমার কি কি অলঙ্কার আছে দেখি"? দরিদ্রা করলিনিয়া আপনার দুই সন্তানকে লইয়া গিয়া বলিল "ভগ্নী! ইহাই আমার অলঙ্কার ইহাই আমার ভূষণ"।

### পরোপকার।

সাধু ফ্র্যানসিস্‌কে মৃত্যুকালে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপ-নার মৃত শরীরকে কোথায় কিরূপে আমরা সমাধিস্থ করিব বলুন"? সাধু বলিলেন "জীবনে কাহারও কিছু উপকার করিতে পারি নাই অতএব আমার মৃত শরীরকে মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দিও বালকেরা যেন আমাকে চিরিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন"।

### ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ।

মায়ের যেমন ছেলের প্রতি টান, সতীর যেমন পতির প্রতি টান সেইরূপ যাহার মনের টান ভগবানের প্রতি সেই তাঁহাকে লাভ করে।

### ঈশ্বরের সখা কে?

ভগবান বলিলেন "হে দাউদ! আমার সখারূপে পরিচিত হইয়াও যে ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদি লইয়া আরামে নিদ্রা যায়, নিশ্চয় জানিও সে বৃথা আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে"।

## খ্রীষ্ট ভক্ত।

ইসাগত প্রাণ এক প্রবীণ সাধু কঠিন বাতরোগে শয্যাগত হইয়া সম্মুখে এক ক্রুশোপরি ইসার ছবি রাখিয়া মহা শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন। যখনই তিনি বেদনায় অস্থির হইতেন তখনই তিনি সেই ইসার ক্রুশোপরি চাহিয়া দরদরিত নয়নে বলিতেন "প্রভু! তুমি ইহা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ"!

## অবিশ্বাসী।

এক ব্যক্তি স্বীয় পুত্র কন্যা লইয়া দূরদেশে যাইতেছে। পথি মধ্যে তাহার স্মরণ হইল যে একস্থলে একটি ভগ্ন সেতু পার হইতে হইবে। সে ভাবনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল "হায়! যদি সেই সেতু হইতে আমি পড়িয়া যাই তবে আমার দশা কি হইবে? তাহার স্ত্রী বলিল "তাইত সেই সেতুর কথা আমার মনে ছিল না, আমি তো তাহার উপর দিয়া যাইতে পারিব না। আর নদী পার হইবারও অন্য উপায় নাই, যদি কোন দৈব ঘটনা হয় তবে আমাদের দশাই কি হইবে? এইরূপ নানা দুর্ভাবনায় অধীন হইয়া চলিতে চলিতে তাহারা সেতুর নিকট উপস্থিত হইল। এবং উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে সেই ভগ্ন সেতু আর নাই; রাজসরকার হইতে তাহার স্থলে একটি সুন্দর নূতন সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা অবাক হইয়া বলিতে লাগিল 'হায়! আমরা কেন এতক্ষণ বৃথা চিন্তা করিতে ছিলাম"। এ সংসারে অনেকেই এইরূপ বৃথা সেতুর ভয়ে ভীত হইয়া

থাকেন, কবে বিপদ আসিবে, কবে পীড়া হইবে, অর্থনাশ হইবে, নির্ভরহীন অবিশ্বাসী নর নারী চিরদিন সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকেন। যে বিপদের আশঙ্কায় সংসারী মানবের পেটের ভাত চাল হইয়া যায়, বিশ্বাসী সন্তান দেখিতে পান হয় সে বিপদ কল্পনা প্রসূত অমূলক ভীতি মাত্র না হয় তাহা চিরস্থায়ী অমূল্য আনন্দের সোপান।

## বিলাতি দাতা।

বিসপ বারনেটের নিকট এক ভদ্রলোক আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। বিসপ্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কত টাকা পাইলে আপনার ভিক্ষা বৃত্তি দূর হয়?" তিনি বলিলেন "পঞ্চাশ টাকা পাইলে আমি সামান্ত দোকান করিয়া দিন যাপন করিতে পারি।" বিসপ আপন ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ উক্ত টাকা দিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্য বলিল "মহাশয় পঞ্চাশ টাকা দিলে আমাদের হস্তে আর কিছুই থাকিবে না।" বিসপ বলিলেন "দরিদ্রের দুঃখের মূল্য তুমি জান না, আমাদের কিছুই না থাক, তুমি তাহাকে এক্ষণেই টাকা দাও।"

## দধির হাড়িতে মাখম।

এক ব্রাহ্মণ গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া রাজদ্বারে আনীত হইয়াছিল। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ অবধ্য জানিয়া আজ্ঞা দিলেন "আপনি আমার অধিকারের বাহিরে চলিয়া যান।" ব্রাহ্মণ বলিল "মহারাজ! আপনার অধিকার কত দূর।" রাজর্ষি অপ্রতিভ হইলেন, ভাবিলেন আমার

আবার অধিকার ছি! ছি! আমার আবার অধিকার কি? ব্রাহ্মণ রক্ষা পাইল তাঁহাকে আর দেশ ত্যাগ করিতে হইল না।

## ভগবান রামকৃষ্ণের উপদেশ।

পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিলেন জীব না মরিলে শিব হয় না। আবার এই শিব শব না হইলে মা আনন্দময়ী তাঁহার বক্ষের উপর নৃত্য করেন না।

## ঈশ্বরের সখা কে?

একদিন মুহনবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! তোমার সখা কাহাকে বলা যায়?" ভগবান বলিলেন, হে মুহ্ন! স্তনপায়ী শিশু মাতা ব্যতীত যেমন আর কাহাকে চিনে না, কাহার ভরসাও করে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি আমা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির আশা না রাখে সেই আমার সখা।

## পাগল রামকৃষ্ণ।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি সভ্য পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াতও করিতে থাকেন। সেই স্রোত নিবারণ করিবার জন্যই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক তাহাদের মধ্যে কোন প্রচারক মহাশয় সদল মধ্যে রাষ্ট্র করেন যে, পরমহংস রামকৃষ্ণ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, উঁহার বিবেক সুস্থ নহে, এক বিষয়ে একাগ্রভাবে অনেক চিন্তা করিয়া উঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; বিলাতেও

এরূপ দশা অনেকের হইয়া থাকে, এক বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে অনেক বিলাতী পণ্ডিত পাগল হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে লোকমুখে এ সব কথা পরমহংস মহাশয়ের নিকট আসিয়া পেঁৗছিল। তিনি কোন উত্তর না করিয়া সেই প্রচারক মহাশয়কে একদিন তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। প্রচারক মহাশয়ও অমুক দিন যাইব বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কার্য্য গতিকে কথিত দিবসে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পুনরায় পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনিও আসিবার দিন বলিয়া পাঠাইলেন কিন্তু এবারেও কার্য্য গতিকে তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পরে অনেক দিন বাদে সেই প্রচারক মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরমহংস মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁরে! তুই নাকি বলেচিস্ আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?" তা দেখ, আমার মাথা খারাপই হোক্ আর যাই হোক্, আমি যে দিন যাহার নিকট যাব বলি, সে দিন তাহার নিকট যাই-ই-যাই, আর তুই দুদিন আস্‌বি বলিলি তা কৈ এলিনি তো? প্রচারক মহাশয় অপ্রস্তুত ও নীরব। পরে পরমহংস মহাশয় আবার বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই যে, বিলাতী পণ্ডিতদের কথা বলিয়াছিস্ তা, তারা কোন বিষয় ভেবে ভেবে পাগল হয়েছে? জড় না চৈতন্য? জড় বিষয় ভেবে মানুষ পাগল হবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যে চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য, সেই চৈতন্যকে ভাবলে মানুষ কি কখন পাগল হয়? তোদের শাস্ত্রে কি তাই বলে নাকি?

ব্যাকুলতা।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, গৌরাঙ্গদেব নিজ সঙ্গীগণ সঙ্গে কোন পল্লীমধ্যে এক ব্রাহ্মণ গৃহে অতিথি হইলেন। আহারান্তে সকলে তথায় নিদ্রিত হইলেন। প্রহরেক রাত্রি থাকিতে তাহারা দেখিলেন গৌরাঙ্গ তথায় নাই। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ মহাভাবিত হইলেন, গৃহস্থও মহাবিপদে পড়িল। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ হইতে লাগিল, অবশেষ দেখা গেল, এক নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে বসিয়া গোঁসাই "কৃষ্ণ রে বাপ্!" "কোথা গেলি রে!" বলিয়া এমনি চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতেছেন, যে এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা শুনা যাইতেছে।

ঈশ্বরের সখা।

সাধু বসরহফি বলেন, একদিন বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলাম পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বেহালে পড়িয়া রহিয়াছে, শত শত বোল্‌তা মক্ষিকাদি তাহার বদনে হুল ফোটাইতেছে, ঋষির সর্ব্বশরীর রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, তথাপি সেই ব্যক্তি শান্ত মনে আল্লা আল্লা করিতেছে, আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "একি ব্যাপার! ইনি এ অবস্থায় কতদিন আছেন?" সে বলিল "চল্লিশ বৎসর।" পরে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি সেই সাধুর মস্তক আপনার জানুর উপর তুলিয়া লইলাম। কিন্তু আমাকে কিছুই বলিতে হইল না। সাধু চক্ষু খুলিয়া একবার আমাকে দেখিলেন, পরে স্বীয় মস্তক পুনরায় ভূমিতে নামাইয়া বলিলেন "কেন তুমি আমাকে আমার সখা হইতে

পৃথক করিলে? আমি তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই কার্য্যে বিরত করিলে?"

## আদর্শ চাকরাণী।

এক দাসী প্রতিদিন স্বীয় প্রভুর জীর্ণ বস্ত্রাদি সংশোধনে ব্যস্ত থাকিত। একদিন তাহার প্রভু তাহাকে বলিল "তুমি সর্ব্বদা জীর্ণ বস্ত্র সংশোধনে ব্যস্ত থাক কেন?" দাসী বলিল মহাশয়, আমি দেখিতেছি, যতই আমি আপনকার সুসার করিতেছি, আপনি ততই দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেছেন।

## ভক্তের ভগবান।

এক দুষ্ট চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় আর শক্তি নাই। কি করে। একদিন নানালঙ্কারে বিভূষিত স্বীয় রাজপুত্রকে আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিল কল কৌশলে ইহার অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করি। সুবোধ শিশু নিকটে আসিল, ধূর্ত্ত কাতরস্বরে বলিল "কাকা, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্চে যদি একটু জল আনিয়া দাও তবে বাঁচি নতুবা মরিয়া যাই"। কোমল হৃদয় সুবোধ শিশু জল আনিতে উদ্যত হইল। বৃদ্ধ বলিল তুমি দীক্ষিত না হইলে আমি তোমার হস্তে জল পান করিব না। শিশু দীক্ষা কাহাকে বলে তাহা জানিত না, কিন্তু তথাপি বলিল, "আমায় তবে দীক্ষা দাও"। দুষ্ট বলিল "চল নদীতীরে চল"। শিশু তাহাই করিল। দুষ্ট বলিল "তোমার গাত্রের অলঙ্কার গুলি খুলিয়া এইখানে রাখ"। শিশু তাহাই করিল। দস্যু

বলিল "তুমি নদীতে ডুব দিয়া থাক, আমি না ডাকিলে তুমি উঠিও না, তার পর আমি তোমাকে দীক্ষিত করিয়া ঈশ্বর দর্শন করাইব"। ভগবানের সাক্ষাৎ হইবে, গুরুকে জল পান করান হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া সরল শিশু আনন্দমনে তাহাই করিল। দস্যুও সেই অবসরে অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করিল। শিশু জলমগ্ন হইয়া রহিল, গুরু না ডাকিলে উঠিবে না। ক্রমে সময় অধিক হইতে লাগিল, বালক আর থাকিতে পারে না, তাহার পেট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু তথাপি সে উঠে না। গুরু না ডাকিলে সে নিশ্চয় উঠিবে না। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ভক্ত শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া ভগবান এক প্রহরীর বেশ ধরিয়া দস্যুর কেশাকর্ষণ করিয়া বলিলেন "পামর! শীঘ্র আমার বাছাকে ডাক, আমি নিজেই তাহাকে ডাকিতে পারিতাম কিন্তু বাছা আমার যে গুরু বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি ডাকিলে তো সে উঠিবে না"। দস্যু ভীতমনে শিশুকে ডাকিয়াই মুর্চ্ছিত হইল। শিশু জল হইতে উঠিয়াই দেখে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণু বলিতেছেন "বৎস! জল হইতে উঠ, তোমাকে দর্শন দিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।

## বিষয় না বিষ।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন. বরং কালসর্পের গাত্রে হস্ত প্রদান করিও তথাপি বিষয়ের ধারে যাইও না, কেন না, কালসর্প দংশনে মনুষ্যের মৃত্যু হয় নতুবা নয় কিন্তু বিষয়ের এমনি দোষ যে, উহা দর্শন করিলেই মানুষ মরিয়া যায়।

## অতিথী সেবা।

সাধু তুকারাম কিরূপ করিয়া অতিথি সেবা করিতেন নিম্ন উদ্ধৃত কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

ঘরে দুটা অন্ন এলে,
ছেলেদের দেবো কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যা'ন দিতে!
তুকা বলে "অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত।
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।"
"না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।"
তুকা বলে "এ জনমে
তাই এত পেতেছিস তাপ। ভারতী বৈ ১২৮৫।

## সমাধি।

অনেক সময় ঈশ্বর প্রসঙ্গ মাত্র পরমহংস রামকৃষ্ণের সমাধি হইত। তদবস্থায় তাঁহার নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্য শূন্য, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃত প্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত। কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত।

## ব্রাহ্ম সমাজের মহৌষধ।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষি উভয়েই এক সময়ে এক স্থানে বাস করিতেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে বড় প্রেমের ভাব ছিল না। বশিষ্ঠের কথাবার্ত্তা বিশ্বামিত্রকে ভাল লাগিত না। বশিষ্ঠ সমদর্শী ভগবৎপরায়ণ নির্জ্জনবাসী ঋষি, বিশ্বামিত্রের প্রতি তাঁহার কোন কুভাব থাকা অসম্ভব, তবে সত্যের খাতিরে বিশ্বামিত্রকে তিনি বড় উচ্চাসন প্রদান করিতে পারিতেন না এই তাঁর দোষ। বিশ্বামিত্র এ জন্য তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। তিনি মনে করিতেন বশিষ্ঠ তাঁহার উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত এ জন্য সে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়ায়, লোকের নিকট তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাঘব করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বামিত্র কত সময় বশিষ্ঠকে গালাগালি দিয়াছে, কত প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি তাঁহার শত শত পুত্র পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছে, কিন্তু বশিষ্ঠ কোন দিন তজ্জন্য তাহাকে কোন দোষী করেন নাই। একদিন রাত্রিকালে বশিষ্ঠের কোন কথায় বিশ্বামিত্র রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার মানসে গোপনে তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অদৃশ্যভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বশিষ্ঠদেব উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার তৎকালিক প্রশান্ত মূর্ত্তি ও উজ্জল প্রভা, গম্ভীর ও নিশ্চল ভাব বিশ্বামিত্রের প্রাণকে আকর্ষণ করিল। বিশ্বামিত্র আপন মতলব স্থগিত রাখিলেন,

মনে করিলেন এক্ষণে এস্থলে লুক্কায়িত থাকি, উপাসনা সমাপ্ত হইলে পর উঁহাকে বধ করিব। বশিষ্ঠের উপাসনা সমাপ্ত হইল কিন্তু বিশ্বামিত্রের কে জানে কেন তখনও বধ করিতে ইচ্ছা হইল না। বশিষ্ঠ আপন স্ত্রী অরুন্ধতীকে আহার সামগ্রী আনিতে বলিলেন। অরুন্ধতী অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন একটু লবণ দাও।

অরুন্ধতী।—লবণ তো নাই সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠ।—তবে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ চাহিয়া আন।

অরুন্ধতি এই কথা শুনিয়া বিস্ময় সহকারে বলিলেন "সে কি? আপনি আজি এ কি কথা বলিলেন একে অন্ধকার রাত্রি, তাহে আমি স্ত্রীলোক, আপনি কিরূপে আমাকে বিশ্বামিত্রের নিকট যাইতে বলিলেন? সে আমাদের পরম শত্রু, সে যদি আমার প্রতি কোন অত্যাচার করে"? বশিষ্ঠ বলিলেন "না না অরুন্ধতি, এমন কথা বলিও না, বিশ্বামিত্র একজন ঋষি, তিঁনি কখনই তোমার প্রতি অত্যাচার করিবেন না"। অরুন্ধতী পুনরায় বিস্মিতভাবে বলিলেন "ভাল, বিশ্বামিত্র যদি একজন ঋষি, যদি তিঁনি এতই ভাল তবে কেন আপনি তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করেন না?"

বশিষ্ঠ।—সে স্বতন্ত্র কথা। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করি না বলিয়াই যে আমি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করি না তাহা নহে।

অরুন্ধতি।—ভাল আপনিও ঋষি, তিঁনিও ঋষি, তবে কেন আপনাদের ভিতর প্রেমের সচ্ছলতা নাই?

বশিষ্ঠ।—কি জান অরুন্ধতি! বিশ্বামিত্র লোক সমাজে বড়ই আদৃত, লোকে তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া ডাকে এবং তিঁনি আপনিও তাই মনে করেন, আমি কিন্তু তাহা স্বীকার করি না।

অরুন্ধতী।—সকলেই যখন তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া স্বীকার করে এবং তিঁনি আপনিও আপনাকে তাই বোধ করেন, তখন আপনিও কেন তাঁহাকে রাজর্ষি বলেন না?

বশিষ্ঠ।—কি জান অরুন্ধতী, বিশ্বামিত্রের এক্ষণেও সনাতন ধর্ম্ম বোধ হয় নাই। যাহার সনাতন ধর্ম্ম বোধ নাই আমি কিরূপে তাহাকে রাজর্ষি বলি বল?

বিশ্বামিত্র এতক্ষণ গুপ্তস্থলে লুক্কায়িত থাকিয়া সকল কথাই শুনিতে ছিল কিন্তু আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্বকার বৈরভাব সমুদায় বিস্মৃত হইয়া বশিষ্ঠের পদতলে আসিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন "আমি মহাপাপী, আপনি আমার অপরাধ সমুহ ক্ষমা করুন"। বশিষ্ঠ বলিলেন "বিশ্বামিত্র! তুমি তো আমার নিকট কোন অপরাধ কর নাই"। বিশ্বামিত্র বলিলেন "আপনার নিকটে আমি শত শত অপরাধে অপরাধী, কৃপা করিয়া আজি আমায় ক্ষমা করুন"।

বশিষ্ঠ বলিলেন "তুমি অপরাধ করিলেও আমি তাহা গ্রহণ করি নাই, কেন না তোমার অপরাধ গ্রহণ করিয়া আমার

রাখিবার স্থান নাই। আমার অন্তরে যে বস্তু দিবানিশি বিহার করিতেছে, সে যে আমার সমুদায় হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে অতএব তাহাকে একটু না সরাইয়া দিলে আমি তোমার অপরাধ লইয়া কোথায় রাখিব বল ?" বিশ্বামিত্র সমস্তই বুঝিলেন, তিনি বলিলেন "আমি মহা অপরাধী, আপনার বিরুদ্ধে শত শত অপরাধ করিয়াছি এবং আজিও আপনাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এস্থলে আসিয়া ছিলাম, এক্ষণে আপনি আমায় ক্ষমা না করিলে আমি প্রাণে শান্তি পাই না"। বশিষ্ঠ বলিলেন "তোমার শান্তির জন্য তুমি এক কার্য্য কর; আমার ভোজন সমাপ্ত হইলে তুমি এই উচ্ছিষ্টস্থলে গড়াগড়ি দাও।" বিশ্বামিত্র তাহাই করিলেন এবং তাঁহার প্রাণে শান্তিও আসিল। পরে বিশ্বামিত্র বলিলেন "আপনি আমায় এক্ষণে সনাতন ধর্ম্ম উপদেশ করুন"। বশিষ্ঠ বলিলেন "আমি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র সনাতন ধর্ম্মের আমি কি জানি ?" বিশ্বামিত্র বলিলেন "তবে সনাতন ধর্ম্ম জানে কে ?" বশিষ্ঠ বলিলেন "সনাতন ধর্ম্ম স্বয়ং অনন্তদেব ব্যতীত আর কেহ জানে না, তুমি তাঁহার নিকট যাও তিনি তোমায় উপদেশ প্রদান করিবেন।" বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। অনন্তদেব বলিলেন "বিশ্বামিত্র ! স্থিরচিত্ত না হইতে পারিলে সনাতন ধর্ম্মের কথা বলা যায় না আমি এক্ষণে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল মস্তকে ধারণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি সনাতন ধর্ম্মের কথা এক্ষণে আমি কিরূপে বলিব"? বিশ্বামিত্র বলিলেন "ভাল আপনি ত্রিলোকের ভার আমার মস্তকে

প্রদান পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হউন ”। অনন্তদেব বলিলেন “ তাহা হইলে তো হইবে না, তুমিও স্থিরচিত্তে না শ্রবণ করিলে তো সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না”। বিশ্বামিত্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন ‘ভাল, আমি এত কাল ধরিয়া যে এত তপস্যা করিয়াছি আপনি আজ্ঞা করুন সেই সঞ্চিত তপস্যাবলে একটী স্তম্ভ প্রস্তুত হউক এবং সেই স্তম্ভোপরি ত্রিলোকের ভার অর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে আপনি আমায় উপদেশ দিন”। অনন্তদেব বলিলেন “তা হবে কি বিশ্বামিত্র” ? বিশ্বামিত্র বলিলেন ‘হবে না কেন আপনি বলিলেই হইবে’। অনন্তদেব বলিলেন “তাহাই হউক”। বিশ্বামিত্রের পুণ্যবলে তৎক্ষণাৎ একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু বিশ্বামিত্র আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্রমে পাতালের নিম্নে চলিয়া যাইতে লাগিলেন ঠাকুর তদ্দর্শনে স্তম্ভকে স্থগিত হইতে বলিলেন। স্তম্ভ অদৃশ্য হইল বিশ্বামিত্র পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন “তাইত একি হইল, তা আমার তো আর অন্য কিছু সম্বল নাই, তবে সনাতন ধর্ম্ম আমি কিরূপে শিক্ষা করিব। ঠাকুর বলিলেন “বিশ্বামিত্র ভয় নাই, তোমার আর একটি পুণ্য সঞ্চিত আছে তুমি সেইটি পরীক্ষা করিয়া দেখ। ”—

বিশ্বা—কি কি ?

ঠাকুর—তুমি আজি একদণ্ড যে বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছ তাহার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না।

বিশ্বা—(সন্দেহের সহিত) তাতে কি হবে? সে অতি সামান্ত পূণ্য।

ঠাকুর—ভাল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন?

বিশ্বা—তা দেখুন।

অনন্তদেব তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা করিলেন তথাস্তু এবং সেই পূণ্যবলে একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্রও ক্রমে ঊর্দ্ধে স্বর্গে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন; ঠাকুর তদ্দর্শনে স্তম্ভটি স্থগিত করিলেন। বিশ্বামিত্র স্বস্থলে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "উঃ এর এত গুণ" তা ভাল আমার সনাতন ধর্ম্ম ইহাতেও তো শিক্ষা করা গেল না? অনন্তদেব বলিলেন "বিশ্বামিত্র কাহার সঙ্গে কি ফল হয় কে বলিতে পারে? একদণ্ড বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছ। তুমি তাহার ফল দেখিলে এক্ষণে তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর তিঁনি সনাতন ধর্ম্ম ভালরূপ বিদিত আছেন, তিঁনিই তোমায় উপদেশ প্রদান করিবেন"। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বটে, তা কি দুষ্টামি দেখুন দেখি, অনর্থক আমাকে এত কষ্ট কেন দেওয়া"? অনন্তদেব বলিলেন "না না বিশ্বামিত্র! অনর্থক কষ্ট নয় তুমি তাঁহাকে চিনিতে না তাঁহার মাহাত্ম জানিতে না, তাঁহার কথায় আদর করিতে না তাই তিনি স্বয়ং উপদেশ না প্রদান করিয়াআমার নিকট তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে তুমি তাঁহার মাহাত্ম অবগত হইলে যাও তাঁহার নিকট যাও এবং অহঙ্কার বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করগে তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভ হইবে।

## প্রচার কৌশল।

চৈতন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন লক্ষপতির বাটী ব্যতীত তিনি ভিক্ষা করিবেন না। দুঃখী কাঙ্গাল বৈষ্ণবগণ কাতর হইয়া তাঁহাকে জানাইল "প্রভু! আপনি যদি আমাদের বাটী ভিক্ষা গ্রহণ না করেন তবে আমাদের দশা কি হইবে"? গৌরাঙ্গদেব বলিলেন "যাহার লক্ষ টাকা আছে আমি তাহাকে লক্ষপতি বলি না যে প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করে আমি তাহাকেই লক্ষপতি জ্ঞান করি এবং তাহারই বাটী ভিক্ষা গ্রহণ করি"।

## অনুরাগ।

অতুল ধনের অধিপতি শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় গৌরাঙ্গ কৃপায় বৈরাগ্যবান হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন কিন্তু পিতা মাতা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বাটীতে পুনরাগমন করিলেন আবার অবসর খুজিয়া পলায়ন করিলেন আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। এইরূপ বার বার তিনি পলায়ণ করিতে চেষ্টা করেন এবং বার বার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয়। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার হস্তে নয়লক্ষ টাকার সম্পত্তি অর্পণ করিলেন, অপ্সরীর তুল্য সুন্দরী যুবতী স্ত্রী গৃহে রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মন সে সকলে ভোলে না, তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া চীৎকার করেন আর ভূমিতে লুটাইতে থাকেন। পিতা মাতা বেগতিক দেখিয়া রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন এবং তাহাঁর চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথ সাধু উৎকণ্ঠায় অস্থির হইতেছেন আর

ভূমিতে লোটাইতেছেন। কোন শিষ্টলোক তদ্দর্শনে তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া বলিল "আপনারা একি করিয়াছেন? এ হেন ঐশ্বর্য্য ও এ হেন যুবতী নারীর বন্ধন যে ছিন্ন করিয়াছে, সামান্য পাটের রজ্জুতে কি আপনারা তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিবেন?" এ কথা শুনিবা মাত্র সকলে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল এবং নানামতে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। আত্মীয়েরা ক্রন্দন করিতে করিতে কত কথা বুঝাইল, রঘুনাথ হেটমাথায় বসিয়া রহিলেন, কোন কথার উত্তর দিলেন না। সকলে তাঁহাকে চোকে চোকে রাখিল, চতুর্দ্দিকে পাহারা বসিল। রঘুনাথ রাত্রিযোগে বাটী হইতে সুবিধা মতে বাহির হইলেন কেহ জানিতে পারিল না। রঘুনাথ দ্রুতপদে দৌড়াইতে লাগিলেন, জল জঙ্গল, কণ্টক প্রভৃতির উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন, আহার নাই, নিদ্রা নাই, রঘুনাথ ক্রমাগত চলিতে চলিতে বারদিনে শ্রীক্ষেত্র পৌছিলেন, তন্মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা নাম মাত্র আহার করিয়াছিলেন।

## বিলাতী বেতাল।

বিখ্যাত কনোস্ট্যান্টাইনের রাজ্য কালে এলেক্জেণ্ড্রিয়া নগরে অশীতি বৎসরের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ উক্ত নগরের পাপ ব্যভিচারের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বচক্ষে কুলটা নারীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যহ উক্ত নগরে মজুরি করিতে লাগিলেন এবং সন্ধ্যাকালে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা কিছু খাবার ও কিছু নগদ

লইয়া এক একটী বেশ্যালয়ে গমন করত বলিতেন, "ভগ্নী! কু-কার্য্য দ্বারা তুমি অদ্য রজনীতে যাহা উপার্জ্জন করিতে আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, অদ্য কোন পুরুষকে এ স্থলে আসিতে দিবে না"। তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্তমূর্ত্তি পক্ককেশ ও মিষ্ট বচনে রমণীগণ মোহিত হইয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইত। তিঁনি সারারাত সেই কুলটার গৃহে থাকিয়া কাতর প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ ও সঙ্গীত করিতেন। প্রাতঃকালে এই ঘটনা গোপন রাখিবার জন্য ঐ রমণীকে অনুরোধ করিতেন। রমণীও তাহাতে সম্মত হইত। এইরূপে তিঁনি প্রতি রাত্রি এক একটী রমণীকে এক এক রাত্রের জন্য পাপ হইতে বিরত করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তিঁনি কি জন্য দিবসে মজুরি করিতেন এবং রাত্রিকালেই বা কোথা থাকিতেন তাহা কাহা-কেও বলিতেন না, এ জন্য লোকে তাঁহার উপরে সন্দেহ করিতে লাগিল, ক্রমে দু-একজন তাঁহাকে বেশ্যালয় হইতে বাহির হইতে দেখিল এবং অল্পদিন মধ্যে চতুর্দ্দিকে তাঁহার দুর্নাম রটনা হইয়া গেল। যে আশ্রমে তিঁনি অবস্থান করি-তেন সেই আশ্রম বাসীগণ অবশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। তিঁনি তথাপি গুপ্ত কথা প্রকাশ না করিয়া দূরস্থ এক নির্জ্জন গহ্বরে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। লোকে পথে ঘাটে তাঁহাকে বিদ্রূপ ও ঘৃণা করিত ও সাধুর বেশ ত্যাগ করিতে বলিত। তিঁনি তাহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া শান্তমনে উৎ-

সাহের সহিত স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। অবশেষ একদিন প্রাতঃকালে যেমন তিনি এক বেশ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিবেন ওমনি এক মাতালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাতাল অনেক দিনাবধি তাঁহার কুৎসা শুনিয়া তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে সাধুর বেশে বেশ্যালয় হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে, রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং "পাষণ্ড সাধুর নামে আর কতকাল কলঙ্ক দিবি" বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সজোরে তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। প্রহারের চোটে মস্তক ফাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল, কিন্তু সাধু শান্তমনে, "আমি যে দিন প্রহার করিব সে দিন সমস্ত নগরবাসীকে আঘাত লাগিবে" বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন রাষ্ট্র হইল সাধু মরিয়া নিজ গহ্বরে পড়িয়া রহিয়াছেন। একে একে অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে গেল। ক্রমে সমস্ত নগরবাসী তাঁহার গহ্বর সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সাধুর বাক্য যথার্থই সফল হইল। তাঁহার প্রহারে যথার্থই সমস্ত সহরে আঘাত লাগিল। শত শত নারী আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল; হায়! ইনি আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা, উঁহারই চেষ্টায় আমরা পাপ পথ হইতে বিরত হইয়াছি"। নারীদিগের এ প্রকার বিলাপে সকলেই চমৎকৃত হইল। তাঁহার জীবনের গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলে সম্মানের সহিত তাহার সমাধি কার্য্য সমাপ্ত করিল; এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, সে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আজীবন পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া

সংসার ত্যাগ করত সেই গর্ত্তে বাস করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

## আদর্শ বৈষ্ণব।

গাঙ্গরোণের রাজা পিপাজী প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে কাশীতে রামানন্দ স্বামীর নিকট রাম নামে দীক্ষিত হন। রাম নাম জপ করিতে করিতে রাজার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। রাজা রাজ্য ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে মনস্থ করিলেন কিন্তু রাণীদিগকে অদীক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া গুরু রামানন্দ স্বামীকে পত্র দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামী পত্র পাইয়া রুইদাস প্রভৃতি শিষ্যগণ সমভিব্যহারে রাজধানীতে আগমন করিলেন। রাজা সম্যক্ প্রকারে স্বামীকে পূজা করিয়া রাণীদিগকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন!

পরে রাজা আপন বৈরাগ্যের কথা গুরুকে জানাইয়া সংসার ত্যাগ করিবার আজ্ঞা চাহিলেন। স্বামী রামানন্দ সন্তোষ হইয়া রাজাকে আজ্ঞা দিলেন। রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তাঁহার সাত রাণী আসিয়া বলিল " আমরাও তোমার সঙ্গে যাব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও। রাজা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইবেন না তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িবে না। গুরু রামানন্দ রাণীদিগকে কত প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই বুঝিল না। অতঃপর রাজা বলিলেন " আমার সঙ্গে যদি যাইবে তবে তোমরা অলঙ্কার বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া নগ্নবেশে

সভা মধ্যে আইস"। এই বাক্য শুনিবা মাত্র সীতা নামে ছোট রাণী হীরা মাণিক্যাদি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যোড় হস্তে কহিল "এখানে গুরুদেব বসিয়া রহিয়াছেন অতএব তাঁহার সাক্ষাতে উলঙ্গ হইলে অপরাধ হইবে"। পরে মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছেঁড়া একখানি কম্বল পরিয়া সভা মধ্যে আগমন করিলেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া স্বামীর মুখ পানে তাকাইলেন। স্বামী তাহাকে সঙ্গে লইতে আদেশ করিলেন। রাজা সীতাকে সঙ্গে লইয়া মাটীর করুয়া ও ছেড়া কম্বল উড়াইতে উড়াইতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ স্থল ভ্রমণ করিলেন। পরে ভ্রমিতে ভ্রামিতে দোঁহে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে দরিদ্র শ্রীধর ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর এতাবৎ যথা সর্ব্বস্ব বৈষ্ণব সেবায় ক্ষেপণ করিয়াছে। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি। রাজা পিপাজী সীতার সহিত তাঁহার ভবনে অতীথি হইলেন। শ্রীধর বৈষ্ণব তাঁহাদের আগমনে আপ্যায়িত হইলেন। জল আনিয়া তাঁহাদের পদ ধুইয়া দিলেন। পরে স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন কিন্তু তাঁহার গৃহে একটী পয়সা নাই, পাক করিবার হাঁড়ি নাই, শ্রীধর এ জন্য মনে মনে কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন "ভয় কি? আপনি আমার পরিধেয় বস্ত্রখানি বেচিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আসুন"। শ্রীধর অগত্যা তাহাতেই রাজী হইলেন। স্ত্রী পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়িয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া গোধূমের কুটী মধ্যে বসিয়া রহিল। শ্রীধর বাজারে বস্ত্রখানি বিক্রয় করিয়া

বৈষ্ণব সেবার জন্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন, পরে আপনি রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইলেন। ভোগ লাগাইয়া পিপা ও সীতাকে ডাকিয়া আনিলেন। পিপা বলিলেন "সকলে একত্রে বসিব অতএব আপনার স্ত্রী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনুন"। সীতা গৃহমধ্যে তাঁহাকে ডাকিতে যাইয়া দেখিলেন, তিনি ডোলের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন। সীতা বৈষ্ণবের এতাদৃশ ভক্তি কখন দেখেন নাই, তিনি চমৎকৃত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আপনার পরিধেয় বস্ত্র ফাঁড়িয়া যেন তেন প্রকারে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন, "হায়! আমরা কি অধম, আমাদের এমন মতি কখন হয় না, আপনি ধন্য"। পরে ভোজন সমাপ্ত হইলে সীতা মনে মনে ভাবিলেন, এ হেন লোকের ঘরে প্রভু কিছুই দিলেন না" তা যাহা হউক, আমি ইহাদিগকে কিছু না দিয়া যাইতে পারি না"। কিন্তু তিনি দিবেন কি? তাহারও কিছুই নাই, অগত্যা তিনি বাজারে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। একে রাজার রাণী, পরমাসুন্দরী, তাহে আবার অল্প বয়স, নূতন বৈষ্ণবী দেখিয়া সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ঠাকুরাণী এক বণিকের নিকট ভিক্ষা করিতে গেলেন। বণিক আধুনিক কছমের লোক, সাধু মাধু বোঝে না, সুন্দরীকে দেখিয়া সে রহস্য করিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরাণী তাহাতেও পেছপাও নন। তিনিও হাব ভাব কটাক্ষ সহকারে বণিকের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইল।

ঠাকুরাণি সকলকে মুগ্ধ করিয়া সকলের নিকট ভিক্ষা চাহি-লেন। সকলেই তাহাকে অপর্য্যাপ্ত তণ্ডুল গোধূমাদি প্রদান করিল। ঠাকুরাণী সেই সমুদায় তণ্ডুলাদি শ্রীধরের গৃহে আনিয়া ঢালিয়া দিলেন।

### অতিথী সেবা।

নারায়ণ গঞ্জের সন্নিকট দেওভোগ গ্রামে একবার কয়েকটি ব্রাহ্মণ অতিথী হইয়াছিলেন। একে রাত্রিকাল তাহে অন-বরত বৃষ্টি হইতেছে, গ্রামে কত ভদ্রলোক, ধনিলোক রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের আশ্রয় দিল না, অগত্যা তাহারা নাগ বংশীয় এক দরিদ্র কায়স্থের বাটী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একখানি বই ঘর ছিল না, কিন্তু গৃহস্বামী ব্রাহ্মণদিগকে যথা সাধ্য ভোজন করাইয়া সেই গৃহমধ্যে তাঁহাদিগকে শয়ন করা-ইয়া আপনি সস্ত্রীক জলের ধারে সারারাত্র বসিয়া রহিলেন।

### ধৈর্য্য।

কণ্টক যষ্টি দ্বারা শত্রুগণ সাধু টুকারামকে প্রহার করি-তেছে, টুকারাম ঐ প্রহারকারী দিগের প্রতি বিন্দুমাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার তৎকালীক মনগত ভাব তিনি নিম্ন লিখিত কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা
তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক কি করিবে সে,
না হয় হইবে মরণ॥

শস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড করে যদি দেহ,
তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে "সাবধান, হ'য়ে আছি আগুয়ান,
চিত্তে যে সমগুণ ধরি"—ভারতী ॥

## ত্যাগ ও কঠোরতা।

রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় সমুদায় বিষয় বিভব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে সিংহদ্বারে থাকিয়া অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পরে তাহা ত্যাগ করিয়া কুণ্ডমধ্যে যে সকল বাসি দুর্গন্ধযুক্ত মহাপ্রসাদ নিক্ষেপ করা হইত, তাহাই ধুইয়া যে কণিকা প্রাপ্ত হইতেন তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

## অতিথী সেবা।

রাজা রন্তদেব স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সমুদায় ভগবানে অর্পণ করিয়া অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। অযাচিত ভাবে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। একবার আটচল্লিশ দিন রাজা কোন প্রকার আহার প্রাপ্ত হন নাই। রাজাও কাহার নিকট ভিক্ষা না করিয়া উপবাসী রহিলেন, পরে এক ব্যক্তি দৈবাৎ অন্ন ও পায়স আনিয়া উপস্থিত করিল। এক শূদ্র কুকুর সমভিব্যাহারে সেই সময় রাজার নিকট অতিথী হইল। এতদিন উপবাসী রাজাও এ পরীক্ষায় কুণ্ঠিত না হইয়া অকাতরে স্বীয় অন্ন পায়স ঐ কুকুর ও শূদ্রকে বিভাগ করিয়া দিলেন।

## ইহারই নাম ভ্রাতৃভাব।

রামানুজ স্বামীর জামতা, পরম ভক্তিবান ও গুরুনিষ্ঠ ছিলেন। গুরু বলিলেন "বাপু! বৈষ্ণবকে বন্ধু ও গুরুরূপে পূজা করিবে"। শিষ্য বলিলেন, "প্রভু! বৈষ্ণব কাহাকে বলিব?" গুরু বলিলেন, "যাহার কপালে তিলক ও গলায় তুলসীমালা দেখিবে, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিবে এবং তাহার দোষ গুণ বিচার না করিয়া আপন ভ্রাতা জ্ঞানে সেবা ও প্রণাম করিবে। গুরুবাক্যে একান্ত বিশ্বাসী লালাচার্য্য তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন নদীর উপর দিয়া একটি শব ভাসিয়া যাইতেছে, শবের গলায় তুলসীমালা রহিয়াছে, লালাচার্য্য তাহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আহা! আমার ভাই কোথায় কিরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন, কেহ তাহার গতি করিল না" বলিয়া লালাচার্য্য সেই শবটী নদী হইতে উঠাইয়া লইলেন। লোকে বলিল "লালাচার্য্য কাঁদিতেছ কেন?" কোথাকার শব হৃদয়ে ধরিয়াছ বলিয়া তাহারা উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। লালাচার্য্য শবটী বাটীতে লইয়া গেল। পরে বহু বৈষ্ণব আনয়ন করিয়া নিয়মিত নাম সংকীর্ত্তন করিয়া ভ্রাতাকে দাহ করিলেন এবং বহুবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া ভ্রাতার উদ্দেশে মহোৎসব করিলেন।

## মুসলমান সাধু।

আছেফ কেয়াছ নামে একজন পরম ভক্ত মুসলমান ছিলেন। একবার তাঁহার পদে এক প্রকার রোগ জন্মিয়াছিল যাহাতে তাঁহার পা পচিয়া যাইতে লাগিল। এক

ব্যক্তি আসিয়া বলিল "আপনি এই সময় আপনার পদটী কাটীয়া ফেলুন নতুবা আপনার সমস্ত শরীর পচিয়া যাইবে"। এই কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন "পা কাটিবার আমার কি অধিকার আছে? "ভগবান যাহা করেন তাহাই ভাল; সথার সন্তোষেই আমার সন্তোষ"। দেখিতে দেখিতে অল্প দিন মধ্যে তাঁহার সেই ঘা জানুতক্ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সাধু উঠিতে বসিতে অসক্ত হইয়া পড়িলেন। এবং তাঁহার নেমাজ পড়া বন্ধ হইয়া গেল তখন সাধু কেয়াছু কাতরস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন "ভগবান! ইহা অপেক্ষা শতগুণ কষ্ট যদি তুমি আমায় প্রদান করিতে তাহাতেও আমি কাতর হইতাম না। কিন্তু তোমার উপাসনা হইতে আমাকে বিরত করিলে তাই আমি কাতর হইয়া পড়িয়াছি"। পরে সাধু ভাবিলেন যে পদ উপাসনার বিঘ্ন উৎপাদন করে সে পদ রাখিবার যোগ্য নয়, অতএব এই পদ এক্ষণে কাটিয়া ফেলা উচিত। উপস্থিত লোকেরা বলিল হুকুম করুন আমরা ডাক্তার ডাকিয়া আনি। তিনি ঔষধ দ্বারা আপনাকে অজ্ঞান করিয়া পা কাটিয়া দিবেন আপনি কিছুই জানিতে পারিবেন না"। সাধু বলিলেন ঔষধ দ্বারা অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন নাই, ভালরূপ কোরাণ পাঠ করিতে পারেন এরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন, আমি কোরাণ শুনিতে থাকিব আর তোমরা আমার পা কাটিয়া লইও"। একথা শুনিয়া কাহারো তাহাই করিল। সাধুর পা কাটিয়া রহিল

তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না, চৈতন্ত হইয়া মাত্র তিনি কাটা পদ হস্তে লইলেন। পরে হস্ত আকাশ পানে উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন 'ভগবান! কৃপা করে আমায় এই পদ প্রদান করিয়াছিলেন আবার তব ইচ্ছা মতে ইহাকে পৃথক করিয়া দিলেন, এই দু অবস্থায় আমি তোমাকে ধন্য-বাদ প্রদান করি, তোমার ইচ্ছায় জয় হোক, কিন্তু হে প্রভো! বিচার দিনে এই আমার খণ্ডিত পদ সাক্ষ্য প্রদান করিবে তোমার বিপরীত পথে এ পদ আমি কখনও নিক্ষেপ করি নাই।

## গুরুভক্তি।

গুরু দেশান্তর গমন করিবেন শিষ্য তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন"। গুরু বলিলেন "না তুমি এই খানেই থাক আমি অল্পদিন মধ্যে প্রত্যাগমন করিব"। শিষ্য বলিল "প্রভু! আপনার শ্রীচরণ সেবা করা আমার জীবনের প্রধান কার্য্য, সে কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া আমি কিরূপে অব-স্থান করিব?' গুরু বলিলেন "তুমি এই জাহ্নবীকে গুরু জ্ঞানে সেবা করিও তাহা হইলেই তোমার গুরুসেবা করা হইবে। এই কথা শুনিয়া শিষ্য আনন্দিত হইলেন এবং গঙ্গাকে গুরুজ্ঞানে বিধিমতে বিবিধ প্রকারে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন কদাপি ভ্রমেও আর জলে পাদস্পর্শ করিলেন না। অপরাপর বৈষ্ণবেরা তাহার সেই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল "তোমার তো দেখি

ভারি বাড়াবাড়ি, তুমি স্নান কর না, গঙ্গায় নাব না তবে যত লোকে গঙ্গায় স্নান করে তাহারা কি নরকে যাবে? পরে গুরু আসিলে সকলে নিন্দাচ্ছলে তাঁহাকে বলিল "এ ব্যক্তি গঙ্গায় নাবে না, গঙ্গাজলে কোন কার্য্য করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরু সবিশেষ শুনিয়া মনে মনে উক্ত শিষ্যের প্রতি বড়ই প্রীত হইলেন।

বুদ্ধের হুঙ্কার।

"কথিত আছে প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্য অসুর মারা তাঁহার সমক্ষে নানা প্রকার প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছিল। শাক্যসিংহ দুর্জ্জয় ধর্ম্মবল এবং মহাতেজ প্রকাশ করিয়া সেই অসুরকে পরাস্ত করিলেন। কথিত আছে মারা আপনার প্রলোভন দল সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল "হে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগি! দেখ তোমার কঠোর বৈরাগ্যে তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ, তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; চল সংসারে চল; সেখানে তোমাকে নানা প্রকার সুখ দিব"। মারার এই সকল কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "তুই দূর হ"।

খৃষ্টের হুঙ্কার।

"লিখিত আছে দানব সয়তান মহর্ষি ঈশাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া ছিল। একবার তিনি চল্লিশ দিন উপবাসী আছেন এমন সময় দুষ্ট শয়তান তাঁহাকে বলিয়া ছিল "তুমি যদি ঈশ্বরার্চ্চনা পরিহার পূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর

হবে আমি তোমাকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া দিব"। শয়তান তাঁহাকে এইরূপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া ছিল কিন্তু ঈশা প্রবল পরাক্রমের সহিত তাহাকে বলিলেন "শয়তান তুই দূর হ"।

## সাধু চেনা সহজ নয়।

সাধুবর যোনিদ বলেন ভগবৎভক্তের দোষগুণ বিচার করিবে না, সাধু চেনা বড় সহজ ব্যাপার নয়; অতএব সাধুর ব্যবহার বিপরীত বোধ হইলেও কখন দোষ দিও না। এমন অনেক সাধু আছেন ভগবান ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে সাধু বলিয়া বুঝিতে পারে না। একদিন আমি পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম এক মাতাল টলিতে টলিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছে। সাবধান করিবার জন্য আমি তাহাকে বলিলাম "দেখিও পড়িও না"। সে বলিল "সাবধান তুমি পড়িও না"। আমি পড়ি ক্ষতি নাই, আবার উঠিব কিন্তু সাবধান তুমি একবার পতিত হইলে আর উঠিতে পারিবে না। আর দেখ আমি পড়িলে একাকী আমি পড়িব, কিন্তু তুমি পড়িলে তোমার সঙ্গে অনেক ধার্ম্মিক লোক পড়িয়া যাই-বেন"। এমন সময় দৈববাণী হইল "এই ব্যক্তি সামান্য মাতাল নহে; এ আমার প্রেমে মত্ত হইয়া বিভোর হইয়া আছে, তুমি না বুঝিয়া কেন ইহাকে নিন্দা করিলে?" যোনিদ বলেন আমি এই কথা শুনিয়া চল্লিশ দিন অনবরত রোদন করিয়া ছিলেন।

## ঈশ্বর প্রেমিক।

ছুরি ছক্তি নামে এক ভগবদ্ভক্তকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঈশ্বর প্রেমিকগণকে যদি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয় তবে কি তাঁহাদের আঘাত লাগে না ?" সাধু বলিলেন "এক তলোয়ার কি দেখাও লক্ষ লক্ষ তলোয়ার যদি তাঁহাদের মস্তকে পতিত হয় তথাপি তাঁহারা "আহা" বলেন না"।

## পুণ্যের ফল।

তরমুজি নগরে আজাহান নামে এক দুর্দ্দান্ত আমীর বাস করিতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে লোকে সর্ব্বদা জড়সড় হইয়া থাকিত। তিঁনি কখন কাহার উপর কি অত্যাচার করেন তাহার ঠিক নাই। কথিত আছে উক্ত নগরের মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর একদিন স্বপ্ন দেখিল যে দুষ্ট আজাহান সুখে স্বর্গে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া আজাহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কিরূপে স্বর্গে গমন করিলে, তোমার এত পাপ, অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য কিরূপে ক্ষমা হইল ?" আজাহান বলিল, "মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে আমি পাপ ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম, না জানি কত কষ্ট যন্ত্রণা নরক ভোগ করিতে হইবে মনে করিয়া ভীত হইতেছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পর ভগবানের আদেশ শুনিলাম "ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাও"। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "প্রভু! কোন পুণ্যবলে আজি আমি স্বর্গে গেলাম, জীবদ্দশায় আমি তো

এক মুহূর্ত্তের জন্য সংকোচ করি নাই। ভগবান বলিলেন, "এক রাত্রে আলোক হস্তে তুমি নগরে ভ্রমণ করিতেছিলে আমার এক ভক্ত সন্তান সেই সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া আমার স্তব পাঠ করিতেছিল, দৈবক্রমে স্তবের একস্থল তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নিকটে আলো নাই যে, তিনি পুস্তকে সেই স্থলটি দেখিয়া লন, এমন সময় তোমার আলোর সাহায্যে সেই পদ তিনি দেখিতে পান, তোমার সেই পুণ্যে আজি তোমার স্বর্গসুখ লাভ হইল জানিবে।

## ধর্ম্মের ভাণ।

এক ভাঁড় প্রত্যহ রাজসভায় গমন করিয়া নিত্য নূতন নূতন বেশে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া অনেক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইত। একদিন রাজা তাঁহাকে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। সে পরদিন তাহাই করিল। রাজা তাহার সেই ভাব দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন তাহাকে অধিক পরিমাণে পারিতোষিক প্রদান করিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর সন্ন্যাস প্রদর্শন করা হয় না, ভাবিয়া সে তাহা গ্রহণ করিল না। ত্যাগের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য, পরদিন আর সে ভাঁড় সাজিয়া রাজসভায় গেল না, একবার মহামূল্য দ্রব্য সকল ত্যাগ করিয়াছি, আবার কোন মুখে রাজসভায় সামান্য অর্থের জন্য যাইব, ভাবিয়া সে বাটী হইতে বাহির হইয়া অরণ্যে চলিয়া গেল।

## বৈষ্ণব মাহাত্ম্য।

এক অহঙ্কারী দাম্ভিক পণ্ডিত, সকল স্থলের পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া মনে মনে ভাবিল বৃন্দাবনে পণ্ডিত চূড়ামণি রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীকে পরাস্ত করিতে পারিলেই আমার দিগ্বিজয় করা হয়। পণ্ডিত অভিমানে স্ফীত হইয়া রূপসনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। রূপসনাতন বিনা বিচারে তাঁহার নিকট হার স্বীকার করিলেন। জীব গোস্বামী মহাশয় সে সময় স্নান করিতে গিয়াছিলেন, পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গর্ব্বিত বচনে বলিল "রূপসনাতন জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছে, "তুমি হয় বিচার কর, না হয় জয়পত্র লিখিয়া দাও"। জীব এ কথা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'আমি তাঁহাদের ক্ষুদ্র শিষ্য, আমায় পরাজয় কর দেখি"? নদী মধ্যেই উভয়ে তৎক্ষণাৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত হারিয়া গেলেন, রূপ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাবিরক্ত হইলেন এবং তিরস্কার করিয়া, জীবকে বলিলেন, "তুমি বৈরাগী হইয়া কেন তাহাকে পরাজয় করিলে? তুমি নিজে পরাভূত হইয়া কেন তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলে না"। জীব ভীত হইয়া বলিলেন "আমি গুরুনিন্দা সহ্য করিতে পারিলাম না তাই বিচার করিলাম"। রূপ শাসনের জন্য বলিলেন, "আজ হতে আমি আর তোমার মুখ দেখিব না"। জীব নিরুপায় হইয়া অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া যমুনা তীরে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। সনাতন জীবের অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া একদিন রূপকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "দাদা যত প্রকার সদাচার আছে, তাহার মধ্যে সকল জীবের ইষ্ট কি ?" রূপ বলিলেন "জীবে দয়া"। সনাতন বলিলেন, "তবে কেন তাহা হয় নাই" রূপ বুঝিয়া জীবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, জীব কৃতার্থ হইলেন এবং গুরুর চরণে শত শত প্রণাম করিলেন।

## নব বিধান।

একদিন ইব্রাহিমের অতিথিশালায় একটিও অতিথি আসে নাই। ইব্রাহিম দুঃখিত হইয়া পথে বাহির হইলেন এবং অন্বেষণ করিতে করিতে রোগে জীর্ণা শীর্ণা এক দরিদ্রা বিদেশীয়া রমণীকে দেখিতে পাইলেন। এব্রাহিম যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে নিজ অতিথিশালায় আনয়ন করিলেন। দাস-দাসীগণ তাহার সেবা করিতে লাগিল, বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য সকল তাহার সম্মুখে আনা হইল। বৃদ্ধা সন্তুষ্ট মনে তাহা ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে মুসলমানদিগের রীতি অনুসারে খাইবার পূর্ব্বে একবারও ভগবানকে স্মরণ করিল না। ইব্রাহিম তদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া বলিল "বৃদ্ধা! তুমি কৈ ভগবানকে স্মরণ করিলে না" ? বৃদ্ধা বলিল "আমি মুসলমান নহি, আমি অগ্নি পূজক, আহারের পুর্ব্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা আমাদের রীতি নাই"। ইব্রাহিম কাফের নাস্তিককে অন্ন প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন, আহার করিতে দিলেন না। কথিত আছে এই সময় ইব্রাহিম শুনিতে পাই-

লেন দৈববাণী হইল, ভগবান বলিতেছেন "ছি! ছি! ইব্রাহিম কাফের বলিয়া তুমি একদিন অন্ন দিতে পারিলে না আর দেখ আমি সোত্তর বৎসর ইহাকে অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিতেছি।"

## ভগবানের নিত্যরূপ।

ঋষিরা বলিলেন "হে রাম! আমরা তোমায় অবতার রূপ দেখিতে চাহি না, তুমি আমাদিগকে তোমার নিত্যরূপ দেখাও"।

## মুসলমান সাধু।

এক ধনির একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু ইব্রাহিম আধাম সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধনি তাঁহাকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারিলেন না কিন্তু বিদেশী দেখিয়া তাঁহাকে তথায় থাকিতে অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন যদি তুমি আমার বাগানটীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পার তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকিতে পাইবে। বাগানে অন্য কোন রক্ষক ছিল না, সাধু তাহাতেই রাজী হইয়া একাকী সেই নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন উদ্যান স্বামী দু একটী বন্ধু লইয়া উদ্যান দেখিতে গমন করিলেন। সাধু বিনীতভাবে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উদ্যান স্বামী বলিলেন মিষ্ট দেখিয়া কতকগুলি আম্র পাড়িয়া আনয়ন কর। সাধু আদেশ মত কতকগুলি আম্র আনয়ন করিলেন কিন্তু

দুঃখের বিষয় সকল আম্র গুলিই টক্ হইল। উদ্যান স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ব্যাটা! এত দিন ঐ বাগানে রহিয়াছিস্, মিষ্ট আম্র আর টক্ আম্র চিনিলিনা? সাধু এই কথা শুনিয়া হাস্য বদনে বলিলেন 'আপনি কেবল এই বাগান রক্ষা করিবার জন্য আমাকে হেথায় স্থান দিয়াছেন, তবে আপনার অনুমতি বিনা আমি কিরূপে ইহার ফল ভক্ষণ করিব এবং ভক্ষণ না করিলে কিরূপে টক্ মিষ্ট বুঝিতে পারিব। উদ্যান স্বামী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তুমি কি এত কালের মধ্যে ইহার একটীও ফল খাও নাই"। সাধু বলিলেন "না"।

## ত্যাগী ও ভোগী।

স্ত্রীলোকেরা বিবস্ত্র হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছে। শুকদেব তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই কিন্তু যেই বুড়া ব্যাস তাহাদের নিকট আগমন করিল অমনি তাহারা স্বস্বব্যস্ত হইয়া আপন আপন বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিলেন। প্রশ্ন হইল নব যৌবন সম্পন্ন পুত্র শুকদেবকে দেখিয়া তোমাদের লজ্জা হইল না আর পাকা চুলো সেকেলে বুড়ো ব্যাসকে দেখে তোমাদের এত লজ্জা হইল কেন? রমণীগণ বলিল "শুকদেব প্রাতেঃ তোলা মাখম উহার ভিতর কামের নাম গন্ধ নাই তাই উহাকে দেখিলে আমাদের লজ্জা হয় না। আর বুড়া হইলে কি হয়, কাম শাস্ত্রের সকল অধ্যায়ই তাঁহার জানা আছে এজন্য বুড়া বাল্মিককে দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়।

## তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

মহম্মদের জ্যামতা বিখ্যাত ধর্ম্মবীর আলি একবার এক প্রবল ধর্ম্মদ্রোহী শত্রুকে পরাস্ত করিয়া তাহার বক্ষের উপর বসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় সে ব্যক্তি থুথু করিয়া তাঁহার মুখে থুথু প্রদান করিল। ধর্ম্মাত্মা আলী ওমনি শত্রুকে ছাড়িয়া দিলেন আর তাহাকে প্রহার করিলেন না। এক ব্যক্তি বলিল "সে কি? আপনি উহাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন"? সাধু আলি বলিলেন "ধর্ম্মের জন্য শত্রুকে হত্যা করিতে পারি কিন্তু রাগের জন্য নহে। আমি উহাকে ধর্ম্মের খাতিরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু ও আমার মুখে থুথু দেওয়াতে আমার রাগ হইল, রাগের বশীভূত হইয়া আঘাত করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয় তাই উহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

## বিষ্ণু ভক্ত রাণী।

মন্দালসা নামে এক পরম ভাগবত রাণী ছিলেন। রাণী পরোপকারে দিন কাটাইতেন, সকলের গলায় কৃষ্ণভক্তি হার পরাইতেন। ক্রমে ক্রমে রাণীর চারিটী পুত্র সন্তান জন্মিল। রাণী একে একে প্রত্যেককে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অরণ্যে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা ভিতরের কথা কিছুই জানেন না। একে একে চারিটী পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া গেল রাজা তজ্জন্য সদাই দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইয়া দিন যাপন করেন এমন সময় রাণীর আর একটী পুত্র জন্মিল। রাজা আনন্দিত মনে নানা প্রকার সমারোহ সম্পাদন করিলেন।

পরে নামকরণ কালে রাণীকে বলিলেন "জন্ম লগ্ন বশে এ পুত্র অবশ্য ধনী হইবে দেখিতেছি অতএব ইহার নাম ধনেশ্বর রাখা যাউক"। রাণী রাজার অজ্ঞানতা ও অন্ধতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন "মহারাজ! পুত্রের ঐশ্বর্য্যে আপনার বড়ই সাধ দেখিতেছি কিন্তু পুত্রই বল ধনই বল রাজ্যই বল আর যাহাই বল পরিণামে ইহার কিছুতেই উপকার হবে না, কেবল হরিনামই সে সময়ে সার; অতএব মহারাজ! হরিভক্তি ধন লাভে যত্ন করুন এবং পুত্রের নাম হরিদাস রাখুন"। রাজা রাণীর বাক্যে চমকিত ও স্তব্ধ হইলেন এবং চারি পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ কথা সহসা স্মরণ হইয়া মনে মনে বুঝিতে পারিলেন রাণীর পরামর্শেই তাহারা ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছে। পরে শোকাকুল অন্তরে রাণীকে মিনতি করিয়া বলিলেন নিশ্চয় বুঝিলাম একে একে তুমিই আমার চারিটী পুত্রকে বাহির করিয়া দিয়াছ কিন্তু যাহা করিয়াছ তাহা করিয়াছ এক্ষণে তুমি আমার মুখ পানে চাহ, এবার তুমি আমার এ পুত্রকে রক্ষা কর। একজন না থাকিলে কে আমার সিংহাসনে বসিবে? রাণী রাজার কথায় প্রসন্ন হইলেন না, তথাপি স্বামী মুখপানে চাহিয়া বলিলেন ভাল, এ সন্তান তোমার রাজ্যে রাজা হইবে তোমার কোলেতে বসিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিবে'। রাণী পুত্রটী দুর্ভাগা হইল ভাবিয়া তাহার নাম অলর্ক রাখিলেন। পুত্র দিন দিন বড় হইতে লাগিল রাজাও বিধি-মতে রাণীর নিকট হইতে পুত্রকে পৃথকভাবে রাখিতে লাগি-

লেন। রাজার ভয় পাছে রাণী আবার এ ছেলেটীকেও ভুলাইয়া বনে পাঠাইয়া দেয়। ওদিকে রাণী পুত্রের কোন উপায় না করিতে পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইতে লাগিলেন। হায়! আমার পাঁচটী পুত্র হইল তন্মধ্যে চারিটী উদ্ধার হইয়া গেল কিন্তু হায় একটীর কি উপায় হবে না", ভাবিয়া রাণী সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। রাজা অবশেষে পুত্রকে মাতার নিকট হইতে পৃথক করিয়া কাশীতে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন. রাণী নিরুপায় হইয়া অবশেষ একটী কৌটার মধ্যে "হরিনাম" লিখিয়া পুত্রকে বলিলেন "বাপ! এই কৌটাটি চিরদিন যতনে পূজা করিও তোমার মঙ্গল হইবে এবং যদি কখন ঘোর বিপদে পড় তবে ইহা খুলিয়া পাঠ করিও তোমার সকল বিপদ দূর হইবে"। পুত্র কৌটাটি লইয়া এক স্থলে ফেলিয়া রাখিলেন। সময়ে রাজা রাণী পরলোক গমন করিলেন। পুত্র রাজা হইলেন। ওদিকে তাহার চারি সন্ন্যাসী ভ্রাতা দেখিল কনিষ্ট ভ্রাতা বিষয়মদে মুগ্ধ হইয়া রাজত্ব করিতেছে। "হায়! আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কি উপায় হইবে না" ভাবিয়া তাহার বিরোধী রাজাদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অর্লক ঘোর বিপদে পড়িলেন। বিপদে পড়িয়া মাতৃদত্ত কৌটার কথা মনে পড়িল। এবং তৎক্ষণাৎ সেই কৌটা খুলিয়া পড়িতে বসিলেন কৌটা পড়িয়া তাহার বিবেক জন্মিল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ কৌপিন পরিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন।

## মুসলমান সাধু।

বাসোরা নগরে নদীতীরে একদিন এক সাধু বসিয়া ছিলেন। এমন সময় একটী পাকা ফল নদীর জলে ভাসিয়া যাইতে ছিল। সাধু ভাবিলেন অনর্থক এ ফল ভাসিয়া যায় কেন আমি কুড়াইয়া নি"। সাধু ফলটী জল হইতে তুলিয়া ভক্ষণ করিলেন কিন্তু ভক্ষণ করিবা মাত্র তিনি এক মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। হায়! আমি বিনা অনুমতিতে কাহার ফল খাইলাম ভাবিয়া সাধু ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন এবং অন্য উপায় না পাইয়া আস্তে আস্তে নদীর যে দিক হইতে ফল ভাসিয়া আসিতে ছিল সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কতদূর যাইয়া এক স্থলে নদীতে অনেকগুলি সেই প্রকার ফল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। নদীতীরে এক উদ্যান মধ্যে সেই ফলের একটী বৃক্ষও দেখিলেন এবং নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন সেই স্থল হইতে ফল ভাসিয়া গিয়াছে। অতএব তিনি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "মহাশয় বিনা অনুমতিতে আমি একটী ফল খাইয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন"। মালী বলিল "আমি সামান্য চাকর, ক্ষমা করিবার অধিকার নাই, আপনি অমুক গ্রামে এই বাগানের নায়েব মহাশয়ের নিকট যান"। সাধু তাহাই করিল। নায়েব বলিল "আমিও বেতন ভোগী চাকর মাত্র ক্ষমা করিবার অধিকার আমার নাই, আপনি এখান হইতে সাত দিনের পথ, অমুক নগরে বাগানের মালিকের নিকট যাইতে পারিলে ক্ষমা পাইতে পারেন"। সাধু তাহাই

করিলেন। উদ্যান স্বামী তাঁহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইল এবং সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নানা উপচারে তাঁহাকে ভোজন করিতে বসাইল। সাধু বলিলেন "অগ্রে আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন নতুবা আমি ভক্ষণ করিতে পারি না।

## সাধু জয়দেব।

পুরুষোত্তমে এক বৃক্ষতলে এক সাধু বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সীমা নাই, অহঙ্কারের লেশ নাই। তিনি সদাই ভক্তিরসে আর্দ্র হ'য়ে জগন্নাথের পূজা করিতেন। তিনি কাহারও সঙ্গ করিতেন না। সঙ্গীর মধ্যে একমাত্র কন্থা ও করুয়া। একাকী এই কন্থা ও করুয়া সঙ্গে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি যে কি সুখ পাইতেন, তাহা তিনিই জানেন আর তাঁর জগন্নাথ দেবই জানেন। সংসারী মানবের তাহা জানিবার যো নাই। ওদিকে এক ব্রাহ্মণ পুত্রাভাবে জগন্নাথের শরণাগত হইয়া মানস করিয়াছিল যে, প্রথমে পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক তাহাকে জগন্নাথের দাস বা দাসী করিয়া দিবে। ঈশ্বর ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের সেইবার এক কন্যা হয়। যথা সময়ে কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে জগন্নাথের দাসী করিয়া দিল। জগন্নাথ বলিলেন, আমি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম কিন্তু অমুক বৃক্ষতলে জয়দেব নামে আমার এক উদাসী দাস বসিয়া আছে, তুমি এই কন্যা তাহাকে সমর্পণ করগে উহারা উভয়ে আমার দাস দাসী হইলে আমি পরিতুষ্ট হইব"। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ জয়-

দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের আদেশ জানাইল। জয়দেব ঠাকুরের আদেশ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, ভাবিলেন এ আবার কি? আমি ঠাকুরের সকল কথাই শুনিতে পারি, কিন্তু এ কথাতো শুনিতে পারিব না, পরে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণকে বলিল আপনি এ কন্যা লইয়া যান আমার প্রয়োজন নাই"। ব্রাহ্মণ বলিল, অমন কথা বলিবেন না, ঠাকুরের আজ্ঞা আপনাকে পালন করিতেই হইবে"। সাধু বলিলেন "আমি তাহা পারিব না, আমি না হয় ঠাকুরের দেশ ছেড়ে চলে যাই সেও ভাল তথাপি আমি তাঁহার এ আজ্ঞা পালন করিতে পারিব না"। ব্রাহ্মণ কত বুঝায় কিন্তু সাধু কিছুতেই সম্মত হয় না। অবশেষ ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কন্যাকে বলিল "তুই এখানে বসে থাক, এই নিশ্চয় তোর স্বামী"। পদ্মাবতী তাহাই করিল। সাধু বলিল, "তুমিও যাও, এখানে বসিয়া কি হইবে?" কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জগন্নাথের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার স্বামী। আপনি আমায় ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে কখনই ত্যাগ করিব না, আমি চিরদিন কায়মনোবাক্যে আপনার পদসেবা করিব এই আমার প্রতিজ্ঞা"। জয়দেব মহাবিপদে পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া অগত্যা ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পরে একটী ঝোপড়া প্রস্তুত করিয়া রাধামাধব নামে এক ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পদ্মাবতীকে সেই ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

একবার জয়দেব দস্যু হস্তে পড়িয়াছিলেন। দস্যুরা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া অবশেষে তাঁহাকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইল। সাধু বলিলেন "সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে, তবে আর প্রাণে মারা কেন?" "যদি তুমি আমাদিগকে ধরাইয়া দাও" বলিয়া দস্যুরা তাঁহার হাত পা কাটিয়া এক কূপের মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। সাধু কূপে পড়িয়া আনন্দ মনে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে এক রাজা তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কূপ হইতে উঠাইলেন, উঠাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং শিবিকা চড়াইয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। রাজা সাধুর হস্ত পদ ও কূপ মধ্যে পতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধু কিছুই প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন "কৃষ্ণের ইচ্ছাতে"। রাজা বলিলেন আপনার যদি কোন অভিলাষ থাকে আমায় ব্যক্ত করুন্। সাধু বলিলেন আমার বৈষ্ণব সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। রাজা তৎক্ষণাৎ বিবিধ উপচারে বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করিলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ আগমন করিতে লাগিল। দৈবযোগে সেই দস্যুগণ রাজাকে ছলনা করিবার অভিপ্রায়ে ভেক ধরিয়া রাজবাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়দেব সাদরে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, এই বৈষ্ণবদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্নপূর্ব্বক সেবা করিও। রাজা সাধুর আজ্ঞায় শশব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন, ওদিকে ভণ্ড সাধুদিগের প্রাণ চমকিয়া গেল, আতঙ্কে হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেল, যে ব্যক্তির হাত পা তাহারা কাটিয়া

দিয়াছে, রাজা তাঁহার পদানত দেখিয়া তাহারা মনে মনে নানাপ্রকার বিপদ কল্পনা করিয়া কোনমতেই সুস্থ হইতে পারিতেছে না। রাজা যতই তাহাদের সেবা করেন, ততই তাহাদের মনে ভয় হইতে লাগিল, খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে কিছুতেই তাহাদের শান্তি নাই। অতপর অধিক দিন থাকা বিধেয় নয় ভাবিয়া তাহারা পালাইবার উপায় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজাও তাহাদিগকে যাইতে দিবেন না। একদিন পেড়াপিড়ি করাতে রাজা বলিলেন "সাধুর অনুমতি বিনা আমি আপনাদিগকে যাইতে দিতে পারি না"। কিন্তু বাবাজীর নিকট যাইবার অনুমতি চাহিতে কাহারও সাহস হইল না। তাহারা মনে মনে গোপনে পলাইবার যুক্তি করিল। রাজা সাধুর নিকট সমস্ত কথা জানাইলে, জয়দেবসাধু সাদরে তাহা-দিগকে বিদায় করিতে আদেশ করিলেন। রাজা বহুবিধ অর্থ সামগ্রী প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন।

রামকৃষ্ণ দর্শন।

যিনি ভগবান রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, কেন না, দেখিতেছি আজি শত সহস্র লোক যোগ করে না, ন্যাস করে না, প্রাণায়াম করে না অথচ দিন দিন উন্নত ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে।

পরেশ মণি।

শ্রদ্ধের পণ্ডিত প্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন, "পরমহংস দেব ছিলেন, "পরেশ মণি"। যে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে স্বর্ণ হইয়া গিয়াছে"।

## রামকৃষ্ণ জগৎ গুরু।

ভগবান রামকৃষ্ণ মনে করিলে লক্ষ লক্ষ শিষ্য করিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি একদিনও কাহারো গুরু হইলেন না অথচ একদিনও যে তাঁহার নিকট গিয়াছে, তিনি অলক্ষিত ভাবে জগৎ গুরুর ন্যায় তাহারও মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

যাহারা তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়াছে, তাহাঁরা তাঁহাকে ' ভগবান" রূপে ধারণা করিতেছে।

যাঁহারা ভগবান রামকৃষ্ণকে গুরু জ্ঞান করিয়াছেন, গুরু ব্যবসায়ী বর্ত্তমান সাধকদিগকে তাঁহারা দয়ার পাত্র মনে করেন।

## এই কি সেই।

শুনিতে পাই, শ্রীগৌরাঙ্গ নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর দুইবার অবতার হইবেন। ভগবান রামকৃষ্ণও নাকি রোগ শয্যায় শায়িতাবস্থায় উত্তর পশ্চিম পানে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐদিকে আর একবার অবতীর্ণ হইবেন।

## সাধু অগ্রদাসজী।

শ্রীল অগ্রদাসজী সদা সেবায় মত্ত থাকেন, এক মুহূর্ত্তও বৃথা ক্ষেপণ করেন না। তাঁহার রসনা সদা হরিনাম উচ্চারণ করিতেছে আর নয়নে বর্ষার ধারার ন্যায় প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। রাজা মানসিংহ অনেক লোক জন সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সাধুর তাহা

ভ্রুক্ষেপও নাই। তিনি আপন মনে আশ্রম ঝাঁট দিতে লাগি-লেন ও ধুলাগুলি উড়াইয়া দূরস্থ এক গর্ত্তে ফেলিতে লাগি-লেন। রাজার পানে একবারও চাহিলেন না। রাজা উপে-ক্ষিত হইয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দূরস্থ এক বৃক্ষ তলে বসিলেন, এমন সময় নাভা নামক বিখ্যাত সাধু আসিয়া অগ্রদাসজীকে প্রণাম করিলেন। রাজার তখন চৈতন্য হইল এবং আস্তে আস্তে সাধুর পদপ্রান্তে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সাধু আঁখি ভঙ্গিদ্বারা রাজার সহিত দু-একটী কথা কহিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

## গৌরাঙ্গের ভালবাসা।

গৌরাঙ্গ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। দরিদ্র শ্রীধর একটী মোচা আনিলেন, গৌরাঙ্গ সকল ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন কিন্তু শ্রীধরের মোচাটী ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা রন্ধন করাইয়া আহার করিলেন। পরে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রেমের এ গূঢ় রহস্য কে বুঝিতে পারে।

## বিচিত্র নাম জপ।

লোকে তুলসী রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মালা দ্বারা জপ করে। গাজি পুরের পাহাড়ীবাবা স্বীয় গর্ত্ত মধ্যে একখানা টানাপানা টাঙ্গা-ইয়াছেন এবং তাহা টানিয়া নাম জপ করেন।

## সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন।

ভগবদ্ভক্ত ইব্রাহিম আধাম ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পথিমধ্যে চলিতেছেন এমন সময় হটাৎ এক ব্যক্তির গাত্রে

তাঁহার পা লাগিল। সে ব্যক্তি রাগে অন্ধ হইয়া সজোরে তাঁহার গালে এক চড় মারিল। সাধু চড় খাইয়া বলিলেন "ভগবন্! মনে করিবেন না যে এক চড়ে আপনার পথ হইতে ফিরিয়া যাইব"।

## নির্ভর।

সেখ সিবলি বোগদাদ যাইতে যাইতে পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি এক কক্ষ মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু কষ্টে ও যন্ত্রণায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনা আপনি ঘাড় হেঁট করিয়া কি বলিতেছিলেন। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া আনন্দ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন "হে ভগবৎভক্ত সেখ সিবলি! তুমি যখন ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে তখন তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিও যে যদ্যপি তিনি আমার মাথার উপর সাত আস্‌মানের ভার ফেলিয়া দেন অথবা সাত খণ্ড জমির ওজনে জিঞ্জির আমার পায়ে লাগাইয়া দেন তথাপি আমি তাঁহার পথ হইতে পদ উঠাইব না। তিনি আমায় যে অবস্থায় রাখিবেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব কখন তাঁহার পথ হইতে ফিরিব না"।

## সখার আঘাত।

এক ব্যক্তি ছোহেল তস্তরির বদনে আঘাত করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার বদন জখম হইয়া গিয়াছিল। কেহ বলিল "আপনি এ জখমে ঔষধ দেন না কেন"? সাধু বলিলেন "সখার আঘাতে কি কষ্ট আছে"?

## ভক্তের বাসনা।

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন "হে নাথ! আমি যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করি না কেন তোমার প্রতি সেই সেই জন্মে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে"।

## এক কথা।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "কালিঘাটে যাইবার অনেক উপায় আছে"। ইসা বলিতেন "আমার পিতার গৃহে অনেক কক্ষ আছে"।

## গূঢ় কথা।

প্রেম কি যতনে মিলে,
সে যে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।

## বিশ্বাসের বল।

কথিত আছে, ফেরাউন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অনেক দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া স্বীয় প্রজাগণকে ডাকিয়া বলিলেন "আমিই সবা-কার খোদা সকলে আমাকে পূজা করিবে"। দুর্ব্বল প্রজা-গণ রাজ আজ্ঞায় তাহাই করিতে লাগিল। একদিন ফেরা-উনের কন্যা বেশ ভূষা করিতেছেন, মোস্বাতা নামে এক দাসী তাঁহার কবরী বন্ধন করিয়া দিতেছেন এমন সময় তাহার হাত হইতে চিরুণিখানি পড়িয়া গেল। দাসী মোস্বাতা "বিস্‌মোল্লা" বলিয়া চিরুণিখানি ভূমি হইতে উঠা-ইয়া লইলেন। ফেরাউন কন্যা বলিলেন "তুমি আমার পিতার নাম উচ্চারণ করিলে আমার পিতাই আল্লা"।

দাসী মোস্বাতা বলিলেন "এনাম সেই ভগবানের, যে ভগবান তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সমস্ত পৃথিবীর নর নারীকে সৃজন করিয়াছেন"। কন্যা বিরক্ত হইয়া এই কথা স্বীয় পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন "মোস্বাতা আমি তোমার ভগবান, তুমি আমায় পূজা কর। মোস্বাতা বলিল "এতকাল আমি এ কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু আজি যদি প্রকাশ হইয়া পড়িল তবে আমি প্রকাশ্যে বলিতেছি আমি আপনাকে খোদা বলিয়া পূজা করিতে কখনই পারিব না"। ফেরাউন পুনরায়বলিলেন "মোস্বাতা! তুমি আমাদের অনেককালের পুরাতনচাকরাণী, তুমি আমাকে অনেক সেবা করিয়াছ অতএব তোমাকে আমি সহজে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না এক্ষণে অনর্থক কেন কষ্ট পাইবে তুমি আমাকে পূজা কর আমি তোমায় কিছুই বলিব না"। মোস্বাতা বলিল "তাহা আমি কখনই করিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর"। ফেরা-উন মোস্বাতাকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। রাজ অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ হাতে হাতকড়ি ও পায়ে শৃঙ্খল লাগা-ইয়া তাহাকে কয়েদ করিল। নির্জ্জনে জেল গৃহে বসিয়া মোস্বাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ভগবান! তোমার উপাসককে এত কষ্ট কেন দাও প্রভু? "প্রভু বলিলেন "আমার ভক্তের চিরদিন এই দশা তাহা কি তুমি জান না" কোন কালে না আমার ভক্তগণ বিপদ কষ্ট দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। পৃথিবীর নর নারী আপন আপন বন্ধু

বান্ধব আত্মীয় সন্তানগণকে চিরদিন সুখে আরামে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু আমি আমার সখা ভক্ত ও দাস দিগকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ করিয়া থাকি, আমার ভক্তের পেটে অন্ন নাই পরিধানের বস্ত্র নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই তাহা কি তুমি জান না"। মোস্বাতা বলিলেন "যদি আমার প্রাণ যায় তথাপি আমি তোমাকে অঙ্গীকার করিব না"। পরদিন ফেরাউন পুনরায় মোস্বাতাকে আনয়ন করিয়া বলিলেন "এক্ষণেও তুমি আপন মনে বিচার করিয়া দেখ, এক্ষণেও তুমি আমাকে পূজা কর নতুবা আমি তোমার হাত পা কাটিয়া ফেলিব ও তোমার চক্ষু বাহির করিয়া লইব"। মোস্বাতা ঘাড় তুলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "নরাধম! পাপিষ্ঠ! এই হস্ত পদ দ্বারা এতকাল তোরই সেবা করিয়াছি অতএব ইহাদিগকে কাটিয়া ফেলাই উচিত আর এই চক্ষু দ্বারা তোরই মুর্ত্তি দেখিলাম অতএব ইহাকেও কাটীয়া ফেল"। ফেরাউন এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তৈলপূর্ণ লৌহ কটাহ আনিতে আদেশ করিলেন। এবং প্রজ্জলিত অগ্নির উপর সেই কটাহ বসাইয়া মোস্বাতার এক পুত্র ও পাঁচ কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া একটীকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মোস্বাতার একটী কন্যা ভীত হইয়া তাহার অঞ্চল ধরিয়া বলিল "মা, আমাকে রক্ষা কর নতুবা এক্ষণেই আমাকেও ঐরূপ মারিবে"। মোস্বাতা বলিলেন "ভয় কি মা! ভগবান্ উপর হইতে সকলই দেখিতেছেন"। ফেরাউন একেং সকল গুলিকে সেইরূপে হত্যা করিয়া পুনরায় মোস্বা-

তাকে বলিলেন "এক্ষণেও যদি তুমি আমায় পূজা কর তাহা হইলে আমি তোমাকে রক্ষা করি ও তোমাকে পুরস্কার দি"। মোস্বাতা বলিলেন "পাপিষ্ঠ এই মুহূর্ত্তে ভগবানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তোর পুরস্কার তাহার নিকট কোথায় লাগে বল, তুই আমায় হত্যা কর, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাই"। ফেরাউন এই কথা শুনিয়া তাহার হাত পা কাটীয়া চক্ষু বাহির করিয়া কড়াতে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। মোস্বাতার যতক্ষণ শরীরে প্রাণ ছিল ততক্ষণ সে হাসিতে হাসিতে আল্লা আল্লা বলিতে লাগিল।

গর্ব্ব খর্ব্ব।

অর্জ্জুনের ভক্ত অভিমান খর্ব্ব করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া তাহাকে ময়ূরধ্বজ রাজার নিকট লইয়া গেলেন। ঠাকুর আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে বালক রূপে সাজাইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দাসদিগকে বলিলেন "রাজাকে বল অতিথী আসিয়াছে"। রাজা উপাসনা করিতেছিলেন, অতিথী আসিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া ভৃত্যদিগকে বলিলেন "সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অতিথীদিগকে বসিবার আসন প্রদান করগে আমি পশ্চাৎ যাইতেছি"। রাজাকে না আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপমানিত হইলাম মনে করিয়া প্রস্থান করিয়া চলিলেন। রাজা আসিয়া ব্রাহ্মণকে না দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিলেন এবং নানা প্রকার কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ

বলিলেন "আমার একটি ভিক্ষা আছে যদি তুমি তাহা প্রদান কর তবেই আমি তোমার বাটী যাইতে পারি, নতুবা তোমায় আমার প্রয়োজন কি" ? রাজা বলিলেন "আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই দিব"। ব্রাহ্মণ বলিল "বন পথে আসিতে আসিতে একসিংহ আমার এই বালকটী ভক্ষণ করিতে আসিল, আমি বলিলাম, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব আমার এই বালককে ভক্ষণ করিও না"। সিংহ বলিল যদি তুমি রাজার অর্দ্ধ শরীর আনিয়া দিতে পার তবে আমি তোমার বালককে ছাড়িয়া দি, নতুবা নহে।" অতএব মহারাজ আপনার অর্দ্ধাঙ্গের মাংস দিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা হইতে রক্ষা করুন।" রাজা বলিলেন "আমার এ দেহ অনিত্য, পরোপকারে যদি ইহা নিয়োজিত হয় তবেই ইহা সার্থক, হায় আমার কি সৌভাগ্য! আমি ভস্ম না হইয়া পরোপকারে নিয়োজিত হইলাম"। বৃদ্ধ বলিল "আপনার স্ত্রী একদিকে করাত টানিবে ও অপর দিকে আপনার পুত্র"। রাজা বলিলেন "তথাস্তু"। রাজ আজ্ঞায় তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র করাত টানিতে লাগিল। এবং কাটিতে কাটিতে যখন নাসিকার নিকট করাত আসিল তখন রাজার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। ব্রাহ্মণ অশ্রু দেখিয়া জলিয়া উঠিয়া বলিল "পাপিষ্ঠ ক্রন্দন করিতেছে, এ মাংসে কার্য্য হইবে না"। রাজা বলিলেন "ঠাকুর! আপনাকে মাংস দিতে কাতর হইয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি না। আমার শরীরের অপরার্দ্ধ কোন কার্য্যে লাগিল না

তাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি"॥ তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আমি তোমার পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ করিয়াছিলাম।" রাজা বলিলেন "ঠাকুর! এমন পরীক্ষা আর কাহাকেও করিবেন না"।

## ধ্যান।

সেখ সিবলি বলেন একদিন আমি এক সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিঁনি নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় গম্ভীর ও প্রশান্তভাবে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এরূপ ধ্যান করিতে কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন?" সাধু বলিলেন "বিড়ালের নিকট, বিড়াল যখন মুষিকের গর্ত্তের সম্মুখে বসিয়া থাকে তখন আমা অপেক্ষা অধিকতর স্থিরভাব ধারণ করে।"

## একটী ব্রাহ্ম উক্তি।

"এ দেশের লোকেরা কুলাঙ্গনা দিগকে বাহিরে পাঠাইতে যেমন অগ্রে ও পশ্চাতে দ্বারবান দিয়া পাঠায়, হে মানব! তুমিও তেমনি প্রার্থনা দ্বারা অগ্র পশ্চাৎ সুরক্ষিত করিয়া তোমার কার্য্য সকলকে সংসারে প্রেরণ কর"।

## একটী খৃষ্টান উক্তি।

দুঃখী হও, পাপী হও তাহাতে বা কি? যদি একবিন্দু বিশ্বাস থাকে, তোমার পরিত্রাণ নিশ্চয় হইবে"।

## ভক্তের ভাব।

প্রহ্লাদ বলিলেন—"হে নাথ! অবিবেকী বিষয়াসক্ত

ব্যক্তিদিগের পুত্র কলত্রাদি ঐহিক বিষয়ে যেরূপ অচলা প্রীতি থাকে, আমারও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ প্রীতি থাকে"।

## অকলঙ্ক গৌরাঙ্গ।

কালনার ভগবানদাস বাবাজী বলিতেন "তোমার কৃষ্ণে কলঙ্ক আছে কিন্তু আমার গৌরাঙ্গ অকলঙ্ক।"

## গুরুভক্তি।

একবার এক গুরুভক্ত সাধু গুরুর কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিয়াছিল। দৈব গতিকে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তথায় তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে বার বার সাধু সকলকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া ছিল যে "আমি মরিলে আমাকে দাহ করিও না আমার শব গুরুদেবের নিকটে লইয়া যাইও"। তাহার বাক্য অনুসারে মৃত্যুর পর সকলে তাঁহার শব গুরুদেবের নিকটে আনয়ন করিল। কিন্তু সে ব্যক্তি কেন এরূপ করিতে বলিয়াছিল কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। কেহ বলিল গুরু শব দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ নাশ হয় তাই বোধ হয় এ ব্যক্তি এরূপ করিতে বলিয়া থাকিবে কিন্তু গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন তাহা নহে এ ব্যক্তি আমার অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মে গমন করিয়া ছিল এবং সেই বিশ্বস্ত হৃদয়ে মরিয়াছে আমাকে তাহাই জানাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছে।

## হবু সন্ন্যাসী।

আমার ছেলে হরিশ বড় হ'লেই তার বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তাহার উপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয়ে

আপনার কি মত ? পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিলেন "হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, তারা বড় নেওটা তোমার কোন কালে যোগসাধন করা পোসাবে না। এর পর আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তাহার বিবাহ দেখা সাধ হবে।

## আত্ম নিগ্রহ।

সাধু দাউদতাই সাধন অবস্থায় কোন দিন রুটি প্রস্তুত করিয়া খান নাই। জলে ময়দা গুলিয়াই পান করিতেন। কেহ বলিল "এরূপ ভক্ষণে তো কোন আস্বাদ নাই আপনি এরূপ করেন কেন" ? সাধু বলিলেন রুটি বানাইয়া খাইতে যতক্ষণ লাগিবে ততক্ষণ আমি পঞ্চাশ পাত কোরাণ পড়িতে পারিব। তবে কিছু না খাইলে নয় তাই যা তা করিয়া খাওয়ায় কায সারি"।

## সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ।

যিনি একমাত্র অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত দুর্গোৎসব করেন তাঁহারই পূজা সাত্ত্বিক। যিনি পূজা উপলক্ষে বাড়ী ঘর সাজান খুব নৃত্য গীত ও জলযোগের ঘটা করেন তাহারই পূজা রাজসিক। আর যাহার পূজায় কেবল পাঁঠা মহিষ কাটার ধুম ধাম এবং অশ্লীল নাচ গান ও মদ মাংসের ঘটা পড়ে তাহারই পূজা তামসিক।

## সাত্ত্বিক পূজা

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুব পবিত্রভাবে দুর্গাপূজা করিতেন। এক দিন রাজার মনে হইল যে তাঁহার পূজাই সাত্ত্বিক পূজা। রাজা স্বীয় গুরুকে বলিলেন "আমার স্থায় বোধ হয় সাত্ত্বিক

ভাবে আর কোথাও দুর্গোৎসব হয় না, আপনি কি বলেন' ? গুরু হাস্য করিয়া বলিলেন "সাত্ত্বিকপূজা ইহাকে বলে না, সাত্ত্বিকপূজা দেখিতে চাও তো অমুক গ্রামে অমুক ব্রাহ্মণের বাটী একবার পূজা দেখিয়া আসিও"। রাজা অপ্রতিভ হই-লেন এবং মনে মনে সেই ব্রাহ্মণের বাটীর পূজা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পর বৎসর পূজায় সময় রাজা একাকী কাহাকেও না বলিয়া সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই ব্রাহ্মণের বাটী প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণের বাটী অতি সামান্য দুইখানি পুরাতন ভগ্ন ঘর; সম্মুখে একটী দরিদ্রা কন্যা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়াছে রাজা বাটী দেখিয়া তো কিছুই বুঝিতে পারি-লেন না, বাটীতে পূজার কোন চিহ্নই নাই। রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এইটী কি অমুক ব্রাহ্মণের বাটী ? কন্যা বলিল "হ্যাঁ"। রাজা বলিলেন "তিনি কোথায়" ? কন্যা বলিল "তিনি ঐ ঘরে পূজা করিতেছেন" রাজা আস্তে আস্তে উক্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা আর ব্যক্ত করা যায় না। গৃহ মধ্যে একখানি প্রতিমা রহিয়াছে, প্রতিমার না আছে [illegible] না আছে ছাঁদ। মা দুর্গার নাকটি বাঁকা, কার্ত্তিকের চক্ষু নাই বলিলেই হয়। চাল চিত্র কতকগুলি হিজিবিজি কাটা মাত্র। প্রতিমাখানি দেখিলেই বোধ হয় বালকেরা খেলা করিবার জন্য স্বহস্তে ঠাকুর তৈয়ার করিয়াছে। পূজার আয়োজনও তেমনি। একখানি কলাপাতের উপর কতকগুলি চাউল

কলা। এই হৈল নৈবিদ্য। কিন্তু এই প্রতিমা ও এই নৈবিদ্য লইয়া ব্রাহ্মণ যে ভাবে মায়ের পানে চেয়ে বসিয়া রহিয়াছে, রাজা তাহা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে প্রতিমাকে ও পরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণের তাহা ভ্রুক্ষেপ নাই। রাজা যে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ব্রাহ্মণ তাহা জানে না। সে আপন মনে জগৎ মাতাকে ধ্যানই করিতেছে। রাজা ভক্তিভাবে করযোড়ে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ পূজা সমাপ্ত করিয়া রাজাকে দেখিতে পাইলেন। রাজা সবিশেষ জানাইয়া পরিশেষে বলিলেন "মহাশয়! আপনার পূজাই যথার্থ সাত্ত্বিক"। ব্রাহ্মণ দুঃখিত হৃদয়ে বলিল "সাত্ত্বিক হইলে কি আর আপনি টের পাইতেন"।

## তামসিক পূজা।

এক ব্যক্তি বলিল "কিগো বাড়ুয্যে মহাশয়, এবার পূজা উঠালেন কেন"? বাড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন "আর ভাই! দাঁত পড়ে গেছে, আর পূজার সুখ নাই"। অর্থাৎ দাঁত পড়ে গেছে, পাঠার মাংস খাইবার আর যো নাই কাজে কাজেই পূজার সুখ নাই। ইহারই নাম তামসিক পূজা।

## সাধু রুইদাস।

রুইদাস সাধু প্রতিদিন দুই যোড়া জুতা প্রস্তুত করিতেন। এবং এক যোড়া বৈষ্ণবকে দান করতঃ অপর যোড়া বিক্রয় করিয়া আপনার দিন চালাইতেন। ক্রমে আত্মীয়গণের নিকট হইতে পৃথক হইয়া তিনি একখানি সামান্য কুঁড়ে প্রস্তুত

করিলেন এবং একটী শালগ্রাম আনিয়া তাহার মধ্যে স্থাপন করিলেন। রুইদাস আপনি ঠাকুরের সেবা করেন আর নিজ ব্যবসা চালান। ব্যবসাও তেমনি চলে। কোন দিন রুইদাসের অন্ন জুটে কোন দিন বা জুটে না। কথিত আছে এই সময় ভগবান রুইদাসের দুঃখ দূর করিবার জন্য একটী স্পর্শমণি লইয়া ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণরূপে রুইদাসের নিকট আসিয়া বলিলেন "রুইদাস! আর তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না, এই নাও, স্পর্শমণি নাও"। রুইদাস বলিলেন "আপনি কে, কোথা হইতে আসিলেন"? ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি তোমার প্রভূ পরমেশ্বর"। রুইদাস বলিল "তবে আপনি মানুষবেশে আসিয়াছেন কেন? আপনার নিজ মূর্ত্তি আমার নিকট প্রকাশ করুন না কেন? ব্রাহ্মণ বলিল "নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিব এখন তুমি অগ্রে এই স্পর্শ-মণি গ্রহণ কর"। রুইদাস বলিলেন "পাথর দিয়া ভুলাইবে নাকি"? ব্রাহ্মণ বলিলেন এ পাথর নয়, এ স্পর্শমণি ইহা লৌহে ছোঁয়াইলে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইয়া যায় এই দেখ তোমার রাম্পিতে ছোয়াই"। লোহের রাম্পিতে স্পর্শ-মান ছোঙাইবা মাত্র তাহা সোণা হইয়া গেল। রুইদাস তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল আপনি কি করিলেন আমি যে উহা দ্বারা জুতা সেলাই করিয়া দিন গুজরান করিতাম আপনি কেন উহাকে বিগড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন সোণা করিয়া দিলাম তোমার তো ভালই করিলাম। রুইদাস বলিলেন আমার ভালোএ কায নাই আপনি উহা লইয়া যান।

রুইদাস কোন মতেই তাহা লইবেন না। ব্রাহ্মণ কত প্রকার বুঝাইলেন কিন্তু রুইদাস কিছুতেই বুঝেন না। সে বলে ধনে আমার কায নাই, ধনে রজোগুণ বৃদ্ধ হয়, রজোগুণ বৃদ্ধি হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। ব্রাহ্মণ কোন মতে ছাড়িল না, সে রুইদাসকে তাহা গছাইয়া দিল। রুইদাস স্পর্শমণি ও স্বর্ণ লইয়া চালের উপরে গুজিয়া রাখিলেন কোন দিন তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না।

## সাধু জয়লাল।

হজরৎ জয়লাল আবেদিন যখন নেমাজ করিবার জন্য অজু করিতেন অর্থাৎ মুখ হাত ধুইতেন তখন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত। কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এরূপ অবস্থা হয় কেন"? সাধু বলিলেন "যিনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের অধিপতি তাঁহার হজুরে উপস্থিত হইবার জন্য যাই, তাই আমি বিবর্ণ হইয়া পড়ি, আমার তখন হুস থাকে না"।

## মুসলমান সাধু।

এক সাধু পথি মধ্যে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বলিলেন "আপনি হটাৎ এত কাঁদিতেছেন কেন?" সাধু বলিলেন "এই মুহুর্ত্তে আমার মনে পড়িল যে মৃত্যুর পর ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, তাই ভাবিতেছি ভগবান আমায় কাহাদের সহিত ডাকিবেন পাপীদের না সাধুদের তাই ভাবিয়া আমি কাঁদিতেছি।"

## বদ্ধ জীব।

কেহ পরমহংস রামকৃষ্ণকে বলিলেন ধর্ম্ম কথা অনেক শুনা গেল তত উপকার হইল না কেন? তিনি বলিলেন "সাঁকোর জল যেমন একদিক দিয়া আইসে আর অন্য দিক দিয়া চলিয়া যায়, অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম কথাও সেইরূপ, এক কান দিয়া শুনে, আর অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়।

## যথার্থ উত্তর।

এক নাস্তিক তার্কিত এক খৃষ্টান যাজকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর কি করিতেছিলেন"? তিনি বলিলেন "তোমার ন্যায় পাতকীদিগের জন্য অনন্ত নরক নির্ম্মাণ করিতেছিলেন"।

## গুরু।

দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পেরুদেশ বাসী নর নারীগণ দুগ্ধ কোন দিন দেখে নাই। একবার একখানি বিলাতী জাহাজ তাহাদের দেশে যাইয়া উপস্থিত হয়। জাহাজে কএকটী গরু ছিল। জাহাজের কাপ্তানের সহিত সেই দেশস্থ কএকটী ভদ্রলোকের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় কাপ্তেন তাহাদিগকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। তাহারা চা কখন খায় নাই, চা খাইয়া তাহারা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল এবং কাপ্তেনকে উহাতে কোন কোন দ্রব্য আছে জিজ্ঞাসা করিল। কাপ্তেন বলিল উহাতে চা চিনি ও দুগ্ধ আছে। দুগ্ধের নাম

শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইল এবং কাপ্তেনকে শতগুণ মূল্য দিয়া একটি গরু কিনিতে চাহিল। কাপ্তেন অগত্যা রাজী হইলেন। তাহারা গাভী লইয়া চলিয়া গেল, জাহাজও স্বদেশে ফিরিয়া গেল। তাহারা গাভী কিনিয়াছে কিন্তু গাভীর দুগ্ধ কিরূপে বাহির করিতে হয় তাহা জানিত না। গাভী যখনই প্রস্রাব করিত, অমনি তাহারা "দুগ্ধ পড়িয়া গেল", "দুগ্ধ পড়িয়া গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া শীঘ্র তাহা কোন পাত্রে ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিত। প্রথমে বাটীর গিন্নি সেই দুগ্ধ পান করিয়া কর্ত্তাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কর্ত্তা নিজেও সেই দুগ্ধ পান করিয়া দেখিল গিন্নির কথা সত্য বটে দুগ্ধের গন্ধে প্রাণ যায়। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে দুধে চিনি দিয়া খাইতে হয়। সেই অবধি তাহারা সেই দুধে অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে লাগিল। কিন্তু দুগ্ধপানে তাহাদের শরীর সবল হওয়া দূরে থাক্ বরং দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষ সেই জাহাজ পুনরায় সেই দেশে উপস্থিত হইল। কাপ্তেন তাহাদের দুধের কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং একদিন তাহাদের বাটী যাইয়া দুধ বাহির করিতে শিখাইলেন। তাহারা দুগ্ধপানে তৃপ্তি লাভ করিল। এজন্যই গুরুর আবশ্যক। শাস্ত্ররূপ গাভীর চারিটী মহাবাক্যরূপ চারিটী বাঁট। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট শিক্ষা করিলে ঐ বাঁট হইতে অমৃত বাহির করা যায় কিন্তু শিক্ষার অভাবে অনেকেই উহা হইতে কেবল চোনা বাহির করিয়া পান করিতে থাকেন।

বয়স কত।

বিখ্যাত আকবর সাহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার বয়ক্রম কত? ঋষি বলিলেন "পাঁচ বৎসর"। বাদসাহ বলিলেন "কিরূপে হইল"? ঋষি বলিলেন ৪০ বৎসর যাবৎ শয়তানের দাসত্বে নিযুক্ত থাকিয়া, সৎ বিষয়ে মৃত ছিলাম, ৫ বৎসর মাত্র জীবন পাইয়াছি।

কৃষ্ণ কি সহজে মিলে।

চৈতন্য আলিঙ্গন দিয়া উঠাইয়া বলিলেন "ভাই সনাতন, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণরত্ন অনেক দুঃখে মিলে। স্ত্রী পুত্র বিষয় বাসনা সমুদায় বিসর্জ্জন না করিলে সে ধন মিলে না"।

ঈশ্বর অনন্ত।

সাধু আগষ্টান ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় একদিন ঈশ্বর কিং স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিবার মানসে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য দয়াগুণে তাঁহার সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে তীরে ভ্রমণ করিতে২ তিনি দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র বালক উপকূলস্থ বালুকা মধ্যে একটী গর্ত্ত করিয়াছে এবং একটি ক্ষুদ্র পাত্র করিয়া সমুদ্র হইতে জল আনিয়া তাহাতে ঢালিতেছে। সাধু বলিলেন "বালক তুমি কি করিতেছ"? বালক বলিল "কেন, সমুদ্রের সমুদায় জল আমি এই গর্ত্তের মধ্যে ঢালিব"। সাধু বলিলেন "পারিবে"? বলিতে২ তাঁহার জ্ঞান চৈতন্যের উদয় হইল এবং তিনি উচ্চৈঃ-

স্বরে বলিয়া উঠিলেন, হায়! হায়! আমিই বা কি করিতে ছিলাম, সেই অনন্ত ভূমা মহান্ ঈশ্বরকে আমি কিরূপে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা পরিমাণ করিতে ছিলাম"।

## ভক্ত কেন সব ছাড়ে।

কেহ পরমহংস রামকৃষ্ণকে বলিল "ভক্ত কেন ভগবানের জন্য সব ছেড়েছুড়ে দেন"? তিনি বলিলেন "পতঙ্গ একবার আলো দেখিলে আর অন্ধকারে যায় না, পিপীড়া গুড়ে প্রাণ দেয় তবু ফেরে না। ভক্ত সেইরূপ"।

## সংসার।

পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিতেন সংসার কেবল আমড়া আঁটি আর চামড়া; সার অতি অল্প। খেলে হয় অম্লশূল।

## পাপ বোধ।

বসোরা নগরে একবার অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। নগরবাসীগণ বারি অভাবে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া এক নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে যাইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে সংকল্প করিল। প্রায় দুই লক্ষ লোক তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সকলে সাধু হাছেনকে প্রার্থনা করিতে বলিল। সাধু ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "ভাই সকল! আমি তোমাদের ভিতরে মহাপাতকী, আমার দোষেই তোমরা কষ্ট পাইতেছ অতএব যদি তোমরা বারি চাহ তবে আমাকে হেথা হইতে তাড়াইয়া দাও তাহা হইলেই বৃষ্টি হইবে"। সকলে তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল।

## সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ।

দায়ুদ রাজার পুত্র সুলেমান পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্টিত হইয়া একদিন ঈশ্বর পূজা করিবার নিমিত্ত জিভিয়ান প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভগবান তাহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাহাকে বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে কি দিব বল"? সুলেমান পার্থিব কোন প্রকার সম্পদের জন্য প্রার্থনা না করিয়া বলিয়াছিলেন "ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি অসংখ্য নর নারীর উপর আধিপত্য করিতেছি, এক্ষণে আপনকার নিকট আর কি চাহিব, যাহাতে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক এই সকল প্রজাবৃন্দকে সুখে রাখিতে পারি, আমাকে এ প্রকার জ্ঞান প্রদান করুন।

## দীনতা।

কথিত আছে "দীনতা শিক্ষা করিবার জন্য পরমহংস রামকৃষ্ণ সাধন অবস্থায় প্রতিদিন হস্তে মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া পাইখানা পরিষ্কার করিতেন"।

## দুর্ব্বলতা।

সাধক অনেক প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ভগবান কোন রকমে আর তাহাকে পাড়িতে পারেন না। ভগবান ধন দিলেন সাধক তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিল। ভগবান সংসারে পরিবারের মধ্যে বিপদ দিলেন সাধক তাহাতেও বিচলিত নন। ভগবান শারিরিক কষ্ট দিলেন সাধক তাহাতেও বিচলিত নয়। অগত্যা ভগবান এক সুন্দর কৌশল করিলেন। অনেক সাধক তাহাতেই মারা গেল। ভগবান

বলিলেন "বাপু তোমার কিছু হয়েছে এক্ষণে তুমি গুরু হইয়া জগৎকে উদ্ধার কর" সাধক আর বুঝিতে পারিল না। সে বলিল "তথাস্তু"

## তাইতো একবার দেখিতে পাইলাম না !।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নৃত্য করিলেন। যোগী স্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি কলিকাতার অতি নিকটে ছিলেন কিন্তু অনুমান ৩।৪ হাজার কলিকাতাবাসী ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, হায় ! ছয়লক্ষ কলিকাতাবাসী। তোমাদের কি দুর্ভাগ্য !

## ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভগবান রামকৃষ্ণ প্রচার আরম্ভ করিলেন আর চতুর্দ্দিকে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মগণ গোপনে২ এক একটী গুরুদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম নববিধানী ব্রাহ্ম আদি ব্রাহ্ম অনেক প্রকারের ব্রাহ্মগণ হিন্দুমতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর যাহারা ব্রাহ্ম রহিলেন তাহাদেরও মত দিন দিন পূর্ব্ব মুখীন হইতে লাগিল। অপরদিকে হাজার হাজার হিন্দু যাহাদের পিতা মাতা কোন দিন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই দেশে দেশে দীক্ষা লইয়া হিন্দু আচার করিতে অভ্যাস করিল। সমুদায় শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ গুরু শিষ্য সুবাদে সম্বন্ধিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ সময় হইতে এ দেশে সাধু ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি হইয়া গেল, এ সময়ে যাঁহারা প্রকৃত সাধক ছিলেন অনেকে আসিয়া তাঁহাদের পদধুলি লইতে

আরম্ভ করিল। সাধক অনেক প্রকার প্রলোভনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে ভগবানের চাতুরি আর বুঝিতে পারিলেন না; তিনি আস্তে আস্তে এক আধ জনের গুরু হইয়া বসিলেন।

### কঠোরতা।

এক মুসলমান সাধু নিজ্জর্নে বসিয়া সাধন করিতেছেন; এমন সময় এক সুন্দরী রমণী সেইখান দিয়া চলিয়া গেল। সাধু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বেহুঁস হইয়া সেই রমণীর নিকট যাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু যেই এক পা বাহির করিয়াছেন অমনি তাঁহার হুঁস হইল, তিনি বুঝিতে পারিলেন তিনি কি কার্য্য করিতে যাইতেছিলেন। সাধু তখন ভাবিলেন, যে এই এক পদ পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল অতএব আর ইহাকে উপাসনার স্থলে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। সাধু এক পা বাহিরে ও এক পা ভিতরে এই অবস্থায় ভগবানের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন আর তিনি সেই পদ ভিতরে লইয়া যান নাই। ক্রমে রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিয়া পা পচিয়া গেল তথাপি সাধু তথা হইতে পা সরাইয়া লন নাই।

### সমুদ্র দর্শন।

একবার পরমহংস রামকৃষ্ণের সমুদ্র দেখিবার অভিলাষ হয়। তিন চারি দিন জাহাজে না থাকিলে প্রকৃতরূপ সমুদ্র দর্শন হয় না কিন্তু তিনি তাহা থাকিতে প্রস্তুত নন। অগত্যা ভাগীরথীর মুখের নিকট যাইয়া দূরবীক্ষণ যোগে তাঁহাকে

সমুদ্র দেখাইবার পরামর্শ হইল। কুচবেহারের মহারাজার একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া কেশব বাবু তাঁহাকে সমুদ্র দেখাইতে লইয়া গেলেন। জাহাজে বসিয়া অনেক প্রকার নৃত্য গীত ও সদালোচনা হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন, উপরে একদল ব্রাহ্ম দূরবীক্ষণ হস্তে কতক্ষণে সমুদ্র দেখা যায় তাহাই দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি স্বীয় ভাবে মগ্ন হইয়া আছেন এমন সময় কয়েকটি ব্রাহ্ম ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "এইস্থল হইতে সমুদ্র দেখা যাইতেছে, এইবার উপরে আসিয়া সমুদ্র দেখুন বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল।" তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন, পরে তাঁহাদের ব্যস্ততা দেখিয়া বলিলেন, "কি! আমি আমার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া উপরে গিয়া তোমাদের সমুদ্র দেখিব"!

## গুরুর আবশ্যকতা।

শিষ্য সকল যোগাড়ই করিয়া দেন গুরু কেবল বৃক্ষের পাতাটী টিপিয়া রস বাহির করিয়া দেন আর স্বর্ণ প্রস্তুত হয়। শিষ্য ভাবিল ভালোরে ভালো, আমিতো সব করি, উনি কেবল রসটী বাহির করিয়া দেন, তা এর আর শক্ত কি? পাতাও চিনি আর যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও জানি; তবে কেন আমিও সোণা প্রস্তুত করি না। শিষ্য তাহাই করিতে বসিল। শিষ্য রাত্রিতে বসিয়া গুরু গৃহে যত কাঠ ছিল সকলই পুড়াইল কিন্তু তাহার সোণা প্রস্তুত হৈল না। পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যকে কাঠের কথা জিজ্ঞাসা

করিলে শিষ্য আনুপূর্ব্বিক রাত্রের সমুদায় কথা বলিল। গুরু বলিলেন "তুমি আমার নিকট বসিয়া স্বর্ণ প্রস্তুত কর।" শিষ্য তাহাই করিল কিন্তু তাহার স্বর্ণ হইল না। তখন গুরু পাতা হস্তে লইয়া আপনি রস বাহির করিয়া দিলেন আর অমনি সোণা হইল। শিষ্য আশ্চর্য্য হইল। গুরু বলিলেন, "রস বাহির করিবার সময় পাতাতে নখ লাগাইয়াছিলে তাই স্বর্ণ হয় নাই। নখ না লাগাইয়া রস বাহির করিলেই স্বর্ণ হয়।

## খৃষ্টান সাধু।

মহানুভব উলস্‌লি যখন ৩০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন, তখন তিনি ২৫ টাকার মধ্যে আপনকার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট ৫ টাকা দান করিতেন। পরে যখন তাঁহার আয় ১০০ টাকা হইয়াছিল, তখনও আপনার জন্য ২৫ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট ৭৫ টাকা দান করিতেন। যখন তাঁহার আয় ১০০০ টাকা হইয়াছিল, তখনও তিনি আপনকার জন্য ২৫ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় দান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁহার আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু তিনি আজীবন ২৫ টাকার উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় মুদ্রার দ্বারা পরোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "যতদূর সাধ্য উপার্জ্জন কর, যতদূর সাধ্য দান কর, যতদূর সাধ্য সঞ্চয় কর।" আপনার প্রতি যে ব্যয় তাহাকেই দান এবং পরোপকারে যে ব্যয় তাহাকেই তিনি সঞ্চয় মনে করিতেন।

## গির্জ্জায় প্রণাম।

কেশব চন্দ্রের সঙ্গে একদিন পরমহংস রামকৃষ্ণ যাইতে যাইতে লংসাহেবের গির্জ্জা দেখিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। আবার রাস্তার বেশ্যা দেখিয়াও তিনি মাতৃ বোধে প্রণাম করিতেন।

## কুটুম্ব সেবা।

গাজিপুরের বিখ্যাত সাধু পাহাড়ি বাবা এক্ষণে রোগ শয্যায় শায়িত আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমি এক্ষণে কুটুম্ব সেবায় নিযুক্ত আছি।"

## উপদেশ।

তাপস মালেক দিনারের নিকট কেহ উপদেশ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যিনি তোমার সেবা করিতেছেন, তুমিও তাঁহার সেবায় রত থাক, অবশ্য মুক্ত হইবে।"

## কেমন আছেন।

এক ব্যক্তি সাধু হোসেন বসরিকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কেমন আছেন? সাধু বলিলেন "এক ব্যক্তি নৌকা চড়িয়া নদীতে যাইতেছিল, মাঝগঙ্গায় তাহার নৌকা ডুবিয়া গেল। অবশেষ একখানি তক্তা পাইয়া তাহার উপর প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া আছে। কখন কোন ঢেউ আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিবে, তাহার স্থির নাই। আমার অবস্থাও সেই-রূপ জানিবে"।

## সিংহ দর্শন।

একবার পরমহংস রামকৃষ্ণের সিংহ দেখিবার অভিলাষ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে আলিপুরের জুলজিকেল বাগানে লইয়া গিয়া সিংহ দেখাইয়া আনিতে প্রস্তুত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে শাস্ত্রী মহাশয় পরমহংস দেবকে আনিতে গিয়া দেখেন, তিনি উন্মত্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন "মা! আজ তোর বাহন দেখ্‌তে যাবো।

## একজন ব্রাহ্ম।

কলিকাতা সহরে এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান স্বীয় গরুকে প্রহার করিতে যাইতেছে, কিন্তু সে লাঠী গরুর গায়ে না লাগিয়া এক ভদ্রলোক পথিকের গায়ে লাগিল। গাড়োয়ান ভীত হইয়া ভদ্রলোকের নিকট ক্ষমা চাহিতে যাইতেছে, কিন্তু ভদ্রলোকটি গাড়োয়ানকে অভয় দিয়া বলিলেন "তুমি এক গরুকে মারিতে যাইতেছিলে কিন্তু অপর গরুকে লাগিয়াছে, তাহাতে আর ভয় কি?"

## থিয়েটার ও ধর্ম্মালয়।

প্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিককে একদিন লণ্ডনের বিষপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বলুন দেখি মহাশয়! কি কারণে আমাদের ধর্ম্ম মন্দির সকল দিন দিন শূন্য হইয়া আসিতেছে, আর আপনাদের নাট্যশালা সকল দিন দিন পরিপূর্ণ হইতেছে?" গ্যারিক বলিলেন "আমরা মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় প্রদর্শন করি, আর আপনারা সত্যকে মিথ্যার ন্যায় প্রদর্শন করান তাই এরূপ ঘটিতেছে।

## দুইটী উক্তি।

ইসা বলিলেন "যে আমাকে দেখিয়াছে সে পরমেশ্বরকে দেখিয়াছে"। ঋষিরা বলেন "যে আপনাকে চিনে সে পরমাত্মাকে চিনে"।

## ধর্ম্ম ভ্রাতা।

কেহ জুনিদের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল "এ সময়ে ধর্ম্ম ভ্রাতা দুর্লভ ও অপ্রাপ্য হইয়াছে"। সাধু বলিলেন "তোমার সেবা করেন যদি এরূপ লোক চাও তাহা হইলে দুর্লভ বটে কিন্তু যদি তুমি নিজে সেবা করিতে চাও তবে এমন সেবিত হওয়ার ভ্রাতা আমার নিকট অনেক আছে

## মাতৃ ভক্তি।

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরসার মাতার বিরুদ্ধে যখন তদীয় প্রতিনিধি এনটিপেটার পুনঃ পুনঃ পত্রদ্বারা অভিযোগ করিতে লাগিলেন তখন উক্ত মহাত্মা বলিয়াছিলেন "হায়! এণ্টিপেটার জানে না যে আমার মাতার একবিন্দু চক্ষের জল তাহার শত শত অভিযোগ পত্রকে মুছিয়া ফেলিতে পারে।

## সাধুর দয়া।

শ্রীনগরে এক সাধু প্রেমে বিভোর হইয়া নৌকার উপরে বসিয়া আছেন। এমন সময় জন কয়েক যুবা পুরুষ আনন্দে মত্ত হইয়া নদী ভ্রমণ মানসে সেই নৌকা ভাড়া করিলেন। নৌকার উপরে আসিয়া বাবুরা আপন মনে নৃত্য গীত-

আরম্ভ করিলেন, পার্শ্বে সেই সাধু আপন মনে অচৈতন্ত প্রায় বসিয়া আছেন। বাবুরা আমোদে বিভোর হইয়া সঙ্গীত করিতে করিতে বাজনা বাজাইবার উদ্দেশ্যে সেই সাধুর নেড়া মাথায় তাল দিতে লাগিলেন কিন্তু সাধুর তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। কথিত আছে এই সময় একটি দৈববাণী হইয়া ছিল কিন্তু সাধু ব্যতীত সেই দৈববাণী আর কেহ শুনিতে পায় নাই। দৈববাণী বলিতেছে "হে সাধু! যদি তুমি অনুমতি কর তবে আমি এক্ষণেই, আমার ভক্ত সন্তানের অপমানকারী এই পাষণ্ডদিগকে নৌকা ডুবাইয়া দি"। প্রশ্ন হইতে পারে ভগবান ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে জল মগ্ন করিয়া দিতে পারেন, তিনি আবার সাধুর নিকট অনুমতি চাহিলেন কেন? তাই দৈববাণী আরো বলিল "আমি ভক্তাধীন ভগবান, ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই এ নৌকা ডুবাইয়া দিতে পারিতাম কিন্তু আমার প্রিয় ভক্ত যখন ইহার উপর বসিয়া আছেন তখন আমি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কখনই ইহাকে ডুবাইতে পারি না"। সাধু এই কথা শুনিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন "হে ভগবান! আমার জন্য তুমি এত কষ্ট কেন করিবে? নৌকা ডুবাইতে হইলে ঝড় প্রবাহিত করিতে হইবে, নদীতে তরঙ্গ উত্থিত করাইতে হইবে, আরো কত কি করিতে হইবে, তা এত কষ্ট না করিয়া কৃপা করিয়া এই পাষণ্ডদের চক্ষু খুলে দাও না কেন? উহারা তোমাকে ও তোমার ভক্তদিগকে চিনিয়া লউক। ভগবান তাহাই করিলেন। সাধু সঙ্গের এমনি মহিমা। বাবু-

গণ তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষু পাইয়া কাতরে সেই সাধুর পদানত হইল এবং তাঁহার কৃপায় চিরদিনের জন্য আনন্দ ধামের পথিক হইল।

## বিশ্বাস।

আসন্ন মৃত্যু শয্যাশায়ী এক বৃদ্ধা রমণীর নিকট ধর্ম্মযাযক যাইয়া বলিল "হে নারী, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যে "হে ঈশ্বর, আমায় বিশ্বাস দাও, যেন এ সময়ে আমি ভীত না হই"। রমণী বলিল "আমি তাঁহার নামে বিশ্বাস করি আমার আবার ভয় কি"? ধর্ম্মযাযক অপ্রস্তুত।

## তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কথিত আছে সাধন অবস্থায় কোন ব্যক্তি পরমহংস রামকৃষ্ণকে একখানি মূল্যবান বস্ত্র দিয়াছিল। পরমহংসদেব সেই বস্ত্র পরিয়া উপাসনা করিয়া আপন ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে একটু খট্‌কা হইল, কাপড়ে ধূলা লাগিবে বলিয়া তাঁহার মন যেন সঙ্কুচিত হইতে ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মূল্যবান বস্ত্রখানি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং সরল মনে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন।

## পাহাড়ি বাবা।

গাজিপুরের পাহাড়ি বাবার আশ্রমে একবার অনেকগুলি সাধু আসিয়াছিলেন। রাত্রিকালে এক চোর সেই সাধুদিগের লোটা কম্বল প্রভৃতি বান্ধিয়া লইয়া পালাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় পাহাড়ি বাবা তথায় আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। চোর পাহাড়ি বাবাকে দেখিবা মাত্র দ্রুত পলায়ন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে পাহাড়ি বাবা সাধুদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন "আপনারা আমাকে আপনাদের লোটা ও কম্বলগুলি ভিক্ষা দিন"। সাধুগণ তাহাই করিলেন। পাহাড়ীবাবা সেই পোটলাটী মস্তকে করিয়া সেই চোরের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। চোর অপ্রতিভ হইল এবং সেই অবধি তাঁহার শিষ্য হইয়া গেল।

## জনক রাজা।

শত সহস্র ঋষি মহর্ষি জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হ্যা হে জনক"! তুমি এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী হইয়া চারিদিকে কামিনী কাঞ্চন দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও কিরূপে আপনাকে স্থির রাখিয়াছ বলিতে পার? আমরা সামান্য ঋষি বিষয় বিভবের মধ্যে এক কোপিন আর কমণ্ডলু কিন্তু ইহাদের জন্যেও আমাদিগকে কত সময় চিন্তিত করিয়া ফেলে"। জনক বলিলেন মহর্ষিগণ আমি এ বিষয় আমার ভৃত্যের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলাম। একদিন দেখিতে পাইলাম যে ভৃত্য সমুদায় কার্য্য করে কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নয় সে যাহা করে সকলই তাহার প্রভুর জন্য। লাভ বল লোকসান বল সকলই তাহার প্রভুর। যে গৃহে সে বাস করে, যে বিছানায় সে শয়ন করে, সে সকলই তাহার প্রভুর তথাপি সে, সে সকলকে যত্ন করিয়া রক্ষা করে, পরিষ্কার করে। সেই হইতে আমার জ্ঞান জন্মিল, আমি

বুঝিতে পারিলাম যে আমি কেহ নহি। এ রাজ্য আমার প্রভুর আমি দাস। আমি আমার প্রভুর সামগ্রী অবশ্য যত্নে রক্ষা করিব কিন্তু এ সমুদায় আমার বলিয়া কোন দিন বোধ করিব না। রাজ্য থাক্ আর যাক্ আমার প্রভুরই থাকিবে বা যাইবে, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

## সাধন।

কথিত আছে হজরত ওমর প্রতি রাত্রে আপনার পদে আপনি বেত্রাঘাত করিতেন আর বলিলেন "হে পদ, আজি তুমি কোথায় কোথায় গমন করিয়াছ বল" ?

## মুক্ত পুরুষ।

কেহ পরমহংস রামকৃষ্ণকে বলিল "শত্রুগণ শিশুর গাত্রে প্রেক বিদ্ধ করিল, আর তিনি তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন ?" তিনি বলিলেন সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাঁস পর্য্যন্ত ভেদ করে, কিন্তু খুড়রি নারিকেলের শাঁস ভিতরে পৃথক থাকে, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাঁস ভেদ করে না। যিশুখৃষ্ট খুড়রি নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল। শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই জন্য তিনি দেহে নিদারুন প্রেকের আঘাত পাইয়াও শান্ত মনে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

## ত্যাগ স্বীকার।

এক মুসলমান ফকির সাধন করিতে করিতে একটী সুন্দর

বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকের সুন্দর শ্রী, মনোহর গঠন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিল। তিনি খানিকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার হুঁস হইল। তিনি ভাবিলেন "হায়! কি অপরাধই করিলাম, স্রষ্টাকে ছাড়িয়া সৃষ্ট পদার্থের প্রতি কেন চাহিলাম? না জানি এই অপরাধের জন্য আমাকে কতই শাস্তি পাইতে হইবে? এই-রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার তৃষ্ণা হইল। তিনি তৃষ্ণা নিবারণ জন্য শীতল বারি পান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করি-লেন, এ জীবনে আর শীতল বারি পান করিবেন না। সেই অবধি সাধু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আর একবারও শীতল বারি পান করেন নাই।

## বিশ্বাস।

লিবারপুল নগরে একবার অত্যন্ত অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়া-ছিল। নগর বাসীগণ নিরূপায় হইয়া একদিন সকলে সম-বেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাস্থলে শত শত নর নারী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পরিশেষে একটি ক্ষুদ্র বালককে ছাতি হস্তে করিয়া আসিতে দেখিয়া সকলে হাস্য করিয়া উঠিল। একটি বৃদ্ধা বলিল "বালক! একবিন্দু জলাভাবে আমরা মরিয়া যাইতেছি আর তোমার কি এত বৃষ্টি লাগিল যে, তুমি ছাতি লইয়া আসিয়াছ?" বালক গম্ভীরস্বরে বলিল "আমি শুনিয়াছিলাম আপনারা আজ পরম পিতার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবেন তাই আমি ছাতি আনিয়াছি কিন্তু কি আশ্চর্য্য

আপনারা দেখি কেহই ছাতি আনেন নাই, তবে কি আপনারা মনে মনে নিশ্চয় জানেন যে, আপনাদের প্রার্থনায় কোন ফল হইবে না।”

### খৃষ্টের উক্তি।

ইশা বলিলেলন “যে আমা অপেক্ষা আপন পিতা মাতা প্রভৃতিকে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নহে।”

### আদর্শ সাধন।

শুনিতে পাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ সাধন অবস্থায় এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটী লইয়া টাকা মাটী, মাটী টাকা, টাকা মাটী, মাটী টাকা বলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিতেন। মথুর বাবু প্রদত্ত অনেকগুলি শাল দোশালা ছিল, তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করেন, আর কতকগুলিতে থুথু দিয়া, মাটি মাখিয়া লোকদিগকে বিতরণ করেন।”

### দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

এক মুসলমান সাধু পথে যাইতে যাইতে উপর পানে তাকাইয়া এক সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পান। সাধু সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করেন, “কখন আর উপর পানে তাকাইবেন না”। এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ভুলেও আর উপর পানে চাহিয়া দেখেন নাই”।

### প্রকৃত সন্ন্যাস।

এক স্ত্রী স্বামীকে বলিল “আমার দাদা সন্ন্যাসী হবে, অনেক দিন থেকে কিছু কিছু তার যোগাড় কচ্চে”। স্বামী বলিলেন, দূর “ক্ষেপী, সে কখন সন্ন্যাসী হ’তে পারিবে না।

কিছু কিছু যোগাড় ক'রে কি কখন সন্ন্যাসী হওয়া যায়।” স্ত্রী বলিল “তবে কেমন ক'রে সন্ন্যাসী হ'তে হয়?” স্বামী বলিলেন, “দেখ্‌বি তো এই দেখ”। এই বলিয়া তিনি স্বীয় কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন করিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আত্ম নিগ্রহ।

সাধু লয়েছ রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিয়া, প্রদীপের সিসে বার বার আপনার অঙ্গুলি দিতেন আর বলিতেন “পাপিষ্ঠ! অমুক দ্রব্য আজ কেন স্পর্শ করিয়াছ, অমুক কর্ম্ম আজ কেন করিয়াছ। ঈশ্বরের নিষিদ্ধ কাজ করিয়াছ, অতএব তাহার শাস্তি গ্রহণ কর।”

মায়া দর্শন।

নারদ বলিলেন, “ঠাকুর! তোমার যে, অঘট-ঘটন-পটীয়সী মায়াতে সংসারী নর নারীগণ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই মায়ার স্বরূপ আমায় দেখাও।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তথাস্তু”। পরে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অত্যন্ত তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। একে গ্রীষ্মকাল তাহে প্রখর সূর্য্য কিরণ। কৃষ্ণ আর চলিতে পারেন না। তিনি তৃষ্ণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। নারদ কি করে, নিকটে জল নাই। ঠাকুর বলিলেন “নারদ! শীঘ্র কোন উপায়ে জল আনয়ন কর নতুবা প্রাণ যায়”। নারদ দ্রুতপদে যাইতে যাইতে নিকটে একটি নদী দেখিতে পাইলেন এবং সেই দিকে

ধাবিত হইতে লাগিলেন। নিকটে যাইয়া দেখেন একটি সুন্দর নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার তীরে একটি সুন্দরী ললনা বিরাজ করিতেছে। ভগবানের মায়া এই সময় নারদকে আচ্ছন্ন করিল। নারদ তৎক্ষণাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই ললনার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে উভয়ে সম্মিলন হইল। নারদ সেই ললনাকে বিবাহ করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সময়ে তাহাদের সন্তানাদি জন্মিল নারদ ঘোর সংসারীর ন্যায়, তাহাদের প্রেমে মজিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভগবানের লীলা সমাপ্ত হইল। নারদকে মায়াস্বরূপ দেখাইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল। নারদ অজ্ঞানাচৈতন্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে পুনরায় প্রবোধিত করিবার জন্য ভগবান নারদের সুখের সংসার ভাঙ্গিতে লাগিলেন। তাহার আনন্দ, আবার নিরানন্দের আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে বিসূচিকা মহামারী প্রভৃতি দেখা দিল। গ্রামে প্রত্যহ শত শত লোক মরিতে আরম্ভ হইল। নারদ ভয়ে স্বপরিবারে তথা হইতে পলায়ন করিতে উদ্‌যোগী হইল। এবং স্ত্রী পুত্র সমুদায় লইয়া যেমন নদী পার হইবে ওমনি একে একে তাহার সকল সন্তান এবং পরিশেষে তাঁহার স্ত্রীও জলে পড়িয়া মরিয়া গেল। নারদ একে একে সমুদায় ভোগ্য পদার্থে বঞ্চিত হইয়া হাহাকার করিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেছে, এমন সময় হটাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কৈ নারদ জল কৈ ?"

তুমি জল আনিতে আসিয়াই বা এত কাঁদিতেছ কেন?” নারদের তখন চৈতন্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের চরণে শত শত প্রণাম করিয়া বলিলেন “ঠাকুর তোমার মায়াকে ধন্য”।

## ভগবানের পীড়া।

ভগবান বলিলেন, “মূষা! আমি তিন দিন যাবৎ পীড়িত হইয়া রহিয়াছি. তুমি একবারও আমায় দেখিতে আসিলে না?” মূসা বলিলেন “হে ভগবান! তুমি অশরীরী তোমার আবার পীড়া কি?” ভগবান পুনরায় বলিলেন, “হে মূষা! আমি তিন দিন যাবৎ পীড়িত রহিয়াছি, তুমি একবারও আমায় দেখিতে আসিলে না?” মূষা বলিলেন “হে ভগবন্! তুমি অব্যয় পুরুষ! তোমার আবার পীড়া কি?” ভগবান বলিলেন, “হে মূষা! ভক্তরূপে আমি শরীরী, ভক্তেতে আমাতে অভেদ, অমুক স্থলে আমার ভক্ত পীড়িত রহিয়াছে, তুমি একবারও তাহাকে দেখিতে গেলে না।”

## সাধন।

সাধু ঘরের ভিতর বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, উপরে ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কেহ বলিল “বাহিরে আইস, এখনি ঘরের ছাত পড়িয়া যাইবে দেখিতে পাইতেছ না।” সাধু বলিলেন, “বিশ বৎসর যাবৎ এ ঘরে বাস করিতেছি কিন্তু এক দিনও উপর পানে তাকাইয়া দেখি নাই।”

## অদ্ভুত কথা।

পরমহংস রামকৃষ্ণের হস্তে কাঞ্চন প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত। তিনি বলিয়াছিলেন যে "এক দিন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম বৃক্ষতলায় দুইটি সুন্দর পক্ক আম্র পড়িয়া রহিয়াছে, ইচ্ছা হইল আম্র দুইটি কুড়াইয়া আনি কিন্তু যাই আম কুড়াইতে যাইতেছি অমনি আমার হাত বাঁকিয়া গেল"। আর এক দিন তিনি বাবু শম্ভুনাথ মল্লিকের বাগানে গিয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার বড় পেটের অসুখ হয়। শম্ভু বাবু তাঁহাকে আফিং খাইতেদেন। তিনি অর্দ্ধেক খাইয়া অর্দ্ধেক রাখিয়া দিয়াছিলেন, আসিবার সময় যেমন তিনি অবশিষ্ট আফিংটুকু আনিতে যাইবেন ওমনি তাঁহার হাত বাঁকিয়া গেল। আফিং আর আনা হইল না। কাঞ্চনের উপর তাঁহার এতদূর আধিপত্য ছিল তথাপি যখন কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কি বলিতে পারেন যে, কাঞ্চনের উপর আপনার আধিপত্য জন্মিয়াছে। তিনি বলিলেন,—"না বাপু! তা আমি বলিতে পারি না'।

## মুসলমান সাধু।

তামসিক প্রকৃতির এক ব্যক্তি স্বীয় বাটী ঝাড় লাণ্ঠনদ্বারা বিভূষিত করিয়া এক সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু সাধু তাঁহার বাটীতে যাইয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন "একবার ঘাড় তুলিয়া দেখুন এ মজলিস্ কেমন সুন্দর হইয়াছে"। সাধু বলিলেন "ভগবান অপেক্ষা

সুন্দর বস্তু এ জগতে আর নাই আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমার মজলিস্ দেখিতে পারি না"।

## সাধু সেবা।

কবীর নিতান্ত দরিদ্র হইলেও সাধু সেবা করিতে কোন দিন বিরত হন নাই। সহরে নূতন সাধু আসিলেই কবীর জী তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া আসিতেন। একবার সন্ধ্যাকালে নগরে একজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কবীরের কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ভোজন পাওগে"। সাধু বলিলেন, "নারায়ণ দেয় তো হোগা" কন্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেথায় বাটিতে এক কপর্দ্দকও নাই, কি করে, কবীর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আপন পত্নীর নিকট গেল। হায়! আমার ধর্ম্ম গেল, সাধুকে ভোজন না করাইতে পারিলে আমার ধর্ম্ম থাকিবে না; এ সন্ধ্যায় সময় কোথায় বা যাই, কেই বা ভিক্ষা দেয়" কবীরকে এইরূপ কাতরোক্তি করিতে শুনিয়া তাঁহার পত্নী বলিলেন "ভয় নাই তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, আমি এক্ষণেই তোমার সমুদায় আয়োজন করিয়া দিতেছি। প্রতিদিন আমি যখন ভিক্ষা করিতে যাই, তখন বাজারে এক লম্পট দোকানদার কুচক্ষে আমার পানে চায়, কত রহস্য করে এবং যত ইচ্ছা চাল ডাল লইয়া আসিতে বলে, অতএব ভয় নাই, আমি এক্ষণেই তাহার নিকট হইতে সাধু সেবার উপযোগী দ্রব্যাদি আনিয়া দিতেছি।" কবীর বলিলেন "ভাল ভাল, তাহাই কর।"

কবীর পত্নী তৎক্ষণাৎ সেই লম্পট দোকানীর নিকট গমন করিল। দোকানী তাঁহাকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল এবং তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিল "তোমার যত ইচ্ছা চাল ডাল লইয়া যাও কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আজি রাত্রিতে আমার নিকট আসিয়া শয়ন করিবে"। কবীর পত্নী তাহাই করিল। পরে সাধু সেবা সমাপ্ত হইলে কবীর স্বীয় পত্নীকে বলিলেন "তুমি যে দোকানদারের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ তাহা রক্ষা করিবে না"? পত্নী বলিলেন "হ্যাঁ যাইতেছি"? সেই সময় অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে ছিল, কবীর বলিলেন "তুমি এই বৃষ্টি কাদাতে ভিজিয়া সেই ভদ্রলোকের নিকট কিরূপে যাইবে? তোমার পায়ের কাদায় তাঁহার ঘর অপরিষ্কার হইবে, তোমার ভিজা বস্ত্রে তাঁহার বিছানা ভিজিয়া যাইবে, অতএব এক কায কর, তুমি গুণথলে দিয়া আপন গাত্র আবৃত্ত কর, আমি স্কন্ধে করিয়া তোমায় সেই স্থলে দিয়া আসি"। পত্নী তাহাই করিলেন। ওদিকে আজি লম্পটের অন্নে সাধুসেবা হইয়াছে। সাধুসেবায় ভগবান পরিতুষ্ট হন এজন্য লম্পটের দিকে আজি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মুসলধারে বারি পড়িতেছে, রাস্তায় লোক নাই, জন নাই, এমন সময় কবীর পত্নী সহসা সেই দোকান-দারের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একে দেখিতে পরমা সুন্দরী, তাহাতে গাত্রে একবিন্দু জল নাই, পায়ে একটুও কাদা নাই, সহসা এই ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া দোকানী চম-কিয়া উঠিল এবং বলিল "মা তুই কে"? কবীর পত্নী অশ্রুপূর্ণ

নয়নে বলিলেন "বেটা আমি যথার্থই তোর মা বটে"। দোকানী তাঁহার পদতলে পড়িয়া বার বার ক্ষমা চাহিল। কবীর পত্নী কৃপা করিয়া তাহাকে শান্তনা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে তাহাকে দীক্ষা দিলেন। দোকানী সেই অবধি ভক্তি পথের পথিক হইয়া গেল।

### বারুদির ব্রহ্মচারী।

শুনিতে পাই বারুদির ব্রহ্মচারী মহাশয় একবার নাকি নৌকাযোগে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে এক চোর তাঁহার কম্বলখানি লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পানে না চাহিয়া আস্তে আস্তে তাহারদিকে কম্বলখানি ফেলিয়া দিলেন, চোর অবাধে তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

### রামকৃষ্ণ।

এক ব্যক্তি পরমহংস রামকৃষ্ণকে একখানি মূল্যবান শাল দিয়াছিল। এক ব্যক্তি বলেন "একদিন দেখি পরমহংসদেব সেই শালখানি রাস্তার ধূলিতে ঘস্‌ড়াইতেছেন আর বলিতেছেন "কেমন জব্দ হও" বড় অহঙ্কার, বড় গর্ব্ব, এখন জব্দ হও"।

### শাক্যমুনি।

রাজা শুদ্ধোধন, তাঁহার একমাত্র পুত্র বুদ্ধদেব স্বরাজ্যে প্রজাদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে শুনিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন "হে পুত্র! আজ্ঞা করিলে শত শত দাস দাসী তোমার সেবা করিবে, তুমি কেন প্রজা-

দিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া পিতৃপুরুষ দিগের নামে কলঙ্ক আনিতেছ। বুদ্ধ বলিলেন "হে রাজন্! আপনি রাজা, অতএব রাজধর্ম্মই পালন করুন, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী আমার পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যঋষিগণও সন্ন্যাসী ছিলেন অতএব ভিক্ষা করিয়া আমি তাঁহাদিগেরই ধর্ম্ম পালন করিতেছি"।

## আত্ম সমর্পণ।

কোন সাধক ভয় ও প্রত্যাশার মধ্যে চালিত হইয়া উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত পুরঃসর ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল "হে প্রভুঃ আমি যদি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম যে তোমার পথে আমি স্থির থাকিব"। ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ বলিলেন "জানিতে পারিলে তুমি কি করিতে"? যাহা করিতে তাহা এক্ষণেই কর না কেন নিরাপদ হইবে"। সাধক তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করিল এবং ঈশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সকল প্রকার মানসিক কষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

## প্রকৃতি পরাজয়।

রুষিয়া দেশের বিখ্যাত রাজা মহাত্মা পিটর নিয়ম করেন যে কোন ভদ্রলোক তাহার ভৃত্যের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলে তাহাকে বিকৃতমনা রূপে পরিগণিত করা হইবে এবং তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার জন্য অপর কোন লোককে নিযুক্ত করা হইবে। দৈবযোগে রাজা নিজ উদ্যানস্থ মালিকে এক দিন প্রহার করিয়া ফেলেন। এবং স্বকৃত নিয়ম স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠেন "আমি আমার প্রজাদিগকে সংশোধন করিয়াছি এবং

অনেক পরাক্রান্ত দেশ ও জাতিকে জয় ও পদানত করিয়াছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! আমি নিজ প্রবৃত্তি সমূহকে সংশোধিত ও পরাজিত করিতে পারিলাম না।

## ডফ সাহেব।

প্রসিদ্ধ পাদ্রি ডফ সাহেবের এক ধার্ম্মিক বন্ধু রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ডফ সাহেব চির-দিন পাঁচশত টাকা বেতনে জীবন যাপন করিয়াছেন, উক্ত বন্ধুও আপনাকে ডফ সাহেব অপেক্ষা অধিক বেতন পাই-বার উপযুক্ত মনে করিতেন না। তিনি ছোটনাগপুরের কমিসনার হইয়া মাসে প্রায় ৩৫০০ টাকা সরকার হইতে বেতন পাইতেন কিন্তু তিনি নিজ পরিবারের ব্যয়ের জন্য ৫০০ টাকা মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট ৩০০০ টাকা প্রতিমাসে ধর্ম্ম প্রচা-রের নিমিত্ত ডফ সাহেবকে দিতেন।

## বর্ত্তমান সাধু বামাচরণ।

রামপুরহাটের সন্নিকট তারাপুরের বর্ত্তমান সাধু বামা-চরণ যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায় এবং তিনি চুপি চুপি বলেন "মা! সকল সময় দেখা দিস না কেন, মা! আমি যে তোরে এক মুহূর্ত্ত না দেখে থাকিতে পারি না, মা"।

## টুকারাম।

মহারাষ্ট্র দেশীয় বিখ্যাত সাধু টুকারাম একবার ইন্দ্রাণী নদীতীরে বসিয়া আছেন। এমন সময় এক কৃষক আসিয়া তাঁহাকে বলিল "টুকারাম সেট! অনর্থক এখানে বসিয়া

দিন কাটাইতেছ কেন? আমার ক্ষেত্র রক্ষা করিবে চল, আমি তোমাকে তোমার পরিবার ভরণের উপায় করিয়া দিব এবং ইচ্ছা করিলে মধ্যে মধ্যে হরিনাম করিতে যাইতেও দিব। টুকারাম সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে ক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। একদিন টুকারাম খেৎ মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময় পঙ্গপাল সকল শস্যের লোভে দলে দলে সেই ক্ষেত্রে আগমন করিল। ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কার্য্য বোধে টুকারাম তাহা করিলেন না। তিনি আপন মনে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পক্ষীগণও নির্ব্বিঘ্নে শস্য সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল। এক মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। পরে ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া টুকারামকে বিস্তর লাঞ্ছনা করিল।

## পাপ স্বীকার।

সাধু আবতুল্লা বজ্যাজি পরলোক গমন করিলে পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল যেন সাধু অবনত মস্তকে অনবরত রোদন করিতেছেন। তিনি বলিলেন "হে মহাশয়! আপনি কি জন্য এরূপ বিমর্ষভাবে রহিয়াছেন"। সাধু বলিলেন "জীবনে যত প্রকার পাপ করিয়াছিলাম ভগবানের নিকট সে সকলই স্বীকার করিলাম এবং তিনিও নিজ দয়াগুণে সে সকল ক্ষমা করিলেন কিন্তু লজ্জার খাতিরে একটি পাপ স্বীকার করিতে পারি নাই, ভগবান আমার সে পাপটি ক্ষমা করেন নাই"। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "সে পাপটি কি?" সাধু বলিলেন একদিন এক অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রতি

কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহারই শাস্তি আজিও ভোগ করিতেছি।

## নিশ্চয় লাভ।

কালু স্বীয় পুত্রের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা ও তাহাকে ব্যবসা বাণিজ্যাদি শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে একদিন কয়েকটী মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন "যাও নগরে যাইয়া, নিশ্চয় লাভ হইবে, এরূপ দেখিয়া শুনিয়া কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনয়ন কর"। বাবা নানক তথাস্তু বলিয়া চলিলেন। কিন্তু তিনি কোন দ্রব্য খরিদ করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। নিশ্চয় লাভ হইতে পারে এরূপ দ্রব্য তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। এমন সময় তিনি এক সাধুকে দেখিতে পাইলেন। সাধুকে দেখিয়া নানক মনে মনে বিতর্ক করিলেন যে নিশ্চয় লাভের উপায় তো এই এক দেখিতেছি। এই মুদ্রা যদি আমি এই সাধু মহাত্মার সেবায় নিযুক্ত করি তবে যে আমার অর্থ ব্যর্থ হইবে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাবা নানক পিতৃদত্ত অর্থ দ্বারা সাধুসেবা করিলেন। কালু ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন।

## থিয়েটার।

বঙ্গ রঙ্গভূমি বেশ্যা লইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তব্য বোধে উচ্চরবে ঘোষণা আরম্ভ করিলেন, "থিয়েটার যাওয়া ভাল নয়"। "থিয়েটার যাওয়া ভাল নয়" হিন্দু সমাজ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া থিয়েটারে যাইতে

লাগিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ ঐ সকল হিন্দুকে আদর করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন "হায়! হিন্দু সমাজের কি দুরবস্থা"। ক্রমে থিয়েটার জনিত নানা প্রকার দোষও দেশ মধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িল। অনেক শিক্ষিত হিন্দুও ঐ সময়ে ব্রাহ্মদের সহিত একমত হইলেন। পিতা মাতা পুত্রদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ভাল লোক মাত্রেই এক প্রকার থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিলেন, এমন সময় পরম-হংস রামকৃষ্ণ "চৈতন্য লীলা" অভিনয় দেখিতে গেলেন।

---

অনেকে বলেন বিলাতে যখন স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় হইয়া থাকে তখন এদেশেও কেন না হইবে? মৃত পাদ্রী স্মিথ্ সাহেব বলিতেন "বিলাতে যে সকল স্ত্রীলোক থিয়েটারে অভিনয় করে তাহাদের চরিত্রে অনেকে সন্দেহ করে বটে কিন্তু কলিকাতায় যে সকল স্ত্রীলোক অভিনয় করে তাহাদের সন্দেহ করিতে হয় না, কেন না তাহারা জানিত বেশ্যা"।

---

ইংরাজী শিক্ষাগুণে দেশের সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সকলই যে ভাল হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। একে-বারেই যে সকলই ভাল হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। এস্থলে নবজাত শিশুকে বিনাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত তাহাদের পানে তাকাইয়া থাকা। এবং যতদূর সাধ্য তাহার ভিতরে সদ্ভাব উদ্দীপন—করা।

---

রাস্তার দুইধারে বেশ্যাগণ বিবিধ হাবভাব কটাক্ষ সহকারে বিরাজ করিতে থাকে। সে দৃশ্য অতি ভয়ানক ও স্মরাত্মক কিন্তু তাই বলিয়া কে না সেই পথ দিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া চলিয়া যায়।

কালিঘাটে মার বাড়ীতে কেবলই সকলে পয়সা চায়। পুরোহিত বল, ব্রাহ্মণ বল, সন্ন্যাসী বল, ফকির বল, দোকানী বল, পসারী বল, সকলেই কেবল পয়সা চায়। পয়সা পয়সা করিয়া কামড়াইয়া খায় তথাপি বল কোন ভক্ত হিন্দু কালিঘাটে না যেতে চায়। গোলাপে কণ্টক আছে বলিয়া কি লোকে গোলাপকে ফেলে দেয়।

গৃহস্থের বাটীর চারিধারে জীব জন্তু পশু পক্ষীগণ প্রকাশ্যে দৈহিক সুখে নিমগ্ন হয়, বল বল বালক বালিকা যুবক যুবতীগণ সে দৃশ্য হইতে কেমনে রক্ষা পায়?

আজ কাল কলিকাতা সহরে সকলেই থিয়েটারে যায়। অন্দরের মহিলারাও বাদ যায় না। ইহাকে নানা প্রকারে দোষ দিয়া ও এ স্রোত নিবারিত হইতেছেনা। থিয়েটারের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে সৎলোক মাত্রেরই অধিক পরিমাণে এখানে যাওয়া উচিত কেন না তাঁহারা না গেলে পরিণামে এখান থেকে বিষ নির্গত হইবে। ভগবানের লীলা বুঝা ভার। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মবন্ধু নৈতিক

ও বিশুদ্ধতার আদর্শ ভগবান রামকৃষ্ণ কেন যে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটারে যাইতে আপত্তি করেন নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু' এই মাত্র দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহার পর হইতে কোন সাধুলোক আর থিয়েটরে যাইতে তত আপত্তি করেন না।

---

দেশীয় যাত্রার ভিতর যে কি রস আছে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা বুঝিতেন না। আধুনিক ব্রাহ্মদিগের ভিতর এক্ষণেও যাত্রা শুনার অভ্যাস নাই। কিন্তু ভগবান রাম-কৃষ্ণের সঙ্গগুণে মহাত্মা কেশবচন্দ্র ইহার রসাস্বদন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন এবং শেষাবস্থায় নিজ বাটীতে যাত্রা দিয়া পরমহংস দেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

## দীন সাধক।

একটী দীন সাধকের বাটীতে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া এক বৈষ্ণব ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধক ওমনি গলায় কাপড় দিয়া যোড়হস্ত করিয়া বলিলেন "চাট্টি আলো-চাল আছে নিবেন"?

## রাম কৃষ্ণ দর্শন।

ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনে বিশেষ ঘটনা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি যাহাকে দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন সেই তাঁহাকে দেখিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে যাইতে পারে নাই। তোমার আমার কথা দূরে থাক্, সাধু যাঁহারা, বড়লোক ও গুণগ্রাহী যাঁহারা তাঁহারাও

তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। তিনিই অগ্রে দেখা দিয়াছেন তবেই লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

---

তিনি অগ্রে কেশবচন্দ্রকে দেখা দিয়া ছিলেন তাই কেশবের ন্যায় শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি পরে তাঁহাকে দেখিতে যান। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এক্ষণে আত্মগৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন যে তাঁহারাই তাঁহাকে সাধারণের নিকট প্রথম প্রচার ও প্রকাশ করিয়া দেন নতুবা সাধারণে তাঁহাকে চিনিত না কিন্তু বাস্তবিক তিনি অগ্রে আপনাকে কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত করিয়া ছিলেন পরে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে প্রচার করেন ইহাই সত্য ঘটনা।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষ গুণাকর হইয়াও অগ্রে পরমহংসদেবকে দেখিতে যান নাই। পরমহংস দেবই অগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে যান।

## সংসারীর অবস্থা।

কেহ ভগবান রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল সংসারী মানবের অবস্থা আপনি কিরূপ মনে করেন? তিনি বলিলেন—

রাণী টানেন কোল পানে
রাখাল টানে বন পানে
রাই টানেন নয়নে নয়নে
বল শ্যাম দাঁড়ায় কোথা?

সংসারী লোকের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ!

### গূঢ় কথা।

ধর্ম্মের গূঢ়ভাব কে বুঝিতে পারে? মহারাজ বলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল দান করিয়া অবশেষে পাতালে প্রবেশ করিলেন। আর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে একমুষ্টি শক্তু দানকরিয়া শচমুনি সদ্য বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন। কুন্তীর ন্যায় অসতী স্বর্গে গেল আর সাধ্বী সতী সীতাঠাকুরাণীকে পাতালে প্রবেশ করিতে হইল। তাই বলি ধর্ম্মের গূঢ় কথা কে বুঝিতে পারে?

### শচ মূনি।

শচমুনি বিশদিন উপবাসের পর একুশ দিনে একমুষ্টি শক্তু পাইয়াছিলেন। এমন সময় একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে অতিথী হইল। মুনি আনন্দ মনে সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে শক্তু মুষ্টি দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু একুশ দিন অনাহারে সেই দিনেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় এবং প্রাণ বিয়োগ হইবা মাত্র বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া মহা সমাদরে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

### সাধু সঙ্গের ফল।

ভগবান বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার ভক্তের সঙ্গ ও সেবা করে নিশ্চয়ই তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে"।

### ঈশ্বর কাহাকে ভাল বাসেন।

ভগবান বলিলেন, যেমন মায়াবী ব্যক্তির নিজ মায়াকৃত বস্তুতে দ্বেষ বা প্রীতি থাকে না, সেইরূপ কেহ আমার দ্বেষ্য

বা প্রিয় নাই, যে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাহাকে ভজনা করি।

## ভগবান নির্ব্বিকার।

"ভগবান্! আপনি নির্ব্বিকার; ঠিক বোধ হয় যেন আপনি করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক আপনি কর্ত্তা নহেন; যেন যাইতেছেন কিন্তু গন্তা নহেন এবং শুনিতেছেন কিন্তু শ্রোতা নহেন"।

## ব্রাহ্ম ও হিন্দুভাব।

একটী ব্রাহ্মিকা পরিচিত কোন ব্রাহ্মিকাকে হিন্দু ভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া লিখিলেন, "এবারকার মাঘোৎসবের কথা কি লিখিব, হাজার হাজার লোকের ভিড়, এরূপ জাগ্রৎ জীবন্ত উৎসাহ তুমি কি হিন্দু সমাজে দেখিতে পাও? হিন্দু সমাজ মৃত, শত শত নর নারী একত্র হইয়া ভগবানের উপাসনা করিতে উপস্থিত, এ সুন্দর দৃশ্য তুমি তথায় পাইবে না।— সুন্দরী এ পত্রের উত্তর দেন নাই কিন্তু তিনি তাঁহার মনের ভাব নিজ ডাএরিতে লিখিয়া রাখিয়াদিয়াছেন, পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা তাঁহার ডাএরি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—তারিখ কলাকাটা অমাবস্যা, স্থল-ভাগীরথীতীর; আহা কি সুন্দর দৃশ্য, হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় পারে শত সহস্র মানব একান্তমনে তর্পণ করিতেছে, আহা, এ দৃশ্যের তুলনা কোথা? ধিক্! শত ধিক্ আমায়! যে আমি ইহার মহিমা বুঝিতে পারিতাম না।"

## হিন্দুর জাগরণ।

"হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান শুনিলেই পৃথিবী হাসিয়া উঠে।" সে বলে তোমাদের পুনরুত্থানকারী ব্যবসাদারদের আমরা চিনি। আমরা ওরূপ পুনরুত্থান চাই না। হায়! পৃথিবী! তুমি কেবল উহাদেরই দেখ, ভগবান রামকৃষ্ণকে দেখ না কেন? ভিতরে ভিতরে যে কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়া যাই-তেছে, তাহার সন্ধান রাখ কি?

## নীচতা।

একটী সাধক বলেন, পূজার সময় লোকে দশ টাকার স্থলে শত টাকা ব্যয় করিতেছে কিন্তু তথাপি মানুষের তৃপ্তি নাই। ছেলের জামার উপর জামা, তাহার উপর ১টা ছাতী, জরির পোষাক প্রভৃতি কত পোষাকই হইল! কিন্তু দুঃখী বলিয়া কাঙ্গাল বলিয়া কেহ চাহে না। হায়! একখানি কাপড় বা একযোড়া জুতা যদি তোমার ছেলের কম হইত তাহাতে কি ক্ষতি ছিল? আপনার ছেলেকে যদি একটী জামা কম দিয়া ভাইপো কি ভাগিনেয়কে দিতে, তাহা হইলে কি তোমার ধর্ম্ম হইত না অধর্ম্ম হইত?

## তীর্থ মাহাত্ম্য।

একটী সাধক বলেন, যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই অধর্ম্ম, তাই লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারে না। সাদা চোকে দেখিতে গেলে ধর্ম্মকে দেখা যায় না। কেবল অধর্ম্মই প্রকাশ পায়। তাই আধুনিক শিক্ষিত বাবুরা তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হন না।

## তিনবার হরিনাম।

এক ব্যক্তি ধর্ম্মপিপাসু হইয়া সাধু কবিরকে দর্শন করিতে আসিয়া শুনিলেন মহারাজ সে সময়ে স্নান করিতে গিয়াছেন। তিনি দুঃখিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে কবীর পত্নী বলিলেন "আপনার কি কোন প্রশ্ন ছিল"? সে ব্যক্তি বলিল "হ্যাঁ মা! এই সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? তাহাই জানিতে আসিয়াছিলাম"। কবির পত্নী ভাবিলেন এ প্রশ্নের উত্তর আমিতো দিতে পারি এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলেন "আপনি প্রত্যহ তিনবার করিয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করিবেন তাহা হইলেই মুক্ত হইবেন"; সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। পরে আহারান্তে কবীর পত্নী স্বীয় স্বামীর নিকট সেই ঘটনা সমূহ প্রকাশ করিলেন। কবীর তাহা শুনিয়া দুঃখ মিশ্রিত গম্ভীরস্বরে বলিলেন "হায়! তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ, যে হরিনাম একবার উচ্চারণ করিলে জীব ভবার্ণব হইতে মুক্ত হয়, তুমি তাহাকে তাহা প্রত্যহ তিনবার করিয়া লইতে বলিয়াছ।

## হরিনাম।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে কোন দিন হরিনাম উচ্চারণ করা হইত কিনা জানি না। কিন্তু আমরা যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করিয়াছিলাম সে সময়ে এখানে হরিনাম উচ্চারিত হইত না বরং অনেকে হরিনাম করা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন।

## হরিনাম—যিশুনাম।

দেশীয় খৃষ্টানগণ হরিনাম করিতে কুণ্ঠিত নন। যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। ইহাদের বিশ্বাস ভগবান যিশু একমাত্র জগতের পাপ হরণ কর্ত্তা অতএব তিনিই প্রকৃত "হরি"।

## ব্রাহ্ম সমাজ।

বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজে যে হরিনামের ছড়াছড়ি দেখা যায় সে কেবল ভগবান রামকৃষ্ণের দয়া। তিনি কৃপা করিয়াই কেশবচন্দ্রকে হরিনাম মাতৃনাম আরো কত প্রকার মধুর নাম শিক্ষা দেন, তাই কেশব বিরচিত সেবকের নিবেদন এত মধুর ও সুন্দর হইয়াছে।

## হরিনাম পৌত্তলিকা।

কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্ম সমাজে হরিনাম মাতৃনাম প্রভৃতি নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সে সময়ে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিতর পৌত্তলিকতার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশে প্রচারক মহোদয়গণ প্রজাদিগকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ জানিত না যে স্বয়ং ভগবান তাঁহাদিগকে ঐ সকল নামে দীক্ষা দিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান রামকৃষ্ণের কার্য্য সকলই অলক্ষে। তিনি অলক্ষিতে ব্রাহ্মদিগের ভিতর হরিনাম মাতৃনাম প্রবেশ করাইয়াছিলেন বলিয়াই আজি

সাধারণ অসাধারণ প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাহ্মই আজ হরিনাম করিয়া থাকে।

## হরিনামে বিদ্বেষ।

একটী বন্ধু আক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন যে সাধারণ সমাজ হরিনামের প্রতি এত বিদ্বেষী কেন? বন্ধুবর বলেন "সাধারণ সমাজের সঙ্গীত পুস্তকে অপরের রচিত গীতও থাকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য গীতগুলির ভিতর যেখানে হরিনাম আছে, উদার ব্রাহ্মগণ সেখানে হরিনামটী কাটিয়া ব্রহ্মনাম লিখিয়াছেন"। আমরা কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত নহি। হরিনামের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভক্ত প্রহ্লাদের পিতার আমল থেকে আছে এবং চিরকালই থাকিবে।

## হরিনাম না ব্রহ্মনাম।

এইরূপ প্রবাদ যে কেশবচন্দ্র সদলে একবার হরিনাম করিতে করিতে পুরাতন ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের বাটীতে যান। বন্ধুগণ হরিনামের শব্দ শুনিয়াই স্ব স্ব বাটীর দ্বার বন্ধ করেন। কেশববাবু আরো উন্মত্ত হইয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া একজন ভক্ত ব্রাহ্ম নীরবে বাটীর ভিতরে থাকিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া ঊর্দ্ধবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন কিন্তু কেশববাবুর দল যতই "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন তিনিও ততই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ব্রহ্মনাম বল" "ব্রহ্মনাম বল"।

শুনিতে পাই এক্ষণে সেই ভক্তটী নাকি হরিনামে মাতিয়াছেন।

## মাতৃভক্তি।

চীনদেশ হইতে একটী মাতৃভক্ত পুত্রের সংবাদ আসিয়াছে। পুত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সাত বৎসর তিনি মাতার সমাধির নিকট বসিয়া মাতাকে ধ্যান করিবেন। মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। পুত্র যথার্থই আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছে। আহার নাই নিদ্রা নাই ঝড় নাই বৃষ্টি নাই সে আপন মাতার সমাধির নিকট বসিয়া আছে।

## মাতা না পিতা।

একবার দুর্গোৎসবে চারিদিন সাধারণ সমাজে উৎসব হয়। অনেকে মনে করিয়াছিল এবার বুঝি সমাজে মায়ের পূজা হইবে কিন্তু আশ্চর্য্য চারিদিন উৎসবের মধ্যে উপাসক বা আচার্য্য কেহই একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেন না।

## দরিদ্রদিগের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

কোন দয়ালু ব্রাহ্ম একবার একটী দরিদ্র কুষ্ঠরোগীকে আনিয়াছিলেন এবং তাহার কষ্ট লাঘব করিবার জন্য তাহাকে একটী খৃষ্টান আশ্রমে পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে সেই ব্যক্তিকে গাড়ি করিয়া আশ্রমে লইয়া যাইবা মাত্র আশ্রমের ভগ্নীগণ সাদর আলিঙ্গন দিয়া ক্রোড়ে করিয়া সেই রোগীকে ভিতরে লইয়া গেলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া ও পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া বাবুদের সম্মুখে যখন তাহাকে পুনরায় লইয়া আসিলেন তখন

কেহই তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এই ভগ্নীগণই "দরিদ্রদিগের কনিষ্ঠা ভগ্নী" নামে বিখ্যাত। কলিকাতা সহরে জলে তলে ইহারা এত বড় কার্য্য করিতেছেন অথচ কোন প্রকার আড়ম্বর নাই, ঢাক ঢোল বাজান নাই। ইহারা প্রায় ৬০ জন দরিদ্র অন্ধ ও অতুরকে রাজার হালে রাখিয়া প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্ত সেবা করিতেছেন। অথচ কলিকাতা-বাসী অতি অল্প লোকেই ইহাদের নাম শুনিয়াছেন।

## ধর্ম্ম কোথা।

একবার একটী ব্রাহ্ম প্রচারক জগন্নাথক্ষেত্রে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। পূরীতে একটী বিখ্যাত সাধু আছেন, প্রচারক মহাশয় তাঁহাকেও দেখিতে যান। সাধু বলিলেন "আপনি এদেশে কি জন্য আসিয়াছেন"। প্রচারক মহাশয় বলিলেন "আমি লোক সকলকে ধর্ম্মকথা বলিতে আসিয়াছি"। সাধু বলিলেন "কি বলিলেন, ধর্ম্মতো বলিবার জিনিস নয় উহা করিবার জিনিস্"।

## কুচবিহার বিবাহ।

যে কেশব ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাস করিয়া লন সেই কেশব কেন আবার নিজ কন্যার বিবাহকালে সেই আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন অনেকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে কেশব ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাস করান আর যে কেশব সেই আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন এ দুই কেশব এক কেশব নয়।

যে কেশব ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাস করান সে কেশব ভগবান রামকৃষ্ণকে দেখে নাই আর যে কেশব সেই আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন সে কেশব ভগবান রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। তাই উভয়ের কার্য্যের এত তারতম্য।

---

ভগবান রামকৃষ্ণ যাহাকে বিন্দুমাত্র কৃপা করেন সে কি আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু বা ব্রাহ্ম থাকিতে পারে। অনেকে মনে করেন কুচবিহার বিবাহ কেশব জীবনের একটী কলঙ্ক, আমরা বলি এটা তাহার জীবনে একটী ভগবানের বিশেষ দয়া। যদি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কেশবচন্দ্র এ কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে বিবাহের পরে আমরা তাঁহাকে নানা প্রকার বিলাসিতায় বিভূষিত হইতে দেখিতাম এবং তাঁহার জীবন অবশ্য মলিন হইয়া যাইত কিন্তু তাহা না হইয়া কেশব যে কেশব সে কেশব; বরং সহস্র গুণে উন্নত ও পবিত্র কেশব হইয়া গেল এ গূঢ় কথার মর্ম্ম কেহ কি বুঝিয়াছেন।

### ডাক্তার বার্ণাডো।

বিলাতের অনেক স্থলে এই মহাত্মা অনাথ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া "যুবক সহায় সমিতি" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। যুবক সহায় সমিতির শাখা পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চ ও মধ্যবিৎ বংশীয় আঠার বৎসরের ন্যূন যুবকগণ সমবেত হইয়া রুগ্ন, খোঁড়া, কাণা, বোবা, কালা

প্রভৃতি যে সকল অক্ষম মনুষ্য উক্ত মহাত্মার আশ্রমে আছেন তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য সাহায্য করিতে-ছেন। পাঠকদিগের মধ্যে যে কোন ১৮ বৎসরের ন্যূন যুবক ইচ্ছা করিলে এই সমিতির সভ্য হইতে পারেন। বৎ-সরে ছয় পেনি বা ন্যূনাধিক ছয় আনা চাঁদা দিলেই উক্ত সভার সভ্য হওয়া যায়। সভ্যগণ বিনা মূল্যে প্রতি মাসে এক একখানি যুবক সহায় সমিতি নামে সুন্দর পত্রিকা পাই-বেন।

## ধার্ম্মিকা রমণী।

২৪ পরগনার অন্তঃর্গত বাদুড়ে গ্রামে পাদ্রিসাহেবদিগের একটী বিদ্যালয় ও প্রচার ক্ষেত্র আছে কিন্তু এই বিদ্যালয় ও প্রচার ক্ষেত্রের ব্যয় কোথা হইতে আইসে শুনিলে পর পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। বিলাতে একটী ধার্ম্মিকা ধোপার কন্যা আছেন তাঁহারই উদেযাগে ও যত্নে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া মাসে মাসে এখানে খরচ চালান ও ইহার তত্ত্বাবধারণ করেন। ধন্য তাঁহার বিশ্বাস।

## দানভাণ্ডার।

কলিকাতায় ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল্ সোসাইটি নামে একটী সভা আছে। মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর এই সভার প্রতিষ্ঠা কালে লক্ষ টাকা দান করিয়া ছিলেন। এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব এই সভায় অর্থ দান করিয়াছেন। এই সভা হইতে কলিকাতাবাসী অনেক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান বিধবা

অনাথ অন্ধ ও অক্ষম ভদ্রসন্তান সন্ততিগণ মাসে মাসে অর্থা-নুকূল্য পাইয়া স্বাধীনভাবে দিন যাপন করিতেছেন।

### অনাথ আশ্রম।

পঞ্জাবের মুসলমানগণ সমবেত হইয়া তত্রস্থ ছোট লাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে পঞ্জাব প্রদেশের যে কোন স্থলে অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশু সন্তান পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে তাঁহারা ভরণ পোষণ ও শিক্ষাদান করিবেন। বঙ্গদেশে পরিত্যক্ত ও অনাথ শিশুদিগকে কেবল মাত্র পাদ্রিসাহেবগণ আশ্রয় ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্ম বাঙ্গালীগণ তোমরা কি তাহাদের কিছু করিতে পার না?

### ফরাসি ধার্ম্মিক।

মার্টিন নামে এক ফরাসী সৈনিক পুরুষ ভারতে আসিয়া অনেক দিন লক্ষ্ণৌয়ে বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হন। মৃত্যুর পর তিনি সেই সমুদয় টাকা দ্বারা তিনটী বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ করিয়া যান। একটী ফরাসীদেশে একটী কলিকাতায় ও একটী লক্ষ্ণৌয়ে। এই বিদ্যালয় সমূহ লা মার্টেনিয়ার নামে বিখ্যাত। এখানে দরিদ্র খৃষ্টান বালক ও বালিকাগণ বিনা ব্যয়ে ভরণ পোষণ ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

### মুসলমান সাধু।

"মোহামেড মসিন" এই মহাত্মা প্রকৃত পক্ষে একজন ফকির ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নী ও ভগ্নীপতি হুগলিতে

বাস করিতেন। ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া ছিল। কিন্তু উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত হওয়ায় ও তাঁহাদের অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মোহামেড মসিন উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন নাই। তিনি যে ফকির আজীবন সেই ফকির ছিলেন। সামান্য বসন ও সামান্য আহার দ্বারা তিনি আত্মরক্ষা করিয়া সমুদয় অর্থ দ্বারা সাধুসেবা ও পরোপকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি সমুদয় সম্পত্তি ইংরাজ রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তাঁহারই অর্থে অদ্যাপি হুগলি ইমামবারা, হুগলি কলেজ, কলিকাতার মাদরাসা ও অপরাপর মাদরাসা চালিত হইয়া থাকে।

## স্বজাতি প্রেম।

শ্রীরামপুর সহর পূর্ব্বে ডেন্‌স্‌দিগের অধিকারে ছিল। ডেন্‌স্‌গণ ইংরাজদিগকে ইহা বিক্রয় করে। বিক্রয় করিয়া সমুদয় সঙ্গতিপন্ন শ্রীরামপুর বাসী ডেন্‌স্‌গণ স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু দরিদ্র ডেনস্‌গণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিতে সক্ষম হইল না দেখিয়া স্বদেশানুরাগী ডেন্‌স্‌ ইংরাজ রাজার হস্তে একটী সম্পত্তি রাখিয়া যান এবং বলিয়া যান যে যদ্যাপি কখন কোন ডেন্‌স্‌বাসী অর্থাভাবে কষ্ট পায় তবে আপনারা এই অর্থ হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। অদ্যাপি হুগলি কালেক্টরি হইতে সেই টাকার সুদ হইতে দরিদ্র ফিরিঙ্গিগণ সাহায্য পাইয়া থাকেন।

## সাধু কার্য্যে বিঘ্ন নাই।

এলাহাবাদের সন্নিকটে এক সাধু যাইয়া দেখিলেন যে সে স্থলে বড় জল কষ্ট। চৈত্র বৈশাখ মাসে দরিদ্র পথিক ও অধিবাসীগণ জলাভাবে বড় কষ্ট পায়। দয়ার্দ্রহৃদয় সাধু সেই স্থলে একটী জলাশয় করিয়া দিবার জন্য অনেক বড় বড় লোককে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সাহায্য করিল না। সাধু অগত্যা আপনি সেই কার্য্য সমাধা করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু অর্থ নাই সহায় নাই একাকী তিনি কি করিবেন। তিনি ভাবিলেন আমি আর কিছু করিতে পারি আর নাই পারি আমি যতদিন বাঁচিব এই কার্য্য করিব। তিনি একাকী একখানি কোদাল লইয়া প্রত্যহ সেই স্থলের মাটী কাটীতে লাগিলেন। ক্রমে একটু গর্ত্ত হইয়া আসিল এমন সময় তথাকার মাজিষ্ট্রেট সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটী সাধু একাকী মাঠের মাটী কাটিতেছে। মাজিষ্ট্রেট বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিতেছেন। সাধু আপনার অবস্থা মাজিষ্ট্রেটকে জানাইল। মাজিষ্ট্রেট আরো বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না আমি এই খানে একটী পুষ্করিণী কাটীয়া দিব। সাধু তুষ্ট হইলেন। এক্ষণে আর সেখানে জল কষ্ট নাই। "নেহাভিক্রমনোশোস্তি"—গীতা ২।৪০।

## কর্ম্মীর দৃষ্টান্ত।

দরিদ্র ইংরাজদিগের ভরণপোষণ করিবার জন্য কলিকাতা সহরে আম হাউস (Alm house) নামে একটী বাটী আছে।

অক্ষম, রুগ্ন বা দুর্দ্দশাগ্রস্থ ইংরাজগণ এবাটীতে যাইলে সুখে থাকিতে পায়; কিন্তু কাহাকেও বসিয়া খাওয়ান হয় না। সকলকেই সাধ্য অনুসারে পরিশ্রম করিতে হয়। কেহ বা বাগানে জল দিতেছে কেহ বা রুটী প্রস্তুত করিতেছে। এই রুটী বাজারে বিক্রয় হয়। অনেক ইংরাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে এই বাটীতে আশ্রয় লয় এবং সুবিধামত কার্য্য জুটিলে চলিয়া যায়।

## ভ্রাতৃভাব।

ভরত রাম দর্শনে চিত্রকূট যাত্রা করিয়াছেন। পথি মধ্যে শুনিলেন শ্রীরাম সখা গুহক চণ্ডাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। অমনি ভরত, দূর থাকিতেই রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অগ্রসর হইয়া গুহককে অভিবাদন করিলেন এবং রামকে যেমন দেখিতেন তাঁহার বন্ধুকেও সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন। আমার প্রভুর এত কষ্ট বলিয়া ভরত কেঁদে আকুল, আপনার এখানে তিনি কোথায় ছিলেন? কোথায় বসিতেন? কোন পথ দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন প্রভৃতি গুহককে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং যে স্থলে রামের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন সেই স্থলে বিনয়-সহকারে প্রণাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

## হিন্দু নারী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার শীতকালে স্বীয় মাতাকে ছয় খানি লেপ পাঠাইয়া দেন। মাতাঠাকুরাণী স্বীয় গ্রামের দরিদ্রদিগের বাটীতে বাটীতে যাইয়া যাহার যাহার লেপ নাই

দেখিলেন তাহাদিগকে সেই লেপগুলি বিতরণ করিয়া স্বীয় পুত্রকে পত্র লিখিলেন "ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপগুলি অমুক অমুক দরিদ্রকে প্রদান করিয়াছি এক্ষণে তুমি বাটীর জন্য পুনরায় লেপ পাঠাইবে"।

ঐতিহাসিক ঘটনা।

যে কেশব মহারাণী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পার্শ্বে বসিয়াছিল, সেই কেশব শুধু পায়ে রাস্তায় রাস্তায় দরিদ্র কলুর বাটীতে কীর্ত্তন করিয়াছিল।

---

যে কেশব বক্তৃতাকালে পৃথিবীকে কাঁপাইয়া দিত সেই কেশব নীরবে পরমহংস রামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া থাকিত। যে কেশবের কথা শুনিবে বলিয়া পৃথিবীর লোক দৌড়িয়া আসিত, নিরক্ষর পৌত্তলিক রামকৃষ্ণের কথা শুনিবে বলিয়া সেই কেশব দৌড়িয়া যাইত।

---

কথিত আছে একবার পরমহংসদেব কেশববাবুকে কিছু বলিতে বলেন কিন্তু কেশবচন্দ্র সবিনয়ে বলেন "আজ্ঞে আপনার নিকট বসিয়া কিছু বলা আর কামারশালায় ছুঁচ বেচিতে যাওয়া একই কথা।

---

কেশবচন্দ্র যখন যুবক তখন পরমহংস রামকৃষ্ণদেব একবার আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। যুবক কেশবচন্দ্র তখন সেই দলে ছিলেন। পরমহংসদেব ব্রাহ্মদিগের উপাসনার ভাব

দেখিয়া বলিয়াছিলেন "কেবল ঐ ছেলেটীর ফাতনা নড়েছে, আর যত সব বসে আছে, সব যেন ঢাল তলোয়ার নিয়ে বসে রয়েছে"।

---

কেশবচন্দ্রকে ভগবান রামকৃষ্ণ যেরূপ ভাল বাসিতেন, এ পৃথিবীতে বোধ হয় তিনি তেমন আর কাহাকেও ভাল বাসেন নাই। তিনি কেশবকে অতি উচ্চস্থান দিতেন এবং দেহ ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন আমি দেখিতেছি যেন কেশব বালকবেশে এসে আমায় বলিতেছে "এস না" "এস না"।

## আত্মজ্ঞান।

একটী ব্রাহ্ম একবার নেপাল ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় রাত্রিকালে উপস্থিত হইয়া কোথায় থাকিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া একটী গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করেন। গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তন্মধ্যস্থ এক মহাপুরুষ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরে আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ?" তিনি বলিলেন "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী"। সাধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি বলিলে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে ! আমিতো এতকাল ধরিয়া সাধনা করিতেছি কিন্তু কৈ আজিও আমার আত্মজ্ঞান হৈল না আর ঐ অল্প বয়সে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেল"।

---

## অদ্ভুত প্রার্থনা।

মহম্মদের জ্যামতা বিখ্যাত ধর্ম্মবীর আলি একবার যুদ্ধে বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন। শত্রুগণ তাঁহার বক্ষের মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া বর্শা বিদ্ধ করিয়া দেন। বৈদ্যগণ সে বর্শা বাহির করিতে যায় কিন্তু আলি তাহার যন্ত্রণার ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন কোন মতে স্থির হইতে পারিলেন না। অতঃপর মহম্মদ বলিয়া দিলেন ওরূপে হইবে না, তিনি যখন প্রার্থনা করিতে বসিবেন তখন তোমরা অবাধে উহা বাহির করিয়া লইও উঁনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। পরিশেষে তাহাই করা হইল। ধর্ম্মাত্মা আলি প্রার্থনা করিতে করিতে এমনি বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলেন যে হাকিমগণ অবাধে তাঁহার বক্ষ হইতে বর্শা বাহির করিলেন, পরে ক্ষত মধ্যে ঔষধাদি প্রদান করিলেন কিন্তু তিনি তাহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

## দরিদ্রদিগের কনিষ্ঠ ভগ্নী।

"দরিদ্রদিগের কনিষ্ঠ ভগ্নীদের" আশ্রম দেখিতে এইরূপে গমন করিলাম।

ধর্ম্মতলার মোড়ে কালিঘাটের ট্রামওয়ে চড়িয়া চারি পয়সার টিকিট লইলাম। পুরাণ কলিকাতা ও ভবানীপুরের মধ্যস্থিত বিস্তৃত রাস্তাটীতে নামিলাম। এ রাস্তার নাম সারকুলার রোড। সারকুলার রোডের যে কোন স্থল হইতে সমান চলিয়া আসিলেও এখানে আসা যায়। আমরা পূর্ব্বমুখে বালিগঞ্জের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। বালিগঞ্জ

অতদূরও যাইতে হইল না। অল্পক্ষণ যাইয়াই বামদিকে বড় বাগানওলা একটী বাটী দেখিতে পাইলাম, যাহার দোতালার দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে Little Sisters of the poor "Home for the Aged." আমরা বাটীর দ্বার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। বাটীর দ্বার পার্শ্বস্থ গলিতে স্থিত। দ্বারে যথার্থই লেখা রহিয়াছে This gate is always open for Visitors. দর্শকদিগের জন্য এ দ্বার সকল সময়েই খোলা থাকে। একটু অগ্রসর হইয়া দেখি সম্মুখে একটী কাঁচের দরজা দক্ষিণদিকে একটী ভিক্ষার বাক্স ও বামদিকে একটী ঘণ্টার দড়ি। দড়ি ধরিয়া টানিলাম ওমনি ভিতরে পাঁচ ছয়টা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একটী ভগ্নী কাঁচের দরজাটী খুলিয়া আমাদের আহ্বান করিলেন এবং ভিতরে নির্জ্জনগৃহে বসিতে বলিয়া ভগ্নিটী চলিয়া গেলেন। ঘরটীতে যিশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি ও ক্রুশ, একটী টেবিল ও দুই চারিখানি চেয়ার ব্যতীত আর কিছুই নাই। পার্শ্বে দুইটী ঘর কেবল মাত্র নির্জ্জনতায় ভূষিত। অন্ধকার বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে একজন বসিবার উপযুক্ত একখানি আসন আছে। দেখিয়া বোধ হইল সেই সুন্দর ভগ্নি অনেক সময় সেই ঘরে একাকী বসিয়া থাকেন। প্রতি গৃহে এক একজন ভগ্নী আছেন, তাঁহারা রোগী-দিগের নিকট বসিয়া রোগীদিগের সেবা করেন কাহার কি অভাব তাহা সেইখানে থাকিয়া বুঝিয়া লন। এবং আব-শ্যক হইলে রোগীর নিকট দৌড়িয়া যান, যে রোগীর অভাব

অধিক বোধ করেন ভগ্নীগণ তাহারই নিকটে বসিয়া থাকেন এবং বসিয়া বসিয়া রোগীদিগের জন্য পুরাণ জামা প্রভৃতি সেলাই ও প্রস্তুত করিতে থাকেন। উপরে একটী সুন্দর ভজনা গৃহ আছে। যে সকল রোগীরা হাঁটীতে পারেন তাঁহারা সকল সময় সেইখানে যাইয়া আপন ইচ্ছামত উপাসনা করিয়া থাকেন। একজন আস্তে আস্তে সেইখানে যাইয়া দুপুরবেলা দুদণ্ড ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছে, একজন জানু পাতিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময় আমাদের সঙ্গী ভগ্নিটী আমাদিগকে সেই কক্ষ মধ্যে লইয়া গেলেন। যাইবার কালে ভগ্নিটী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন কোন প্রকার শব্দ না হয়। আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম, সে দৃশ্যের তুলনা নাই, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভগ্নিটী হাটু পাতিয়া নীরবে ধ্যান ও প্রার্থনা করিলেন আমরাও আমাদের ইষ্টদেবকে স্মরণ না করিয়া করিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং পরিশেষে যথার্থ হিন্দুর ন্যায় ইশার ক্রুশ ও মূর্ত্তির সম্মুখে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। এখানে সকল জাতীয় বৃদ্ধ আতুর ও পঙ্গুলোকদিগকে অতি যত্নে আজীবন রাখিয়া সেবা করা হয়। আমরা এখানে একটী বাঙ্গালী বৈষ্ণবী ও একজন ঢাকা নিবাসী বাঙ্গালীকে বাস করিতে দেখিলাম আর সকলে মুসলমান হিন্দুস্থানী ও ফিরিঙ্গী। হিন্দুদের জন্য এখানে কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই, তৎ ব্যতীত এখানে আর কোন অভাব দেখি-

লাম না। যাহারা বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্থ বা অন্য কোন প্রকার কঠিন পীড়া গ্রস্থ হইয়া পড়েন এবং যাহাদের সেবা করিবার কেহ নাই তাহারা এখানে আসিয়া রাজার-হালে বাস করিতেছে দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। আমাদের একান্ত অনুরোধ পাঠক পাঠিকাগণ একবার স্বচক্ষে এ দৃশ্যটী দেখিয়া আসেন কিন্তু সাবধান একটী কথা শিখাইয়া দি, দেখিও রিক্তহস্তে যাইও না; দুঃখী কাঙ্গালী-দিগকে সন্ন্যাসী ভগ্নীগণ সাধ্যমতে সুখে রাখিয়াছেন সত্য কিন্তু পাঠক, তুমিও যাইবার সময় ইহাদের জন্য যাহা কিছু পার হাতে করিয়া লইয়া যাইও।

### অদ্ভুত ভাব।

সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়, আম্র উঠিলে আম্র খাইতেন না। যখন আঁব খুব সস্তা হইত, তিনি বাজারে যাইয়া হাজার হাজার আম্র কিনিয়া আনিয়া জানিত দরিদ্র দিগকে অগ্রে খাওয়াইয়া পরে আপনি ভক্ষণ করিতেন।

### গুরুভাই।

গাজিপুরের বিখ্যাত সাধু পাহাড়ী বাবা বলেন, "গুরু ও গুরু ভাইকো এক জ্ঞান করনা চাহিয়ে।"

### ভ্রাতৃভক্তি।

ভরত নদী পার হইয়া পদব্রজে যাইতেছেন, সকলে যানা-রোহণ করিতে অনুরোধ করিল, তিনি বলিলেন "আমার প্রভু যিনি রাজরাজেশ্বর রাজা, তিনি এই পথে পদব্রজে গমন করিয়াছেন, আমি কি যানারোহণে যাইতে পারি?"

## নির্ভর কাহাকে বলে।

ভগবানের এক ভক্ত হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক ধোপা কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল। ভক্তের তাহা ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আপন মনে সেই কাপড়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ধোপা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত লগুড় হস্তে দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, ইতি-মধ্যে ভক্তের চৈতন্য হইল এবং সম্মুখে ধোপার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে এক লগুড় গ্রহণ করিল। ওদিকে গোলোকে গোলোকবিহারি হরি লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উত্থিত হইয়া "অপেক্ষা কর শীঘ্র আসিতেছি" বলিয়া লক্ষ্মীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার নিশ্চিন্ত মনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন একি এই তুমি ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেলে আবার এক্ষণেই যে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিলে? ঠাকুর বলিলেন, আমার এক ভক্ত সন্তান আমার নাম করিতে করিতে বিভোর হইয়া এক ধোপার বস্ত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মূর্খ ধোপা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাই আমি আমার ভক্ত সন্তানকে রক্ষা করিতে যাইতেছিলাম। লক্ষ্মী বলিলেন, তা আপনি তাহাকে রক্ষা না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কেন? ঠাকুর বলিলেন, তা রক্ষা করিব কি?

ঘরের বাহির হইয়াই দেখি, শালাও ধোপা হ'য়েছে শালাও এক লাঠি হাতে করিয়া ধোপাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

---

ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন, সত্যযুগে লোক শতসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকালে তিনদিনে লোকের কার্য্যসিদ্ধ হইবে।

---

আচার্য্যবেদী হইতে সুন্দর সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন, শ্রোতাদের কিন্তু তাহা এক কানদে ঢুকিয়া অপর কান দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহারা উপদেশের কথা ভুলিয়া গিয়া বাহিরে আসিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, শিবনাথ বাবু বড়লোক, প্রতাপ বাবু সুবক্তা শিরোমণি মহাশয় পণ্ডিত। খৃষ্টানদিগের গির্জ্জায়ও ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। বিলাতে এক ব্যক্তি নিউম্যান সাহেবের গির্জ্জায় গিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া সে বলিতে লাগিল "নিউম্যান সাহেব অতি বড়লোক। পরে আর একদিন সে ব্যক্তি বিখ্যাত পার্দ্রি স্পারজিয়নের গির্জ্জায় গিয়াছিল, কিন্তু সে দিন বাহিরে আসিয়া সে আর বলিল না যে, স্পারজিয়ন সাহেব কেমন লোক, সে দিন সে কেবলই বলিতে লাগিল "ভগবানই বড়, ভগবানই শ্রেষ্ঠ।"

বদ্ধজীব ও মুক্তজীব।

এক রাজা স্বীয় গুরুর নিকট প্রত্যহ "ভাগবৎ" শুনিতেন। গুরুদেব তজ্জন্য মাসে মাসে ১০০ টাকা বেতন পাইতেন।

অনেক দিন এইরূপে চলিয়া যায় এমন সময় হটাৎ একদিন রাজার মনে উদয় হইল যে, পরীক্ষিত মহারাজ তিন দিন মাত্র ভাগবৎ শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার মোক্ষ হইয়া গেল, আর আমি এতকাল ভাগবৎ শুনিলাম, তা কৈ আমার তো কিছু হইল না। রাজা আর ভাগবৎ শুনিবেন না। গুরুদেব যথা সময়ে পাঠ করিতে আসিলেন, রাজা বিনীতভাবে বলিলেন, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন নতুবা বৃথা "ভাগবৎ" শুনিয়া কি হইবে? গুরুদেব প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক্, এতদিন বেশ চলিতেছিল, হঠাৎ আবার এ কি কথা? তিনি ভাবিয়াই আকুল, কিন্তু শিষ্যের নিকট অপ্রতিভ না হইয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ ও অতি সামান্য কথা ও আমি আপনাকে আর এক সময় বুঝাইয়া দিব, এক্ষণে পাঠের সময় পাঠ হউক। রাজা অগত্যা রাজী হইলেন। পরদিন যথা সময়ে আবার গুরুদেব পাঠ করিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন, আজ্ঞে আমি আর পাঠ শুনিব না, অগ্রে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। গুরুদেব সে দিনও সাহসে ভর করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে ও অতি সহজ কথা আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিব, এক্ষণে পাঠের সময় পাঠ হউক।" রাজা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ক্রমে তিন চারি পাঁচদিন ঐরূপে কাটিয়া গেল, অবশেষ রাজা একদিন জোর করিয়া ধরিয়া বসিলেন, যে প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তিনি আর ভাগবৎ শুনিবেন না। গুরুদেব অনেক প্রকারে বুঝাইলেন যে, এক্ষণে পাঠের সময় পাঠ হউক কিন্তু রাজা কিছু-

তেই সম্মত হইলেন না। গুরুদেব মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, ভাল মহারাজ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি কাল দিব। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। সে দিন আর পাঠ হইল না। ব্রাহ্মণ চিন্তায় অস্থির হইয়া বাটী চলিয়া গেল। বাটীতে যাইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা কয় না, খায় না দায় না, যেন কেমন কেমন। ব্রাহ্মণী দেখিয়াই বুঝিল যে, ঠাকুর কোন বিপদে প'ড়েছে। সে বলিল ঠাকুর তোমার কি হ'য়েছে আমায় বল না। অভিমানী ঠাকুর কাহারও কাছে ছোট হন না, তিনি বলিলেন তুমি স্ত্রীলোক তোমায় কি বলিব। ব্রাহ্মণী কোনমতে ছাড়ে না, অগত্যা ঠাকুর মহাশয় ব'লে ফেল্লেন যে, রাজা প্রশ্ন ক'রেছেন,—পরীক্ষিত মহারাজ তিন-দিন ভাগবৎ শুনে মুক্ত হ'লো আর আমি এতকাল শুনিতেছি আমার কিছু হয় না কেন? ব্রাহ্মণী বলিল, "আপনি কেন গঙ্গাতীরে যে পরমহংস বাবা আছেন তাঁকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করুন না?" ব্রাহ্মণ বলিল, "সে এর কি জানে, কিবা উত্তর দিবে, আমরা পণ্ডিত আমি এর একটা উত্তর দিব এখন তার আর ভাবনা কি?" ব্রাহ্মণী নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল ব্রাহ্মণীর কথা মন্দ কি, একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন, সে কি বলে। ব্রাহ্মণ পরমহংস বাবার নিকটে গেল, কিন্তু ছোট হইতে পারিল না, সে অহঙ্কার সহকারে তাঁহার নিকট যাইয়াও বলিল, এ অতি সোজা কথা,

বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে কেন না, আমরা অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, তবে কি না জানিতে এলাম তুমি কি বল।” পরমহংস বাবা তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া বলিলেন, “আপনি পণ্ডিত আপনার অজানিত কিছুই নাই, আপনি গুরু আমি শিষ্য, আপনাকে আর কি বলিব, তবে রাজা মহাশয় যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এক প্রকার উত্তর দিতাম আপনাকে আর কি উত্তর দিব। গুরুজী আহ্লাদে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিলেন “তা বাবা বেশ বলেছ, এ অতি সামান্য কথা, এর উত্তর দিতে আমাদের আর সময় লাগে না, তা ভাল রাজা যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন তো তুমি উত্তর দিতে পারিবে! পরমহংস বাবা বলিলেন “তা দেখা যাবে”। পরদিন গুরুদেব যথাসময়ে রাজসভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। গুরুজী বলিলেন “ও অতি সামান্য কথা ওর উত্তর আমি আর কি দিব। এই গঙ্গাতীরে “পরমহংস বাবা” নামে আমার যে একটী চেলা আছে আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন সে উহার উত্তর দিবে এখন।” রাজা তাহাই করিলেন। পরমহংস বাবা বলিলেন মহারাজ আমায় যদি এক মুহূর্ত্তকাল রাজসিংহাসনে বসিতে দেন, তবে আমি আপনার উত্তর দিব”। রাজা বলিলেন “তথাস্তু”। পরমহংস বাবা রাজসিংহাসনে বসিয়া আজ্ঞা করিলেন যে “রাজাকে ও তাঁহার গুরুকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন কর”। ভৃত্যগণ তাহাই করিল। রাজা বন্ধন সহ্য করিতে না

পারিয়া স্বীয় গুরুকে বলিলেন মহাশয় আপনার শিষ্যকে বলিয়া আমাকে আল্‌গা করিয়া বাঁধিতে বলুন। গুরু বলিলেন "মহারাজ আমি নিজেও যে আবদ্ধ রহিয়াছি"। একথা শুনিবা মাত্র পরমহংস বাবা সকলকার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন "মহারাজ উত্তর পেলেন তো"। রাজা বলি-লেন "কৈ কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না"। পরমহংস বাবা বলিলেন মহারাজ আপনিও বদ্ধ আপনার গুরুদেবও বদ্ধ কাজেই আপনাদের পাঠে কোন ফল হয় না। পরীক্ষিত মহারাজের কথা যে বলিলেন। সে সতন্ত্র কথা। পরীক্ষিত মহারাজ স্বয়ং ছিলেন মুমুর্ষু ও মুমুক্ষু এবং তাঁহার পাঠক ছিলেন জীবন মুক্ত পুরুষ স্বয়ং শুকদেব। তাই তাঁহার এত শীঘ্র ফল হইয়াছিল।

## সোজা কথা।

এক ব্যক্তির একটী ভৃত্য ছিল সে গভীর রাত্রিতে উঠিয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিত। একদিন বাবু বলিলেন দেখ হোরে! তুই যখন রাত্রিতে উপাসনা করিতে উঠিবি আমায় ডাকিস্ তো, আমিও তোর সঙ্গে উপাসনা করিব। ভৃত্য বলিল আজ্ঞে আপনার উপাসনা করিতে হইবে না। যার বাহ্যে পায় সে আপনি জাগে কাহাকেও জাগাইয়া দিতে হয় না।

## ভগবানের কার্য্য।

সম্মুখ সমরে অগণ্য ভারত সেনা দেখিয়া ভীত হইয়া সুলতান মামুদ ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "হে

ভগবান! যদি আমি জয়লাভ করি, তো শত্রু শিবির লুণ্ঠন করিয়া যে কিছু ধন রত্ন পাইব তাহা আপনাকে দিব”। দৈব-যোগে সুলতানই সে বার জয়লাভ করিলেন। সৈন্যগণ লুণ্ঠন করিয়াঅসংখ্য ধনরাশি আনিয়া স্তূপাকার করিল। সুলতান বলিলেন “এসমুদায় ধন দরিদ্রদিগকে দান কর”। সকলেই এবাক্যে আপত্তি করিল। অগত্যা সুলতান সেইখান দিয়া একটী পাগলকে যাইতে দেখিয়া বলিল “ঐ পালগটীকে ডাকিয়া আন ও যেরূপ বলিবে আমি সেইরূপ করিব”। সকলে তাহাই করিল। পাগল বলিল “মহারাজ তুমি এ ধন ভগবানের কার্য্যে ব্যয় কর”। সুলতান তথাস্তু বলিয়া সমুদয় ধন ফকির ও সাধুদিগকে বিতরণ করিলেন।

## নপুংসক।

এক সাধু একবার পলাইয়া গিয়া এক নপুংসকের গৃহে বিমর্ষভাবে বাস করিয়াছিল। কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল “আপনি এখানে কেন”? তিনি বলিলেন “ইহারা না পুরুষ না স্ত্রী, ধর্ম্ম বিষয়ে আমিও না পুরুষ না স্ত্রী, না আছে পুরুষের বিশ্বাস না আছে আমাতে স্ত্রীলোকের কোমলতা”।

## ভ্রান্ত বিশ্বাস।

এক ব্রাহ্মণ অনেক কষ্ট করিয়া একটী বাগান প্রস্তুত করিয়াছিল। দৈবযোগে একদিন এক গরু আসিয়া বাগানের অনেকগুলি বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ রাগে অন্ধ হইয়া গাভীকে উত্তমরূপ প্রহার করিল। গাভী মরিয়া গেল, সকলে

ব্রাহ্মণ গোহত্যা করিয়াছে বলিয়া তাহাকে নিন্দা করিল ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইল না। সে ভাবিল আমার দোষ কি, ভগবান আমাকে যেরূপ কার্য্য করাইতেছেন আমি তাহাই করিতেছি। তিনিই কর্ত্তা তিনিই প্রভু, তিনি যাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, নতুবা মনুষ্যের সাধ্য কি যে একটী সামান্য কার্য্য করে। ব্রাহ্মণ কোন মতেই আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিতে চায় না। ভগবান দেখিলেন মহা বিপদ, ব্রাহ্মণ তো কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছে না, অতএব ইহাকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভগবান এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন "বাঃ বেস বাগানটী—এ বাগানটী কাহার বাপু"? ব্রাহ্মণ বলিল "আজ্ঞে আমার"। ভগবান বলিলেন 'তা তোমার মালীটীও দেখি উত্তম, কেমন সুন্দর ক রে ফুলগাছ গুলি পুতিয়াছে"? ব্রাহ্মণ বলিল "আজ্ঞে ওসব আমিই দেখাইয়া দিয়াছি স্বয়ং দাঁড়াইয়া পোতাইয়াছি"। ভগবান বলিলেন "বটে! তা বেস্! বেস্!" আবার কিয়ৎদুর যাইয়া পুষ্করিণী দেখিয়া ভগবান বলিলেন "বা! বা! এখানে পুকুর কাটীতে যে বলিয়াছিল সে অতি বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ বলিল "আজ্ঞে ও আমারই মতে হইয়াছে, এ বাগানে যাহা কিছু দেখিতেছেন, সে সকলই আমি নিজে সকালে বিকালে বহু পরিশ্রম ও যত্নসহকারে প্রস্তুত করিয়াছি। ভগবান বলিলেন বাপু, সকলই তুমি আপনি করিয়াছ, তবে

কি কেবল গোহত্যা করিবার সময় ভগবান আসিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণের চৈতন্ত হইল।

## অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ।

অর্জ্জুন মনে করেন তাঁহার ন্যায় ভক্ত আর নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে গেলেন। পথি মধ্যে তাঁহারা দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ তলোয়ার হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মাঠের উপর বসিয়া শুষ্ক ঘাস ভক্ষণ করিতেছে। অর্জ্জুন বলিলেন ঠাকুর! এ আবার কি ব্যাপার? ঐ ব্রাহ্মণ দেখিতেছি ঘোর অহিংসাপরায়ণ, জীয়ন্ত ঘাসও খাইতেছে না, শুষ্কঘাসই খাইতেছে, কিন্তু ইহার হস্তে আবার হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুরদিগের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রহিয়াছে কেন? ভগবান বলিলেন উহাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এ তলোয়ার তিন জনের মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য রাখিয়াছি—১ম প্রহ্লাদের, কেন না সে আমার প্রভুকে বার বার কষ্ট দিয়াছে। ২য়—দ্রৌপদীকে কেন না, সে আমার প্রভুকে পাতের উচ্ছিষ্ট খাওইয়াছে এবং ৩য়—অর্জ্জুনকে কেন না, তাহার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার ঠাকুরকে সে কিনা সারথি করে।

## বিলাতী ধর্ম্মভাব।

এক ব্যক্তি রিপুকর্ম্ম রিপুকর্ম্ম করিয়া হাটখোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পটলডাঙ্গায় কিন্তু এক ব্যক্তি আজি দুইদিন ধরিয়া একটী রিপুকর্ম্ম খুজিতেছে কিন্তু পাইতেছে না।

বিলাতে আবার এ অবস্থার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে বিশ্বাসী ও কাজের লোক সহজে মিলে না। অনেকে লোকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল পান না। বড় বড় সহরে মজুর ও মুটের জন্য কনট্রাক্টর নিযুক্ত হয় কিন্তু কনট্রাক্টরগণ কমিশনরূপে দুঃখী মজুরদের সারাংশ গ্রহণ করে, গরীব মুটেয় খাটিয়া মরে কিন্তু উপযুক্ত বেতন পায় না। দরিদ্রদিগের এই অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত মুক্তিফৌজ শ্রম বিনিময় ( Labour Bureau ) নামে একটা আফিস খুলিয়াছে। যাহাদের লোকের আবশ্যক তাহারা আপনাদের নাম ধাম কিরূপ লোকের আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ে ঐ আফিসে সংবাদ দিলেই যথাসময়ে লোক পাইবেন। পল্লীগ্রামেও লোকের আবশ্যক হইলে এই আফিস হইতে লোক পাঠান হয়। মুক্তিফৌজ দ্বারা প্রেরিত লোক সকল যেখানে যাইতেছেন সেই স্থানেই শ্রমদক্ষ বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া প্রশংসা পাইতেছেন। এই আফিস দ্বারা অনেক দুঃখী লোকের উপকার হইতেছে।

## তীর্থ স্থানের মাহাত্ম্য।

এক ব্যক্তি হাজার টাকার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া কালীঘাটে দেবীকে প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে স্বপ্ন হইল "হে ভক্ত তুমি আমায় হাজার টাকার অধিক দিলে আমি কিন্তু তোমার নিকট এক আনার অধিক পাই নাই"।

ভক্ত আশ্চর্য্য হইলেন। পরে অনুসন্ধানে বুঝিলেন যে হাজার টাকার অলঙ্কার তিনি কলিকাতায় প্রস্তুত করাইছিলেন, দেবীর পীঠস্থানে মধ্যে সে টাকা ব্যয় হয় নাই, তাই দেবী স্বীকার করেন নাই। যে এক আনা মাত্র ডালী কালীঘাটে ক্রয় করিয়াছিলেন দেবী কেবল তাহারই প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।

## প্রকৃত প্রচার কিরূপ ?

বিখ্যাত সাধু সেব্রানলার একবন্ধু বেশ্যাশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেব্রানওলা কোনমতেই তাহাকে সেই কুকার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলেন না এবং অবশেষ নিরুপায় হইয়া যে পথ দিয়া আপন বন্ধু বেশ্যালয়ে যায়, একদিন সন্ধ্যা-কালে সেব্রনেলা সেইদিকে নদীমধ্যে আকণ্ঠ জলে বসিয়া রহিলেন এবং স্বীয়বন্ধুকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভয় নাই বন্ধু ভয় নাই! তুমি সুখে বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন করগে আমি তোমার জন্য সারারাত এখানে বসিয়া প্রার্থনা করিব এখন"। সেব্রানলা যথার্থই তাহাই করিলেন, তিনি সারারাত ভগবানের চরণে কাতরে স্বীয় বন্ধুর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রাতঃকালে তাহার বন্ধু বেশ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন যথার্থই তাঁহার ধার্ম্মিক বন্ধু তথায় বসিয়া প্রার্থনা করিতে-ছেন। এই দৃশ্যে তাহার মন আকর্ষিত হইল এবং সেইদিন হইতে তিনি পরিবর্ত্তিত হইলেন।

## ধর্ম্ম কোথা।

দুই ব্যক্তি বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল এক স্থলে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ হইতেছে। একজন বলিল "এস ভাই আমরা এইখানে বসিয়া খানিকক্ষণ ভাগবৎ শুনি" অপর জন বলিল "ভাগবৎ শুনিয়া কি হইবে, চল আমরা বেশ্যালয়ে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করি। প্রথম জন রাজী হইল না, সে ভাগবৎ শুনিতে বসিল। অপর জন বেশ্যালয়ে চলিয়া গেল। বেশ্যালয়ে যাইয়া কিন্তু তাহার আমোদ করা হইল না, সে কেবলই ভাবিতে লাগিল "যে আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি মহাপাপী! আমার বন্ধু এক্ষণে কেমন সুখে ভাগবৎ শুনিতেছে আর আমি এখানে আসিয়া কি পাপ কার্য্যই করিয়াছি। ওদিকে যে ব্যক্তি ভাগবৎ শুনিতে বসিয়াছিল, সে ভাবিতে লাগিল হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কেন ভাগবৎ শুনিতে বসিলাম, আমার বন্ধু এক্ষণে না জানি কত আমোদ করিতেছে আর আমি এখানে বসিয়া কি শুষ্ক শাস্ত্র কথা শুনিতেছি।" পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন যে, প্রথম ব্যক্তি ভাগবৎ শুনিতে বসিয়াও বেশ্যাগমনের ফললাভ করিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বেশ্যালয়ে যাইয়াও ভাগবৎ শ্রবণের ফল পাইল।

## অদ্ভুত বিলাতী সাধুতা।

লণ্ডনের পূর্ব্বভাগে যত মুটে মজুর মাতাল ও বেশ্যার বাস। এখানকার বাড়ী ঘর ও রাস্তাগুলি ছোট ছোট ও অতি অপরিষ্কার। এখানে একঘরে শৃগাল কুকুরের ন্যায়

অনেকগুলি লোক বাস করে। ময়লার তো কথাই নাই, ঘরে মাছি ভ্যান ভ্যান করিতেছে। ছারপোকা মোশা চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এখনকার অধিবাসীরা মদ খাইয়া মারামারি করিতেছে, ঘরের মধ্যে নেকার করিতেছে এবং নানাপ্রকার বীভৎস ব্যবহার করিতেছে। ভদ্রলোক এ পথে চলিতে পারে না। বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখন তিনি এই পল্লী দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বন্ধুগণ রীতিমত পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এই পল্লীর মধ্য দিয়া লইয়া যান। এক্ষণে মুক্তিসেনার রমণীগণ এই জীবন্ত নরক স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ভগবানের কৃপাবলে অনেকদূর কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহারা এই পল্লীর মধ্যে আপনাদিগের বাসা করিয়াছেন এবং রাত্রদিন এই পল্লীর মধ্যে বাস করিতেছেন, পল্লীস্থ পীড়িতদিগকে সেবা করিতেছেন, শিশুসন্তানদিগকে আদর করিয়া কোলে লইতেছেন, মাতার স্থায়গৃহদ্বার পরিষ্কার করিয়া সুন্দর শয্যা করত শিশুটীকে তাহার উপর শয়ন করাইতেছেন এবং সকলকার উপর প্রেম করিয়া সকলকেই শিক্ষা দিতেছেন যে "হে পাপী নর নারীগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস কর যে, ভগবদ্ভক্তের কোন কষ্ট নাই।" তাঁহারা স্বহস্তে মার্জ্জনী লইয়া পল্লীস্থ সমুদায় বাটী পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিতেছেন এবং প্রত্যেক গৃহের রমণীদিগকে দয়াময়ী মাতা ও ভগ্নীর ন্যায় সমুদায় সাংসারিক ব্যাপারে সহায়তা করিতেছেন এবং

ইহাদের স্বর্গীয় ব্যবহারে অনেকে ইহ'দিগকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেছেন। ইহারা তাহাদের জন্য তাহাদের ন্যায় দরিদ্র হইয়া তাহাদের মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন, সামান্য আহার, সামান্য বেশভূষা, সকল বিষয়েই সামান্য কিন্তু ইহা-দের মুখে এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আছে, যাহাতে সক-লেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে এবং এইরূপে এমন কত মাতাল গেঁজেল, আফিনখোর, বেশ্যাসক্ত ও বেশ্যা আমাদের দেশে যাহাদের কোন পুরুষে উদ্ধার হইবার আর আশা নাই, এরূপ কত শতলোক আবার পবিত্র ও উদ্ধার হইয়া যাই-তেছে। এই রমণীগণ "ইতরদিগের ভগ্নী" ( Slum sisters. ) নামে বিখ্যাত।

## দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী।

১ লা মাঘ হইতে প্রায় ১৫ মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সুন্দর উৎসব হইয়া থাকে, এ সময়ে দেশ বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্ম কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলকারই এই সময়ে একবার কলিকাতায় আসিয়া যোগদান করা উচিত। আমরা ভারতবাসীর সমুদায় ব্রাহ্ম-দিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, তাহারা যেন একবার এই উৎসবে যোগদান করেন এবং সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করি, তাহারা যেন এই সময়ে একবার ভগবান রামকৃষ্ণের সাধন ভূমি কলিকাতার সন্নিকট দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাটী দেখিয়া যান। হাটখোলার ঘাটে যে সে নৌকা ⁄৫ দিলে ঐ উদ্যানে নামাইয়া দিবে। প্রাতে বা

বৈকালে ৩ টার পর হইতে মন্দিরের দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। অগ্রে আসিলে পুণ্যভূমি পঞ্চবটী তলায়, যেখানে বসিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ সাধন করিয়াছিলেন সেই-খানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। ভগবান যেখানে বসিয়া কৃপাবিতরণ করিতেন, সেখানেও বসিয়া থাকিতে পারেন, চাই আপনার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ও ধ্যান করিতে পারেন। সঙ্গীত জানিলে সেখানে বসিয়া গান করিতে পারেন। সন্ধ্যার পর দেবীর আরতি হয়। এ দেবীকে সাধক মাত্রেরই একবার দেখা উচিত কেন না, এই দেবীকেই প্রথমাবস্থায় ভগবান রামকৃষ্ণ পূজা করিতেন, এই দেবীকেই পূজা করিতে করিতে, তিনি সময়ে সময়ে এমনই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, যে বাহিরে দেখিতে তিনি স্পন্দহীন, সংজ্ঞাহীন কিন্তু তাঁহার হাত অনবরত এমন আরতী করিতেছে ও ঘণ্টা বাজাইতেছে যে, তাহার আর বিরাম নাই, বাহিরে ঢুলীগণ বাজাইতে বাজাইতে কাতর হইয়া পড়িতেছে, তথাপি আরতী আর থামে না, অতঃপর দেখা গেল, তিনি সমাধিস্থ। এস্থল সামান্য স্থল নহে, ধর্ম্ম পিপাসু সাধক! তোমার মতের সহিত ঐক্য হউক আর নাই হউক, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি যে ভাবে হউক একবার এস্থল অবশ্য দেখিও।”

### পৌত্তলিকতা নহে।

প্রাচীন হিন্দুগণের সহিত আধুনিক শিক্ষিত সাহেব ও বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুগণ ঐ সকল সুন্দর আচার ও ব্যবহার

গুলিকে কু-সংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন। সেকালে হিন্দুগণ মাঝে মাঝে যেখানে দেবালয় দেখিতেন সেইখানেই নমস্কার করিতেন এক্ষণেও অনেক হিন্দু ট্র্যামওয়ে গাড়ীতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নমস্কার করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক খৃষ্টানগণও পথে যাইতে যাইতে সম্মুখে গির্জ্জা দেখিলে মস্তকের টুপী খুলিয়া চলিয়া যান। সাম্যবাদী তুমি ইহাকে কু-সংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করিবে কিন্তু জানিও এ কু-সংস্কারের বশবর্ত্তী কেবল অজ্ঞ হিন্দুগণ নহে কিন্তু গুণী জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও বিখ্যাত শাসনকর্ত্তাগণ এ কু-সংস্কারের বশীভূত।

## রামকৃষ্ণ উপাসক।

শিবরাত্রীর পর যে দ্বিতীয়া, সেই দ্বিতীয়ার পর যেদিন রবিবার পড়ে, সেই দিন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাটীতে একটি সাধারণ উৎসব হয়। গত বৎসর প্রায় ১২ সহস্র লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল, ঐ দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাই, কয়েক বৎসর তিনি ঐদিনে ভক্তদিগকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা ঐ আনন্দে যোগ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভক্তেরা সকলের সুবিধারজন্য দ্বিতীয়ার পর রবিবার দিন ঐস্থলে প্রকাণ্ড উৎসব করিয়া থাকেন। সকলেই ঐদিনে ঐ উৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন। কোন খরচ নাই কেবল গেলেই হইল। ভগবানের হাট খোলাই আছে। পাঠক তোমাকে আমার নিমন্ত্রণ

করা রহিল, তুমি ঐদিনে, অবশ্য ঐখানে যাইও। ভগবানের বিচিত্র লীলা দেখিতে পাইবে, জন্ম সার্থক হইবে।

### একখানি পত্র।

মুক্তিফৌজ বর্ত্তমান খৃষ্টান সমাজের একখানি জ্বলন্ত চিত্র। যিনি খৃষ্টান সমাজের আর একখানি জ্বলন্তচিত্র দেখিতে চান আমরা তাঁহাকে বালীগঞ্জের সন্নিকট "ক্রিকরো" নামক গলির প্রান্তভাগে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বমুখী অট্টালিকাতে প্রবেশ করিতে বলি। নিকটে যাইলেই দেখিতে পাইবেন বড় বড় অক্ষরে একটী বাটীতে লেখা আছে "Little Sisters of the Poor." 'দরিদ্রদিগের কনিষ্ঠাভগ্নী"। দ্বারে লেখা আছে "This gate is always open for the Visitors." দর্শকদিগের জন্য এই দ্বার সকল সময়েই খোলা আছে। আর একটু অগ্রসর হইলে তুমি গৃহ মধ্যে যাইবার দ্বার পাইবে, সেখানে একটী ঘণ্টা আছে, তুমি (যে হও না কেন) একবার সেই ঘণ্টাটী বাজাও অমনি বাটীস্থ সমুদয় গৃহে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে এবং একটী ভগ্নী আসিয়া তোমাকে ভিতরে লইয়া যাইবে পরে যাহা ঘটিবে স্থানান্তরে প্রকাশিত একজন দর্শকের পত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

### প্রশ্ন।

কথায় বলে একবার রুগী আর বার রোজা। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে একবার মনুষ্য যে পাপ করে পুনরায়, বার বার, সে পাপে কেন আবার সে লিপ্ত হয়? জন্মান্তরেও সে পাপের হস্ত হইতে কেন সে রক্ষা পায় না?

## অলৌকিক কাণ্ড।

একবার নবদ্বীপের কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত উত্তরপাড়ায় কোন প্রাচীন জমিদারের নিকট আসিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন নিকটে এক ব্যক্তি তাঁহাকে শুনাইয়া হরিদাসের গুপ্তকথা পাঠ করিতে ছিল। পণ্ডিত মহাশয় এ অবস্থা দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টস্বরে জমিদার বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— মহাশয় এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিতেছেন, আজ বাদে কাল মরিতে হইবে এক্ষণে আর হরিদাসের গুপ্তকথা পড়িয়া কি হইবে, এক্ষণে "রামায়ণ মহাভারত পাঠ করুন"। সরল স্বভাব জমিদার বাবু বলিলেন "মহাশয়! বলিতে কি রামায়ণ না হবে তো বিশবার পড়িয়াছি কিন্তু কৈ কিছুতেই তো কিছু হৈল না"? পণ্ডিত মহাশয় এ কথায় আর উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন কথাতো বড় মিথ্যা নয়, আমি যে এতকাল ধরিয়া শাস্ত্র পাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিলাম ফলে আমারই বা কি হইল, কৈ কিছুই তো নয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হইল যে পরপারে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাটীতে শুনিয়াছি এক পরমহংস আছেন, ভাল একবার দেখিয়াই আসি না কেন তাঁহারই বা কতদূর হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ পার হইয়া পরমহংস দেবের নিকট আসিলেন। পরমহংসদেব তখন শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন সম্মুখে নীচে কলিকাতা হইতে অনেকগুলি

ভদ্রলোক যাইয়া বসিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় মনে করিয়া ছিলেন পরমহংস বাবা বুঝি ছাই মেখে আগুণ জ্বেলে বসিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া যখন তিনি দেখিলেন যে একটী পরিষ্কার গৃহে একটা পরিষ্কার মানুষ বসিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টস্বরে বলিলেন "কিহে! তুমিই পরমহংস নাকি? তা বেস্! বেস্! পরে শয্যা প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন আবার খাট আছে, গদি আছে তা বেস্! বেস্! পরমহংসদেব মহাশয় হাঁসিতে হাসিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তাঁহাকে গৃহস্থ ছবিগুলির প্রতি দেখিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ তথাপি না বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল "আবার ছবিও আছে। পরমহংস মহাশয় পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা জুতা জামা প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ এক একটা করিয়া দেখে আর বলে তা বেস! বেস! তুমি পরমহংসই বটে"। পরে পরমহংসদেব যথায় বসিয়া ছিলেন তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট ঘেসিয়া বসিয়া ভদ্রলোকদিকে বলিতে লাগিলেন "আমার পরমহংস দেখার সাধ মিটিয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি আপনারা সকলেই ভদ্রসন্তান, অতএব আপনাদিগকে বলি আপনারা এরূপ পরমহংস দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। পরে পরমহংস কাহাকে বলে, পরমহংসের অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রীয় অনেক ভাল ভাল শ্লোক আওড়াইয়া ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে সম্মুখে যাহা দেখিতেছ তাহা পরমহংস নয় কেবলই প্রতারণা ও ভণ্ডামি। পরমহংস

মহাশয় এতাবৎ কোন উত্তর করেন নাই, নীরবে সকল কথা শুনিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল পণ্ডিত মহাশয় কথা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন "ভাল আজ আমার সকল দেখাই হইল, তবে দিনটা আর বৃথা যায় কেন, যাই সন্ধ্যা করিয়া আসি"। পণ্ডিত মহাশয় নদীতীরে সন্ধ্যা করিতে গেলেন, মুখ হাত ধুইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন পরে সন্ধ্যা করিতে বসিলেন কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা কে জানে, পণ্ডিত মহাশয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং দ্রুতপদে ব্যাকুল অন্তরে পুনরায় পরমহংসদেবের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন যে পরমহংস মহাশয় সমাধিস্থ। পণ্ডিত মহাশয় করযোড়ে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে তুমিই ভগবান তুমিই ভগবান আমায় ক্ষমা কর বলিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন।

## লালাবাবু।

আহা! লালাবাবুর কি অদ্ভুত বৈরাগ্য! অতুল সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে একখানি ইটকে মস্তক রাখিয়া তিনি ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। এক ব্যক্তির প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। সে বলিল সকলই ছেড়েছ কিন্তু এক্ষণেও বিলাসিতা ছাড়িতে পার নাই। লালাবাবু বুঝিতে পারিয়া মাথার ইটখানি ফেলিয়া দিলেন।

## বৈরাগ্য।

এক মুসলমান সাধক একখানি ইষ্টকের উপর মস্তক রাখিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে তাহার মস্তকের নিকট সয়তান দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাধু সয়তানকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি আমার নিকট কেন ?" সয়তান বলিল "তোমার মস্তকের নিম্নে যে ইষ্টকখানি রহিয়াছে সেখানি যে আমার সম্পত্তি তাহা কি জান না।" পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তিই আমার যত দিন তাহার বিন্দু মাত্র তোমার নিকট থাকিবে ততদিন আমিও তোমার নিকট থাকিব নিশ্চয় জানিও।" সাধু একথা শুনিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং তিনি স্বীয় মস্তকের নিম্ন হইতে ইষ্টকখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।" সয়তান বলিল ' তুমি এক্ষণে সুখে নিদ্রা যাও আমি চলিলাম"।

## ব্রাহ্ম সোলন।

হিন্দুভাব ও ব্রাহ্মভাব দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। একটীর জন্ম পূর্ব্বে ও অপরটীর জন্ম পশ্চিমে। একটী প্রাচীন ও অপরটী অপেক্ষাকৃত নূতন বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক এ দুইটী চিরকাল প্রত্যেক নর নারীর ভিতরে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এক সময়ে হিন্দু ভাবাপন্ন ও অপর সময়ে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তবে যাহার যে ভাবের প্রাবল্য থাকে, তিনি সেই ভাবাপন্ন লোকের সহিত মিলিত হইয়া পরিচয় দেন,

এ জন্যই কেহ হিন্দু ও কেহ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হন। প্রাচীন গ্রাস ও রোম দেশের লোকের ভাবগতিক দেখিলে অনেকটা হিন্দুর সহিত ঐক্যতা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরেও ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন লোক ছিল না, আমরা তাহা বোধ করি না। পণ্ডিত ফেলিস্ ও পণ্ডিত সোলনের সাক্ষাৎকার বিষয়ে পাঠ করিলে একজনকে হিন্দু ও অপর জনকে ব্রাহ্ম না বলিয়া থাকা যায় না। পণ্ডিত ফেলিস্ আজন্ম বিবাহ করিলেন না, কিন্তু সোলন স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একবার পণ্ডিত সোলন দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া মিলিটাস নামক স্থানে পণ্ডিত ফেলিস কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইলেন। উভয়ের এই প্রথম দেখা, সোলন বন্ধু কর্ত্তৃক সাদর অভ্যর্থনা ও সেবায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং সাদর আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বিবাহ করেন না কেন?" ঘর কন্না করিতে দোষ কি? পণ্ডিত ফেলিস সে সময়ে সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু পরদিন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে শিখাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। অপরিচিত পরিচয় দিল যে, সে দশদিন যাবৎ এথেন্স নগর হইতে আসিয়াছে। পণ্ডিত সোলন্ স্বদেশের সংবাদ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানকার খবর কি? অপরিচিত আপন শিক্ষানুসারে বলিল, সেখানকার বিশেষ সংবাদ কিছু নাই, তবে নিমতলার ঘাটে একদিন ভারি ভিড় দেখিয়াছিলাম। একটী যুবক মরিয়াছিল তাহাতে সহর শুদ্ধ লোক কাতর হয়ে তাহাকে

সমাধিস্থ করিতে আসিয়াছে। শুনিলাম তাহার পিতা নাকি খুব বড়লোক, খুব পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলে বিখ্যাত। তিনি অথায়ঁনাই, এক্ষণে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে-ছেন"। পণ্ডিত সোলন এই কথা শুনে, উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অভাগার নাম জানিতে চাহিলেন। অপরিচিত বলিল, "আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমার মনে হইতেছে না, তবে এই মাত্র আমার স্মরণ আছে যে, সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, তাহার পিতা সহর মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও সাধুলোক।" পণ্ডিত সোলন এই কথাতে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিয়া ফেলিলেন, "সোলন পণ্ডিতের ছেলে নয় তো?" অপরিচিত বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ"। সামান্য নর নারীগণ পুত্রশোকে যেরূপ পাগল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, কথিত আছে, এই সংবাদে সোলনও সেইরূপ বিষাদিত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত ফেলিস তদ্দর্শনে সোলনের নিকট যাইয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সোলন! এই জন্যে আমি বিবাহ করি নাই।" সোলনের তাহাতেও শোক যায় না, তখন তিনি খুলিয়া বলিলেন যে, এ সংবাদ সকলই মিথ্যা, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি এই অপরিচিত ব্যক্তিকে মিথ্যা শিখাইয়া আনিয়াছিলাম। সোলন শান্ত হইলে পর, তিনি মিষ্টস্বরে বলিলেন, ভাই সোলন! যে বিবাহ তোমার ন্যায় ধীর পণ্ডিতকেও অধীর করিয়া তুলে সেই বিবাহ না করা'ই ভাল।

## হিন্দু সোলন।

সার্ডিস নগরের নরপতি ক্রোসাস্ বিখ্যাত পণ্ডিত সোলনকে একবার নিজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। পণ্ডিত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিত অনেকগুলি দাস দাসী দ্বারা পরিবৃত্ত এক একটী লোককে দেখিয়া প্রত্যেককে ক্রোসাস্ মনে করিতে লাগিলেন। অতপর তাঁহাকে রাজসমীপে লইয়া যাওয়া হইল। পণ্ডিত দেখিলেন যে, রাজা নানাপ্রকার বিলাসীতায় বিভূষিত। জগতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য ও রমণীয়, জগতে যাহা কিছু মূল্যবান ও দুর্ল্লভ সমুদায়ই তথায় উপস্থিত। কিন্তু পণ্ডিত, সে সকল মূল্যবান মণিমুক্তাদি দেখিয়া কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হইলেন না এবং কোন দ্রব্যেরও সুখ্যাতি করিলেন না বরং ভাবগতিকে সেই সকল পদার্থে অনাদর প্রকাশ করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে নিজ কোষাগারের দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতকে সমুদায় রত্নাদি দেখাইলেন এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অপেক্ষা সুখীলোক আপনি কি কোথাও দেখিয়াছেন?" পণ্ডিত বলিলেন, "হ্যাঁ দেখিয়াছি, এথেন্স্ নগরে টেলাস নামে একজন সরল ব্যক্তি ছিল, তাহার কোন অভাব ছিল না এবং সে উপযুক্ত পুত্রাদি রাখিয়া স্বদেশ রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করে। তাহার ন্যায় সুখীলোক এ জগতে আমি দেখি নাই"। এত ধন দৌলতের অধিকারীকে সুখী না বলিয়া, একজন সামান্য লোককে সুখী বলাতে, রাজা মনে মনে পণ্ডিতকে চাষার মধ্যে গণ্য করিলেন। কিন্তু মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া তিনি

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর কোন সুখীলোক দেখিয়াছেন কি?" পণ্ডিত বলিলেন, "হ্যাঁ দেখিয়াছি" ক্লীওবিস্ ও বিটন নামে দুই ভ্রাতা ছিল, ভাতৃভাব ও মাতৃ-ভক্তির জন্য তাহারা বিখ্যাত। অশ্বাভাবে একবার তাহারা তাহাদিগের মাতার গাড়ী দু-ভায়ে নিজে টানিয়া দেবমন্দিরে লইয়া গিয়াছিল। সমুদায় লোক তাহাদিগকে এ ব্যবহারে ধন্য২ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা আমোদ প্রমোদ করিয়া সে রাত্রে যে নিদ্রিত হইল আর জাগরিত হইল না। রাজা, এ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আপনি কি আমাকে সুখীমনে করেন না?" পণ্ডিত বলিল, "না, যত দিন মানুষ জীবিত থাকে, তত দিন সুখী বলা যায় না. কে জানে, কোন দিন কি ঘটিবে।" রাজা এ কথায় তখন তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু অল্প দিন পরে, তিনি এ কথার মূল্য বুঝিতে পারি-লেন। এক যুদ্ধে তিনি পরাস্থ হইলেন এবং যখন শত্রুগণ তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, তখন তিনি পণ্ডিতের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "হায় সোলন্! সোলন্!"

## অলৌকিক ঘটনা।

কথিত আছে, যখন সিসিরো নামক বিখ্যাত বক্তা জন্ম-গ্রহণ করেন, তখন এক নিশাচর আসিয়া ধাত্রীর নিকট প্রকাশ করে যে, এ বালক ভবিষ্যতে ভারি বড়লোক হইবে।

## অধ্যাবসায়।

কথিত আছে, বিখ্যাত বাগ্মী ডিমসথেনিস্ সাধন অব-স্থায় নির্জ্জনে বাস করিতেন, লোকালয়ে যাইতেন না এবং

পাছে লোকালয়ে যাইতে ইচ্ছা হয়, এ কারণ তিনি আপনার মস্তক অৰ্দ্ধ নেড়া করিতেন। এ অবস্থায় কাহারো সহিত দেখা করিতে স্বাভাবিক তাঁহার লজ্জা হইত।

## সম্মান।

লোকে রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি সন্মান পাইবার জন্য কত যত্ন করে কিন্তু প্রকৃত মনুষ্য উহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করেন না। কথিত আছে এক সময়ে স্বদেশবাসীগণ জুলিয়স সিজরকে বিশেষরূপ সন্মান চিহ্ন প্রদান করিবার জন্য মুরুব্বিদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। মুরুব্বিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন না। এবং তাহাদিগকেও বিশেষরূপ সম্মান করিলেন না এবং যখন তাহারা আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল তখন তিনি বলিলেন ‘ আমাকে আর উপাধি দিবার প্রয়োজন নাই। বরং আপনারা আমার দুই চারিটী উপাধি কমাইয়া দিউন তাহাতে ক্ষতি নাই”।

## সহিষ্ণুতা।

এক নিন্দুক সভামধ্যে পেরিকিলিস্‌কে বিদ্রুপ করিতেছেন। পেরিকিলিসের তাহা ভ্রুক্ষেপ নাই। সভা ভঙ্গের পর পেরিকিলিস্‌ বাটী আসিতেছেন সে ব্যক্তিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্রূপ করিতে২ চলিল। পেরিকিলিস্‌ তাহাতে বিন্দু মাত্র বিরক্ত হইলেন না। সে ব্যক্তিও কোন মতে থামিল না, সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্রূপ করিতে করিতে চলিল। পরি-

শেষে পেরিকিলিস্ বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিলেন এবং আলো আনিয়া সেই পশ্চাৎস্থিত বিদ্রূপ-কারীকে পথ দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

## সুচিন্তা।

বিখ্যাত সেকেন্দর সাহা ভারত আক্রমণকালে যে দুই সম্প্রদায় সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় উলঙ্গ থাকিতেন এবং গুরু শিষ্য সকলে প্রত্যহ আহার করিতে বসিয়া পরস্পর আলোচনা করিতেন। সে দিবস কে কি সংকার্য্য করিয়াছে, এবং যদি কেহ ভালরূপ আত্ম হিসাব দিতে না পারিত তবে সে দিন সে আহার করিতে পাইত না।

## হরি ভক্তের মহিমা।

যাহারা মিথ্যাচার পরায়ণ ও অনাশ্রমী, তাহারাও যদি হরি ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সকল লোক পবিত্র করিতে পারে। যেমন দিবাকর উদিত হইয়া সকল লোককে প্রকাশিত করে, সেইরূপ হরিভক্ত ব্যক্তি ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকে"। গরুড় পুরাণম্।

## নাম সংকীর্ত্তন।

হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে যে পুরুষের শরীর পুলকিত হয় না, সেই ব্যক্তির শরীর শববৎ জ্ঞান করিবে। গরুড় পুরাণম্।

## যমরাজ ও হরিভক্ত।

যদি যমদূত হরিভক্তদিগকে যমপুরে লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন যমরাজ পাশহস্ত স্বীয় দূতদিগের কর্ণমূলে বলেন "তোমরা শীঘ্র এই হরিভক্তদিগকে পরিত্যাগ কর, কেন না আমি সকল মনুষ্যের অধীশ্বর হইলেও হরিভক্তদিগের উপর আমার কোন অধিকার নাই"। গরুড় পুরাণম্।

## ভগবৎ উক্তি।

স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, যদি দুরাচার ব্যক্তিও অন্য কাহাকে ভজনা না করিয়া কেবল আমারই আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিবে এবং সেই ব্যক্তিই সম্যক্ প্রকারে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাচরণ করিয়াছে, ইহাও ভাবিতে হইবে। ঐ

## অমৃত ফল।

এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটী মাত্র অমৃত তুল্য ফল আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রথম হরিভক্তি এবং দ্বিতীয় হরি ভক্ত জনের সমাগম। ঐ

## হরি ভক্তের লক্ষণ।

যাহারা হরিভক্ত, তাহারা স্ত্রী পুত্রদিগকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকে।

## নমস্কারের ফল।

সুত কহিলেন, যিনি মুক্তির কারণ, যাঁহার আদি, অন্ত ও জন্ম নাই, সেই অব্যয় ও অক্ষয় হরিকে যে ব্যক্তি নমস্কার করেন সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকের নমস্য হইতে পারেন। ঐ

## নাম কীর্ত্তন।

'যদি কোন অবশ ব্যক্তিও নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই পুরুষ তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব প্রকার পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যেমন সিংহের হস্ত হইতে মৃগ পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ হরিনাম কীর্ত্তনে পাপী মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ

## কীর্ত্তনের ফল।

যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক "হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি" এইরূপে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা কখনও যমপুর দর্শন করে না। ঐ

## একটী মহৌষধ।

সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাদিগের বিষ প্রতিকারের একমাত্র হরিনামই মহৌষধ। ঐ

## সহজ পথ।

সত্যযুগে নারায়ণকে ধ্যান করিবে, ত্রেতাযুগে ঐ নারায়ণ নাম জপ করিবে, দ্বাপরযুগে হরির অর্চ্চনা এবং কলিযুগে কেবল হরিনাম স্মরণ করিবে। তাহা হইলেই নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ঐ

## হরি নাম উচ্চারণ।

যিনি "হরি" এই দুইটী বর্ণ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেন, সেই ব্যক্তি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। ঐ

## গুপ্তকথা।

যখন পাপিষ্ঠলোক নরকে পচ্যমান হয়, তখন যমরাজ তাহাদিগকে বলেন "তোমরা সর্ব্বক্লেশ নাশন কেশবের অর্চ্চনা কেন কর নাই" ?

## সূতের উক্তি।

সূত কহিলেন, আমি সর্ব্বশাস্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতে আমার এই যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, যে কেবল নারায়ণকেই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। ঐ

## যুগ নির্ণয়।

যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগ ও সত্যযুগের ন্যায় এবং যিনি নিজ চিত্তে অচ্যুতকে স্মরণ করেন না তাহার পক্ষে সত্যযুগও কলিযুগ তুল্য।

## মুক্তির উপায়।

নারদ বলিলেন ঠাকুর! যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি এই সংসারে কাম ও ক্রোধ, শুভ ও অশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ভগবান্! সেই ব্যক্তি কি কার্য্য করিলে ক্ষণকালে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইতে পারে ?—মহাদেব বলিলেন—নারদ! যে বিষ্ণুর মায়াতে তৃণাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্ব্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই নারায়ণের প্রভাবে যদি কেহ জ্ঞানী হইতে পারে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

## সাধ্বী সতী।

পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক নামে কুষ্ঠরোগগ্রস্থ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। ব্যাধিগ্রস্থ বলিয়া মনে বিন্দু মাত্রও ঘৃণা করিতেন না। দুষ্ট কৌশিক সর্ব্বদাই তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন তথাপি সাধ্বী অনসূয়া ভর্ত্তাকে দেবতা বোধে শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিতেন না। একদিন বেশ্যালয়ে যাইতে দুষ্টের অভিলাষ হইল। সাধ্বী অনসূয়া বহুধন সমভিব্যাহারে স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া গেল।

## মাতৃভক্তি।

মাতৃভক্তি পরায়ণা এক বিবির বৃদ্ধমাতা বাতরোগাক্রান্ত হইয়াছিল। দরিদ্রা মাতৃসেবায় দিন যাপন করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া আসিল। সকলে কুমারীকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল। উপযুক্ত পাত্রও উপস্থিত হইল। কিন্তু বিবাহ করিলে মাতার কষ্ট হইবে, তাঁহার সেবা হইবে না, ভাবিয়া কুমারী বিবাহ করিল না। অর্থাভাবে তিনি চতুর্দ্দিকে ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং মাতাকে খাওয়াইয়া সমস্ত দিন তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন বৃদ্ধার গির্জ্জায় উপাসনা করিতে যাইবার অভিলাষ হয়। কিন্তু কিরূপে যাইবেন? তাহার উঠিবার সামর্থ নাই তিনি একাকী সেজন্য বিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়

তাঁহার কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যা মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইল। পরে ক্রন্দনের কারণ জানিতে পারিয়া মাতাকে আশস্থ করিল। পরদিন দেখা গেল কুমারী একখানি কেদারার উপর স্বীয় পঙ্গু মাতাকে বসাইয়া অতি কষ্টে আপনি সেই কেদারাখানি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। এবং একেবারে লইয়া যাইতে পারিতেছে না বলিয়া পথিমধ্যে এক একবার নামাইতেছে।

## বিপদে হরিনাম।

"আপদ কালেও যাহার হরিভক্তির কিঞ্চিৎ মাত্র অন্যথা ভাব না হয়, কখনও সেই ব্যক্তি প্রীতি বিষয় ভোগে পরিভ্রষ্ট হয় না"।

## আত্ম মাহাত্ম্য।

"আত্ম লাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই"।

## হরিনাম কখন করিবে।

জন্তুগণ বাল্যকালে পিতৃ মাতৃময় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পিতা মাতার অধীন থাকে, যৌবনে প্রিয়াতে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্রে অনুরক্ত, তবে মূঢ়গণ কখন আত্মময় হইবে?

## পাশাবদ্ধ জীব।

লৌহ দারুময় পাশবদ্ধ পুরুষ বিমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পুত্র দারা ময় পাশবদ্ধ পুরুষ কদাপি মুক্ত হইতে পারে না।

গাজিপুরের পাহাড়িবাবা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কোন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের যিনি আচার্য্য তিনি মনুষ্য নন তিনি অবতার।

---

পরমহংস রামকৃষ্ণের কোন শিষ্য তির্ব্বতে গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে একখানি ঠাকুরের Photo ছিল। তির্ব্বতবাসী সাধু লামাগণ সেই প্রতিমূর্ত্তিকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেন। একটী মঠে সেই প্রতিমূর্ত্তি খানি চাহিয়া লয় এবং বিবিধ সুগন্ধযুক্ত ধুপ ও দীপ দ্বারায় লামাগণ সেই মূর্ত্তির পূজা করেন। তাঁহারা বলেন, এ ভগবানের মূর্ত্তি, তোমরা এ মূর্ত্তিকে ম্লেচ্ছ বিদ্যা দ্বারা তুলিয়াছ কেন?

---

ভগবান রামকৃষ্ণ কোন প্রকার নেশা করিতেন না। কেবল তামাক খাইতেন। তিনি বলিতেন "কলিতে মানুষে একটা না একটা নেশা না হইলে থাকিতে পারিবে না। তা তোরা আর কি নেশা করিবি, তোরা তামাক খাস্"। কামিনী কাঞ্চনের নেশা যাহাদিগকে ধরিয়াছে, তাহাদের কিন্তু এ নেশার আবশ্যক নাই।

## নারদের শিক্ষা।

নারদকে শিক্ষা দিবার জন্ত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, ব্রাহ্মণবেশে এক মহাসমৃদ্ধিশালী ধনির বাটীতে অতিথী হইলেন। অতিথী দেখিয়া দ্বারবান্ সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, "ঠাকুর! আপনারা ভালোয় ভালোয়

চলিয়া যান, নতুবা আমার প্রভু শুনিলে এক্ষণেই মহা চটিয়া উঠিবেন এবং আপনাদিগকেও অপমান করিবেন।" নাছোড় বান্দা ঠাকুর বলিলেন "না, না, তোমার প্রভু কখনই বিরক্ত হইবেন না, তুমি তাঁহাকে সংবাদ দাও, তিনি এত অতুল ধনের অধিপতি, আর আমরা দুটী অনাহারী ব্রাহ্মণ, তিনি অবশ্যই আমাদের সেবা করিবেন"। দ্বারবান অগত্যা যাইয়া স্বীয় প্রভুকে সংবাদ দিল, "যে দ্বারে দুটী অনাহারী ব্রাহ্মণ অতীত আসিয়াছে এবং আপনাকে সংবাদ দিতে বলিতেছে"। প্রভু অতিথীর নাম শুনে রেগে দৌড়ে এসে সজোরে ঠাকুরকে প্রহার ক'রে বল্লে, "বেরো শালারা! তোদের জন্ত আমি কি ভাত রেঁধে রেখেছি নাকি?" মারখেয়ে, ঠাকুর আস্তে আস্তে উঠে বলিলেন "বাপু! আমরা চলিলাম, কিন্তু তোমার ঐশ্বর্য্যের উপর আরো ঐশ্বর্য্য হউক"। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ শুনে, নারদ মহাবিরক্ত হয়ে বল্লেন "আপনার এ কিরূপ ব্যবহার? যে ব্যক্তি আপনাকে প্রহার করিল, আপনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তাহার ঐশ্বর্য্যের উপর ঐশ্বর্য্য হউক?" ঠাকুর কোন কথা প্রকাশ না করে বল্লেন "কাজ কি নারদ! লোকের সঙ্গে বিবাদ করে কি হবে, চল আমরা অন্যত্র অতিথী হইগে"। নারদ তাহাই বুঝিলেন। পরে তাঁহারা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া অতিথী হইলেন। ব্রাহ্মণের পরিবার মধ্যে আপনি, আপনার স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী পুত্রবধু ছিল, কিন্তু কুড়িদিন অনাহারের পর, আজি একুশদিনে চাট্টি অন্ন জুটিয়াছে।

তাহারা পাত করিয়া ভোজন করিতে যাইতেছে এমন সময় তাহাদের বাটী অতিথী যাইয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ, ওমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া অতিথীদের পা ধুয়াইয়া দিল, পরে গললগ্নবাসে বলিল আমরা সপরিবারে আজি একুশদিন অনাহারী আছি, অদ্য চাট্টি অন্ন জুটিয়াছে, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া ভক্ষণ করিতে যাইতেছি, এমন সময় আপনারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তা আমি আপনাদিগকে আমার অংশ প্রদান করিতেছি, আপনারা তাহাই ভক্ষণ করুন্। ব্রাহ্মণী বলিল, "সে কি কথা, আমি মরিলে ক্ষতি নাই, আপনারা আমার অংশটী ভোজন করুন"। পুত্র বলিল, "তাহা কি হয়, উপযুক্ত পুত্র থাকিতে পিতা মাতাকে অনাহারে মরিতে দিতে পারি না, অতএব আপনারা আমার অংশটী গ্রহণ করুন"। পুত্রবধু বলিল, "তাহা হবে না, আমি মরিলে কোন ক্ষতি হবে না, আপনারা আমার অংশটী ভক্ষণ করুন"। ঠাকুর সেই কথা শুনে, পুত্রবধুর পাতাখানি টেনে নিয়ে বসিলেন, তাহার পর সে থানি এক নিশ্বেসে সমাপ্ত করে শেষ বলিলেন, "কৈ আমার ক্ষুধার তো নিবৃত্তি হইল না।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আর একটী অংশ দিলেন। ঠাকুর সে থানিও থেয়ে ফেলিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি তথাপি হইল না, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে আর একথানি পাত্র দিলেন। ঠাকুর সে থানিও থেয়ে ফেলিলেন এবং তাহাতেও ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়াতে অবশিষ্ট পাতাথানিও থেয়ে ফেলিলেন। শেষ সকল অন্ন ব্যঞ্জনগুলি থাওয়া হইলে

পর ঠাকুর তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "আমার পেট ভরে গেছে" এবং শেষ বিদায়কালে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তোমার ছেলেটা যেন আশু মরে"। আশীর্ব্বাদ শুনে, নারদ মহা চটে-বল্লে, "এ তোমার কি অদ্ভুত ব্যবহার?" যে তোমায় প্রহার করিল, তাহার ঐশ্বর্য্যের উপর ঐশ্বর্য্য হইবে আর যে, তোমায় ভক্তিভরে সেবা করিল, তাহার পুত্রটী আগে মরিবে, এ কেমন তরা কথা?" ঠাকুর বলিলেন, নারদ তাহার যত ঐশ্বর্য্য বাড়িবে ততই সে অতিথী সাধুভক্তকে প্রহার করিবে এবং তাহাতে সে অধঃপাতে যাইবে, আর এ ব্যক্তির মন পুত্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছে অতএব ইহার পুত্র মরিলে পর এ আমাতে অনুরক্ত হইবে এবং আমাতে অনুরক্ত হইলে উহার মোক্ষ হইবে।

## নারদের দর্পচূর্ণ।

নারদের ভক্তাভিমান চূর্ণ করিবার জন্য, ভগবান বলিলেন, নারদ অমুক গ্রামে যাও আমার এক পরম ভক্ত দেখিতে পাইবে"। নারদ তথায় যাইয়া দেখিলেন, এক কৃষক প্রাতেঃ উঠিয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়া আপন ক্ষেত্রে গেল। আহারের সময় বাটীতে আসিয়া আর একবার হরিনাম উচ্চারণ করিল। পুনরায় বৈকালে ক্ষেত্রে যাইবার সময় একবার হরিনাম উচ্চারণ করিল, আবার ক্ষেত্র হইতে বাটী আসিয়া আর একবার হরিনাম উচ্চারণ করিল। নারদ সমস্ত দিন তাহার বাটীর বাহিরে থাকিয়া ভাবিল, এ ব্যক্তি ধ্যান করে না,

জপ করে না, ধর্ম্মভাব ইহার কিছুই নাই অথচ ঠাকুর ইহাকে পরম ভক্ত বলিলেন কেন? ঠাকুর নারদের কথা শুনিয়া বলিলেন 'নারদ এই দুগ্ধপূর্ণ পাত্রটী লইয়া তুমি একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আইস, কিন্তু দেখিও দুগ্ধ যেন উথলিয়া পড়িয়া যায় না। নারদ তাহাই করিল, ঠাকুর বলিলেন, "নারদ! এই ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি আমায় কয়বার স্মরণ করিয়াছিলে? নারদ বলিল, না আমি একবারও আপনাকে স্মরণ করিতে পারি নাই, আমার মন দুগ্ধের দিকেই ছিল। পাছে দুধ পোড়ে যায়, এই ভয়ে আমি বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, আপনাকে একবারও স্মরণ করিতে পারি নাই। ঠাকুর বলিলেন, "নারদ! এই সামান্য দুগ্ধ ভাড়টীর চিন্তায় তুমি আমায় একবারও স্মরণ করিতে পার নাই, আর দেখ, ঐ কৃষক সংসারের গুরুতর ভার স্কন্ধে লইয়াও চারিবার আমায় স্মরণ করিয়াছে, অতএব বল দেখি কে অধিক ভক্ত, তুমি না সে" ?

## ব্রহ্মজ্ঞান।

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের কত ভ্রম বিশ্বাস থাকে। গুরু বলিলেন, "শিবোহং" শিষ্য তাহাই বুঝিলেন। বাটীতে যাইয়া শিষ্য স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন, আমার যুবতী কন্যাকে আজি আমার বিছানায় শয়ন করিতে বলিও। স্ত্রী শুনিয়াই অবাক্, অনুসন্ধানে বুঝিলেন স্বামী গুরুর নিকট অদ্য অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহার আর ভেদ বুদ্ধি নাই। অগত্যা

স্ত্রী গুরুকে ডাকাইয়া আনিয়া সবিশেষ জ্ঞাত করিলেন। গুরু শিষ্যের চমৎকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অবাক। তিনি বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, ভোজনের সময় আমায় ডাকিও আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিব, স্ত্রী তাহাই করিলেন। রাত্রি-কালে শিষ্য ভোজন করিতে বসিলেন, স্ত্রী গুরুর আদেশে কতকগুলি মল মূত্র লইয়া গিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিল। শিষ্য তাহা দেখিয়া কুপিত হইয়া স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। গুরু বলিলেন, কেন বাপু! এত রাগ কেন? তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তোমার ভেদজ্ঞান নাই, তবে তুমি রাগ করিতেছ কেন? যদি স্ত্রীতে ও কন্যাতে ভেদ না থাকে, তবে অন্ন ব্যঞ্জনে ও মল মূত্রে প্রভেদ কি? শিষ্য তথাপি বুঝে না, সে বলে ও স্বতন্ত্র কথা। অতঃপর গুরু একটী শূকররূপ ধারণ করে, সেই মল মূত্র ভক্ষণ করিলেন এবং পরে নিজরূপ ধারণ ক'রে বলিলেন, যদি তুমি স্বীয় জ্যামতাররূপ ধারণ করিতে পারিতে তাহা হইলে তুমি নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করিতে পারিতে, কিন্তু যখন তাহা পার না, তখন ব্যবহারিক কার্য্যে ভেদ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতেই হইবে।

## ধর্ম্ম প্রচার।

ভগবান রামকৃষ্ণ পাশ্চাত্যভাবের ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচারক দেখিলে তিনি বলিতেন, "তোমার চাপরাস আছে কি?

## রামকৃষ্ণের উপদেশ।

বর্ত্তমান প্রচারকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন ইঁহাদের ভাব কেমন তঁরা জান, দশজনের আয়োজন ১০০ শত জনকে নিমন্ত্রণ এও সেইরূপ।

---

গোলাপ ফুটলে সৌরভ আপনি ছুটিবে, আপনি ভাল হও, অনেকে ভাল হইবে, প্রচার করিতে হইবে না। আপনি অমৃত পান কর, কাহাকেও ডাকিতে হইবে না অথচ অনেকে আসিয়া তোমার সহিত অমৃত পান করিবে।

---

ভাগাড়ে মড়া পড়িয়া আছে। কোথা হইতে একটী হাড়গিলা আসিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে কাহাকেও ডাকিতে গেল না, অথচ কোথা হইতে দলে দলে হাড়গিলা-গণ সংবাদ পাইয়া আসিয়া জুটিল ?

## ধর্ম্মবীর আলি।

জিরুসিলাম নগর আক্রমণের পর সকলেই মহাত্মা আলীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তারপর অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল, যে একস্থলে কতকগুলি কুষ্ঠরোগী ছিল, মহাত্মা তাহাদের ভিতর বসিয়া রহিয়াছেন।

---

### ঋণ শোধ।

মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে মহাত্মা সক্রেটিষ্ বলেছিলেন, "আমি অমুকের একটা মুরগী ধারি।"

### অর্থে অনাদর।

মেনিয়াস কিউরিয়স্ নামক রোমীয় কৃষক তিনবার স্বদেশ রক্ষার্থ নিয়োজিত হন। দেশের সমুদায় সম্মান পাইয়াও তিনি কিন্তু আত্মবিস্মৃত হন নাই। তিনি যে, গরিব সেই গরিবই থাকিতেন। একবার রোমবাসীগণ তাঁহাকে কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন। দূত মুদ্রা লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া দেখিল তিনি স্বহস্তে শাক কুটিতেছেন। দূত তাহার সম্মুখে স্বর্ণ রৌপ্য রাখিয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাত করিল। সাধু বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই সামান্ত শাক সব্জি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে তাহার স্বর্ণ রৌপ্যের আবশ্যক হয় না।

### টাকা মাটী।

এক ব্যক্তি স্বস্ত্রীক বিবাগী হইয়া যান। পথে যাইতে যাইতে একস্থলে কতকগুলি টাকা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, পাছে তাহার স্ত্রী উহা দেখিয়া লুব্ধ হয়, এই ভয়ে সে উহাদিগকে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু স্ত্রী, তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি করিতেছ?" সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এমন সময় তাহার স্ত্রী মাটী সরাইয়া টাকা দেখিতে পাইয়া বলিল, ছি, ছি, টাকাকে মাটী বোধ হয় নাই, তুমি কেন বিবাগী হইয়াছ?

## সাত্ত্বিক দান।

কলিকাতার উত্তর ভাগে বিখ্যাত বসু বংশের কোন কুলপাবককে একদা কোন রজকের গৃহ হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু মনে মনে স্থির করিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্ম ভদ্রাভদ্র সকলই কপটতা মাত্র। তাহা না হইলে, এ ব্যক্তি ধোপার বাটীতে এমন সময়ে কি কার্য্য করিতে আসিয়াছিল? দরিদ্র নহে, যে লোকজন নাই, তাই নিজের বস্ত্রের কথা বলিতে আসিয়াছিল। চিকিৎসক নহে, যে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল এবং এত ব্যস্ত হইয়া যাইবারই বা হেতু কি? সে জানিত যে, রজকের এক পূর্ণ-যৌবনা স্ত্রী আছে, নানা চিন্তা করিয়া পরে স্থির হইল যে, আর কিছুই নহে, ঐ ধোপানীর সহিত ইহার কুৎসিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সে এই নিশ্চয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং পরে ভৃত্য দ্বারা রজককে ডাকাইয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল "তোর বাটী হইতে অমুক বাহির হইয়া গেল কেন?" তাহার ক্রোধ দেখিয়া সে বলিল, মহাশয় আপনি রাগ করিতেছেন কেন! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমি জানি, যাহা মনে করিতেছেন তাহা নহে আমার স্ত্রী দুই দিবস গর্ভ্ত বেদনায় কাতর হইয়া রহিয়াছে, বাবুকে এই কথা আমি জানাই, তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে আনাইয়া, আপনি তাহার উপদেশ মতে সমস্ত রাত্রি ঔষধ সেবন করাইয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে

গমন করিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়াদিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত আমি না আসি সে পর্য্যন্ত ঔষধ বন্ধ থাকিবে"। তত্ত্ব প্রকাশিকা। *

## সকলে পাঠ করুন।

পাপী মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া যখন প্রেতপুরে গমন করে, তখন যম কিঙ্করগণ তাহার বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলিতে থাকে, রে মূঢ়! এক্ষণে তোমার ধন কোথায়? তোমার পুত্র কোথায়? তোমার বন্ধু কোথায় এবং তুমিই বা কোথায়? হে পরলোক পথিক! তুমি জান, এ পথে ক্রয় বিক্রয়ের স্থল নাই, সম্বল বিনা এ পথে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হয়, অতএব মনুষ্যলোকে যখন তোমরা পুণ্য সঞ্চয় কর নাই, তখন অবশ্যই তোমাদিগকে এ পথে কষ্টভোগ করিতে হইবে।

---

গৌরাঙ্গ আমার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সকলেই তাহা জানে, কিন্তু ঠাকুর আমার গৃহীর গৃহী মহাগৃহী কয়জনে তাহা বুঝে?

## হিন্দুভাব।

সম্প্রতি কলিকাতায় একদল সাহেব ও বিবি আসিয়াছেন। তাঁহারা গেরুয়া কাপড় পরেন, সাহেবী পোষাক ব্যবহার করে না। তাঁহারা আপনাদিগকে মুক্তিফৌজ

* "তত্ত্বপ্রকাশিকা" ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ।

সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। এই মুক্তিফৌজ যে কি অদ্ভুত কাণ্ড, পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই তাহা জানেন না। তাঁহাদিগের গোচরার্থ আমরা সময়ে সময়ে ইহাদের সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব।

মুক্তি ফৌজ।

"মুক্তি ফৌজ" অতি আধুনিক সম্প্রদায়। ব্রাহ্ম সমাজ ইহার অনেক পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। থিয়োসাফিষ্ট দলও ইহা অপেক্ষা অধিক কনিষ্ঠ নন। অথচ ইহার বিস্তৃতিও প্রচারের নিকট উহাদিগের বিস্তৃতি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। ২৫ বৎসরের মধ্যে মুক্তিফৌজ দল পৃথিবীর সকল সভ্য প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ যথা—

কত লোক ইহাদের প্রচার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে ১৩১৮৬

ইহাদের গৃহাদি কত আছে? ৩০

ইহার হস্তে কত টাকার সম্পত্তি আছে? ৬৪৪৬১৮০ টাকা

ইহার কল কারখানা, বাণিজ্য দ্রব্য প্রভৃতির মুল্য কত?

১৩০০০০০ টাকা

ইহার কয়খানি সংবাদপত্র আছে? ২৭ খানি।

ঐ কাগজের গ্রাহক কত? ৩১০০০০০০ জন।

ইহার কয়খানি মাসিক পত্র আছে? ১৫ খানি।

ঐ ১৫ খানির গ্রাহক কত? ২৪০০০০০ জন।

ইহার বাৎসরিক পুস্তকের সংখ্যা কত? ৪১৪০০০০০।

মুক্তিফৌজ কত প্রকার ভাষায় প্রচার করেন? ২৯।

প্রতি সপ্তাহে মুক্তিফৌজের কয়টি সভা হইয়া থাকে? ৪৯৮১৮।

প্রতি সপ্তাহে ইহারা কয়টি গৃহস্থের বাটী পরিদর্শন করেন? ৫৪০০০।

একমাত্র লণ্ডন আফিসে প্রতি সপ্তাহে কত চিঠি আইসে? ৫৪০০।

কত টেলিগ্রাম আইসে? ৬০০।

## সংসার না লেঠা।

সাধু কমলকান্তের স্ত্রী বিয়োগ হইলে পর তিনি গান ধরিলেন "কালী, সব লেঠা ঘুচালি"।

## নাগরিক উপনিবেশ।

মুক্তিফৌজের কার্য্য প্রণালী মধ্যে নাগরিক উপনিবেশ কি? তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে লণ্ডন নগরের অবস্থা বুঝিতে হইবে। লণ্ডন নগরে অনেক দরিদ্র লোক আছেন যাহারা বাহিরে ভদ্রলোকের ন্যায় বাস করিতেছে, কিন্তু ভিতরে সকলই ফোকা। এই সকল লোক অধিকাংশই মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত। ইহাদের পিতা নাই মাতা নাই স্ত্রী নাই পুত্র নাই এবং ইহাদের থাকিবারও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। বৈকালে সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিবার জন্য রাস্তার দুই ধারে বিবিধবর্ণে-রঞ্জিত কামিনীগণ বিভূষিত সুরালয় সমূহ প্রেমভরে ইহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। গৃহ বিহীন আত্মীয় বিহীন শুষ্ক যাত্রী এ সুবিধা আর কোথায় পাইবে। অবশ্য সে একটী না একটীতে প্রবেশ করিয়া

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করে কিন্তু এরূপ জীবনে প্রকৃত সুখ কোথায়? কাজেই দিন কতক পরে এই সকল লোক অত্যন্ত জঘন্য জীবন লাভ করে। দারিদ্রতার তো আর কথাই নাই। এই সকল লোককে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনেকেই অনেক প্রকার উপায় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এরূপ স্থলে কেবল মাত্র বক্তৃতাই ব্যবস্থা। অধিক হইলে না হয় মধ্যে মধ্যে সংকীর্ত্তনও হইতে পারে। কিন্তু মুক্তিফৌজের সেনানীগণ শূন্য বক্তৃতায় তুষ্ট নন। ইহারা প্রাণের ব্যবসা করেন এবং একটী মাত্র প্রাণীকে উদ্ধার করিবার জন্য ইহারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। মুক্তিফৌজ লণ্ডন নগরের পূর্ব্বাংশে একটী আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই আশ্রমগুলির নাম ( Food and shelter Depot. ) লণ্ডন নগরে অন্ততঃ এক টাকা না দিলে আর কেহ সুখ স্বচ্ছন্দে একস্থলে বাস করিতে পারে না। কিন্তু মুক্তিফৌজের এ সকল আশ্রমগুলিতে চারিপেনি বা ১০ দশ পয়সা দিলে যে কেহ হউক না কেন সে সুখে আহার ও সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিতে পায়। এখানে বাঁধা-বাঁধি কোন নিয়ম নাই। সকলেই এখানে আশ্রয় লইতে পারেন তবে কিনা এখানে থাকিতে হইলে মদ্যপান করিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোক হও পুরুষ হও ছেলে হও মেয়ে হও দশ পয়সা দিলে তুমি সুখে পেট ভরিয়া আহার করিতে পাইবে, বিশ্রাম করিবার ঘর পাইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার জন্য সুন্দর শয্যা পাইবে। পাঁচটার পর একে একে

অনেক রকমের পথিকগণ এই সকল আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া এই স্থলে আগমন করিতে থাকেন। স্ত্রীলোকেরা ইহাদের পূর্ব্বে আসিয়া সেলাই ও গল্প করিতে থকেন। এখানে কেহ আসিলেই প্রথমে তাহাকে এক পেয়ালা চা বা কাফি বা কোকো খাইতে দেওয়া হয়। খাওয়া হইলে তাহাকে স্নানাগার দেখাইয়া দেওয়া হয়। স্নানাগারে ভাল সাবান পরিষ্কার গরম জল ও সুন্দর তোয়ালে আছে।ইচ্ছা হইলে জামা, রুমাল ও মোজা এই স্থলে ধৌত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত আছে। পরে আহার করাইয়া পথিকদিগকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহারা কিয়ৎক্ষণ গল্প আমোদ প্রমোদও পাঠ করিতে পারেন।.ধর্ম্ম বিষয়ের পুস্তকাদি সাময়িক পত্রিকা ও বিবিধ বিষয়ের সংবাদপত্র এই গৃহে সুসজ্জিত আছে। রাত্রি ৮ টার পর স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি সমুদয় আশ্রমবাসীদিগকে একটী বৃহৎ ঘরে একত্রিত করিয়া প্রার্থনা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এইরূপে ইহাদের সঙ্গলাভ করিয়া অনেক পুরুষ রমণী নব জীবন লাভ করে।

এই আশ্রমে কেহ প্রবেশ করিলেই মুক্তিফৌজের লোকেরা "এস ভাই! এবাটী তুমি আপনার বাটী মনে করিয়া সুখে বাস কর। এখানে তোমার জন্য সকল প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন।

### বিষয়কে বিষ বোধ।

রাজা রামকৃষ্ণের নিকট সংবাদ আসিল যে তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের একখানি তালুক লাটে উঠিয়াছে। সাধক-

রামকৃষ্ণ বলিলেন "আর লক্ষ টাকা জয় কালীর পূজায় দাও তিনি আমার এক বন্ধন কাটিয়া দিলেন।

সেকাল আর একাল।

প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীকান্ত বাবু ঢাকার নবাব গনিমিয়া সাহেব বাহাদুরের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও উচ্চমনা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, যাহা উপার্জ্জন করিতেন আপনার ভ্রাতাদিগের হস্তে দিতেন। ভাইয়েরা কর্ম্ম কাজ করিতে ইচ্ছা করিলে বলিতেন আমার পুত্র সন্তান নাই। আমার আয়ে তোমরা সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন কর, কর্ম্ম কাজ করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপে তাঁহারা পাঁচ ভাই একত্র অনেকদিন সুখে কাটাইলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর তাহা সহ্য হইল না। তিনি নানা প্রকারে স্বীয় ভর্ত্তাকে বিভিন্ন হইবার পরামর্শ দিলেন। লক্ষ্মীকান্ত বাবু ভাব বুঝিয়া বলিলেন আচ্ছা আমি আজ্ঞি আমাদের বিষয়াদি বিভাগ করিয়া ভ্রাতাদিগকে পৃথক করিয়া দিব। ভ্রাতারা বলিলেন বিষয়ে আমাদের অধিকার নাই, বিষয় সমুদায়ই আপনার উপার্জ্জিত অতএব আপনার। লক্ষীকান্ত বাবু বলিলেন "না যখন একান্নে এতাবৎ কাল ছিলাম তখন এ বিষয়ও সকলকারই। লক্ষীকান্ত বাবু নিজে সমুদয় বিষয় চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য, ব্যাপার কি, কেহ বুঝিতে পারিল না। লক্ষীকান্ত বাবুর পাঁচ ভাই, বিষয়ও পাঁচভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষীকান্ত বাবু পাঁচভাগে ভাগ না করিয়া চারিভাগে কেন ভাগ করিলেন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। পরে

আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া সকলের সমক্ষে স্বীয় পত্নীকে বলিলেন "এই দেখ আমাদের বিষয় সম্পত্তি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি আর আমিও নিজে একটি সম্পত্তি বিশেষ, অতএব আমাকেও একটি ভাগ মনে করিবে, এক্ষণে তুমি কোন ভাগ লইবে? যদি বিষয়ের একভাগ লও তাহা হইলে আমাকে অবশ্য আমার এক ভ্রাতা লইয়া যাইবে, আর যদি আমাকে লও তাহা হইলে বিষয়ের চারি ভাগ আমার ভ্রাতাগণ লইয়া যাইবে" বলা অনাবশ্যক তাহাদের ভাগ হওয়া হইল না।

## ভগবান কোথা।

যখন রাবণ অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিল কথিত আছে পৃথিবী তখন সেই উপদ্রব সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গোরূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের নিকট যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মহাবিষ্ণুর নিকট যাওয়াই উচিত কিন্তু তিনি কোথায় আছেন কেহই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কেহ বলেন "গোলোকে চলুন সেখানে গেলে অবশ্যই গোলোক বিহারীর সাক্ষাৎ পাইব". কেহ বলেন, "পাতালে বলির দ্বারে চলুন, তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব"। আবার কেহ বলেন না, মথুরায় চলুন তথায় তিনি অবশ্যই আছেন। এইরূপে দেবতারা এক একজনে এক একমত প্রকাশ করিলে, শিব বলিলেন "দেবগণ! তোমাদের এ মোহ কেন? তোমাদের এ ভ্রান্তি কেন? তখন দেবগণ বলিলেন হে মহাযোগী।

আপনি কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, আমরা কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?" শিব বলিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা যাঁহার উপাসনার জন্য যাইতেছ তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে থাকেন, যে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে সেই তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, অন্তরে উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোথাও তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।"

## ধর্ম্মনিষ্ঠা।

আহা! পাণ্ডবদিগের কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! সভামধ্যে একমাত্র পত্নীকে বিবস্ত্রা করিয়া দুষ্টগণ অপমানিত করিতেছে, মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহারা দ্রৌপদীকে সাহায্য করিলেন না। দ্রৌপদী ভীষ্মের মুখের দিকে তাকাইলেন। ভীষ্ম বলিলেন, "মা! আমি ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারিলাম না দ্রোণও ঐরূপ বলিল, তখন অসহায় দ্রৌপদী "দীনবন্ধু দিননাথ" বলিয়া চীৎকার করিলেন, অমনি লজ্জা নিবারণ হরি তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন।

## অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ ভাব।

রাম বনবাসে গেলেন, ভরত নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন রাম বনে গিয়াছেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ভরত শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কৈকেয়ী মনে করিয়াছিল ভরত আপনার রাজ্য প্রাপ্তি শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইবেন কিন্তু তাহা হইল না। ভরত রাজ্য

চায় না। বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিজ্ঞ অমাত্যগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু তথাপি তিনি রাজ্য লইতে চান না। তিনি বল্কল পরিয়া অরণ্যে রামদর্শনে যাইবেন।

---

মুক্তিফৌজের কারখানা বা Labor yard. তাঁহাদের আর একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি পাঠকদিগের ইহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানা উচিত। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ।

দরিদ্র সহায়।

লণ্ডন নগরে যেমন ধনীর বাস তেমনি দরিদ্রের সংখ্যাও অতি অধিক। বিলাতে যত গরিব লোক পৃথিবীর অন্যত্র তত গরিব লোক আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ, এখানে শত শত ছুতার, কামার, দরজী প্রভৃতি কারিকরগণ ছেড়া কাপড় পরিয়া সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কর্ম্ম পায় না। কেহ তাহাদিগকে ডাকে না, সমস্তদিনে একটি পয়সা উপার্জ্জন হয় না। এরূপ অবস্থায় মনুষ্যের যে, কত প্রকার কষ্ট হয়, পাঠকগণ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। এই সকল লোককে আশ্রয় দিবার জন্য মুক্তিফোজ স্থানে স্থানে কারখানা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই মুক্তি ফোজের লোকেরা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এ বাটী আপনার নিজের বাটী, এখানে সুখে বাস করুন বলিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যান। কিন্তু ভাই এখানে বসিয়া-খাইবার নিয়ম নাই। মুক্তি ফৌজের সেনানীগণ কাহাকেও আলস্যে দিন কাটাইতে দেয় না।

অতএব এখানে তোমাকে আমাদের কারখানায় কাজ করিতে হইবে। যে, যেরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহাকে সেইরূপ কার্য্য দেওয়া হয়। কাহাকেও কষ্ট সহকারে পরিশ্রম করাইয়া লওয়া হয় না। যাহারা খাটিয়া খাইতে চায় অথচ কায পায় না মুক্তি ফৌজ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, এই কারখানায় টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দেরাজ, মাদুর, জুতা, ছবি দেশালাই প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, অনেক নেসাখোর, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য লোক ঐ সকল কারখানায় প্রবেশ করে এবং কারখানার কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার ও সঙ্গগুণে অনেকের ভিতর সৎবুদ্ধি জাগরিত হইয়া উঠে। নেসাখোর নেসা ছাড়িয়া সৎবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নবীন উৎসাহের সহিত আবার কর্ম্মে ও পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। মুক্তি ফোজের কৃপায় অনেকে তাহাদের হারান মনুষত্ব পুন প্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিতেছে। ধন্য ইহাদের উদ্যম ও অধ্যাবসায়।

## অতিথী সেবা।

এক সাধু বলেন টাকাকে ২।৩ বার নাড়িলে টাকার প্রতি মমতা জন্মে, কিন্তু টাকাকে দুই চারিবার উচ্চারণ করিলেই উহার প্রকৃত অর্থ বাহির হয়। যথা,—টা কাটা কাটা কাঁটা। অর্থাৎ যাহাকে আমরা টাকা বলি প্রকৃত পক্ষে তাহা কণ্টক, কিন্তু ভাই কয়জনে উহাকে কণ্টক ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করে।

## সাধু বামাচরণ।

রামপুর হাটের সন্নিকট তারাপুরের বিখ্যাত সাধক বামাচরণকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একবার কয়েকটী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠান হয়। বেশ্যাগণ ঘোর নিশীথ সময়ে শশ্মান মধ্যে বামাচরণ সন্নিধানে যাইয়া নানাপ্রকার হাব ভাব কটাক্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু বামাচরণের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি আপন মনে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। বেশ্যাগণ নিরুপায় হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল "ও বামাচরণ! দেখ আমরা কে?" বামাচরণ বালক সুলভ সরলতার সহিত বলিল "তোমরা আমার মা।" বেশ্যাগণ স্ব স্ব স্তন দেখাইয়া বলিল, "দেখ এ কি? বল দেখি এতে কি করে?" বামাচরণ পুনরায় বালকের ন্যায় বলিল, "ও যে স্তন—মা! ওতে দুধ খায় মা! বেশ্যাগণ বলিল, "তুই দুধ খাবি?" বামাচরণ বলিল "না মা আমি যে বড় হয়েছি মা! বেশ্যাগণ নিরুপায় হইয়া জোর করিয়া তাহার ক্রোড়ের উপর বসিয়া পড়িল, সাধু তদ্দর্শনে মা! মা! বলিয়া এমনই চীৎকার করিয়া উঠিল যে, বেশ্যাগণ সেই শব্দ শুনিয়া দূরে পলাইয়া, যাহারা তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট যাইয়া বলিল, বাপ্! আমাদের কোথায় পাঠাইয়াছিলে? ওতো মানুষ নয় দেবতা।" কথিত আছে বেশ্যাগণ যখন তাঁহার ক্রোড়ে বসে এবং তিনি মা মা করিয়া চীৎকার করেন, সে সময়ে সেখানে এমনই উত্তাপ

বাহির হইয়াছিল যে, বেশ্যাগণ সেই উত্তাপে দগ্ধ হইবার ভয়ে দৌড়ে পলাইয়া গিয়াছিল।

## ঈশ্বর কোথা।

একদিন পরমহংস রামকৃষ্ণ পথ দিয়া যাইতে যাইতে এক জন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন এবং বলেন আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার উপর কুঠারাঘাত লাগিতেছে।

---

এক খৃষ্টান সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য এক সুন্দরী যুবতীকে তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধু ফরাসি দেশের এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। একে শীত প্রধান দেশ, তাহে রজনীকাল। চতুর্দ্দিকে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে এমন সময় সুন্দরী তাহার গহ্বরে যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সাধু কি করে এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করিতে লাগিল। দুষ্টা রমণী কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া সাধুকে বলিল আমার বক্ষের ভিতর কেমন করিতেছে, আপনি আমার বক্ষের উপর হাত বুলাইয়া দিন, সাধু তাহাই করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যুবতীর বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে নবীন সন্ন্যাসীর মনে একবার প্রলোভন আসিয়া পড়িয়া ছিল কিন্তু বিচক্ষণ সাধু জানিতে পারিয়া পর মুহুর্ত্তে আপনার হস্ত প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। রমণী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া গেল। কামের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কতদূর

শক্ত সকলেই বুঝিতে পারিবেন যখন তাহারা এই সাধুর পরিণাম শ্রবণ করিবেন। সাধু তীক্ষ্ণদর্শী হইয়াও শুনিতে পাওয়া যায়, শেষ অবস্থায় এক রমণীর প্রেমে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ছিলেন।

## উলঙ্গ।

বিখ্যাত সেকেন্দার সাহা ভারত জয় করিয়া একজন হিন্দু সাধুকে স্বদেশে লইয়া যান। কথিত আছে তিনি সে দেশে যাইয়া একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেন। অনেকে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগমন করিত কিন্তু তিনি কাহাকেও শিক্ষা দান করেন নাই। অতঃপর সকলে তাহাদের দেশের একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল, তিনি তাহাকেও কিছু শিখাইতে প্রস্তুত নন। অতপর রাজা ও অনেকানেক বড়লোক তাহার জন্য অনুরোধ করিল। সাধু তাহাতেও সম্মত নন। সাধু জানিতেন এদেশে জ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী নাই। তাই তাঁহারও তাহাদের মধ্যে একজন কৃতবিদ্য দেখিয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী সেও নহে। সে সাধুর নিকট আসিয়া নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল অগত্যা সাধু বলিলেন "তুমি আমার নিকট উলঙ্গ হইয়া আসিও আমি তোমায় শিক্ষা দিব"। সে ব্যক্তি সেই কথা শুনিয়া পলাইয়া গেল আর সাধুর নিকট উপস্থিত হইল না।

## নিস্বার্থতা।

যখন বিখ্যাত ব্র্যাডলো সাহেব কনগ্রেসের পক্ষ হইয়া বঙ্গে আগমন করেন তখন এ দেশবাসীরা তাঁহাকে নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন। কিন্তু সে মহাত্মা কাগজে মুদ্রিত বা লিখিত প্রশংসাপত্রগুলি ব্যতীত স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই।

## উপদেশের ফল।

দরিদ্রা স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদান করিলেন "বৎস! সৎকার্য্য করিতে সাহসী হইও"। পুত্র মাতার সেই শিক্ষানুসারে চিরদিন কার্য্য করিল। বলা অনাবশ্যক যে একমাত্র সেই শিক্ষাগুণে তিনি দেশের সর্ব্বোচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

## আত্ম শাসন।

বিলাতে একজন প্রধান মন্ত্রী আপন মনের উপর এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন যে তিনি যখন যে বিষয় ভাবিতে ইচ্ছা করিতেন তখন কেবল সেই বিষয়ই ভাবিতেন অন্য চিন্তা আসিতে দিতেন না। ইনি আফিস হইতে বাটী আসিয়া আপন পোষাক তুলিয়া রাখিতেন আর বলিতেন "মন্ত্রী মহাশয় এইখানে থাকুন"। তাহার পর রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা আর তাঁহাকে অধিকার করিতে পারিত না।

## ভগবান মহম্মদ।

ভগবান মহম্মদ মৃত্যুর অনতিবিলম্বে ঘরে তৈল নাই অথচ পয়সা আছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "অমুকের গুনেছি ভারি

অভাব অতএব তৈল না আনিয়া এ পয়সা তাহাকে দিয়া আইস।

## কাঞ্চন।

ধর্ম্মবীর আলি নিজে অর্থ স্পর্শ করিতেন না এবং আশ্রিত ব্যক্তিদিগকেও টাকা স্পর্শ করিতে দিতেন না।

## কেরি সাহেব।

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী কেরি সাহেব ভারতে আসিয়া লক্ষ২ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ সন্তান সন্ততির জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই, সমুদয় টাকা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যাপটিষ্ট সমাজকে দান করিয়াছিলেন।

## ভগবানের দয়া।

সাধ্বী জোবেদা খাতুন আজীবন পরোপকার ও সাধু-সেবায় শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া পরলোক গমন করিলেন। এক দরবেশ স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার এক্ষণে কিরূপ অবস্থা বলুন"। সাধ্বী বলিলেন 'ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে আমি স্বর্গভোগ করিতেছি"। দরবেশ বলিলেন তুমি আজীবন পরোপকার ও সাধুসেবায় অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলে তাই ভগবান তোমায় স্বর্গভোগ প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই"। সাধ্বী বলিলেন আমি যে কিছু অর্থ পাইয়াছিলাম সে সমুদয়ই ভগবানের। অতএব যাহার ধন তাহারই পথে ব্যয় হইল, তাহাতে আমায় স্বর্গ মিলিল কি প্রকারে? একমাত্র ভগবানের দয়াতেই এস্বর্গ পাইয়াছি সন্দেহ নাই।

### রূপ সনাতন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে কেহ আসিলেই চৈতন্য জিজ্ঞাসা করেন "আমার রূপসনাতন কেমন আছেন"? তাঁহারা কি প্রকারে ভোজন করেন, কি প্রকারে অষ্ট প্রহর শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাহাদের বৈরাগ্যই বা কিরূপ? আগন্তুক ব্যক্তিরা বলেন "তাঁহাদের থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, প্রতিদিন এক একটী বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করেন। কোন দিন বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কোন দিন বা মাধুকরি, কোন দিন বা শুষ্ক ঘাস দ্বারা জীবন ধারণ করেন। সম্বলের মধ্যে করোয়া, ছেড়া কাঁথা ও বহির্বাস। চারি দণ্ড মাত্র শয়ন করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সময় কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন ও উল্লাসে অতিবাহিত করেন। কোন দিন বা ভক্তিশাস্ত্র লেখেন।

### তপঃ সঞ্চয়।

বশিষ্ঠ পত্নীদেবী অরুন্ধতী বলেন "কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃ সঞ্চয় শ্রেয়স্কর।

### কামনার শেষকথা।

বিশ্বামিত্র বলেন "মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাঁহার আক্রমণ করে।"

### তপস্যার বিনাশ।

জমদগ্নি বলেন যিনি প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন তাঁহার তপস্যা নাশ পায়।

## ভক্তের প্রার্থনা।

ভক্তিমতি যোগিনী বলিলেন "হে ভক্ত বৎসল! হে প্রভো! আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের সহিত নহে; সর্ব্বদায়ই যেন তোমার ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্গ হয়। আমার বাসনা যেন ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা "রামনাম" উচ্চারণ করে"।—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

## ভগবানের অধিকারী কে?

শ্রীরাম কহিলেন স্ত্রী বা পুরুষ, সৎকূল সম্ভূত বা নীচকূল সম্ভূত, উত্তম আশ্রমী বা অধম আশ্রমী হউক ভক্তি থাকিলেই সকলে আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে।

## অভক্তের ঈশ্বর দর্শন।

ভগবান বলেন আমার অভক্তগণ যজ্ঞদান, তপস্যা ও বেদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, যাহারই অনুষ্ঠান করুক না কেন কিছুতেই আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না।

## সেবানুরূপ ফল।

সুতীক্ষ্ণ বলিলেন "হে প্রভো! যাহারা তোমার মন্ত্রজপে বিমুখ, তুমি তাহাদিগের প্রতি মায়া বিস্তার কর; আর যাহারা তোমার মন্ত্র সাধনে তৎপর মায়া তাহাদিকে পরিত্যাগ করে, অতএব তুমি রাজার ন্যায় সেবানুরূপ ফল প্রদান কর সন্দেহ নাই"।

## ঈশ্বর দর্শন কিসে হয়?

ভগবান বলিলেন "হে মুনে! আমার প্রতি ভক্তিবিনা

জগতে অন্য সাধনা নাই, যাহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্ত্রোপাসনা করে এবং আমারই শরণাগত হইয়া অন্য মূর্ত্তি উপাসনা না করে আমি সতত তাহাদিগের নয়নগোচর হই।”—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

## বিদ্যা ও অবিদ্যা।

অগস্ত মুনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন “হে প্রভো! তোমার মায়া দ্বিবিধ একের নাম অবিদ্যা অপরের নাম বিদ্যা। অবিদ্যা বশবর্ত্তী মানবেরা প্রবৃত্তি মার্গে রত হয়, সুতরাং তাহাদের মুক্তি হয় না ক্রমশঃ সংসার বন্ধন হয়, আর বিদ্যা বশবর্ত্তী মানবেরা নিবৃত্তি মার্গে রত হইয়া তোমাতে দৃঢ়ভক্তি লাভ করে সুতরাং তাহাদের মোক্ষ হয়।”

## সাধু সঙ্গ।

অগস্ত বলিলেন “হে দেব! সাধুসঙ্গই মোক্ষের মূল, যে হেতু সৎসঙ্গ হইলে তত্ত্বকথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ়ভক্তি, ভক্তি হইলেই অবশ্য মুক্তিলাভ হয়”।

---

অগস্ত বলিলেন “হে হরি! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমাতে আমার প্রেমরূপ ভক্তি ও সাধুসঙ্গ হউক”।

## প্রার্থনা।

ভগবান বলিলেন যেরূপ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রাত্রিকালে সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না কিন্তু দীপ সংযোগ হইলে অনায়াসে দেখিতে পায় তদ্রূপ মদ্ভক্তিযোগ থাকিলে আমাকে মনুষ্যেরা অনায়াসে দেখিতে পায়।

ভক্তিযোগ।

গৌরাঙ্গ অবতারে ঠাকুর আমার স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই। রামকৃষ্ণ অবতারে ঠাকুর আমার প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাতৃরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

---

শুনিতে পাই পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করিবার জন্য মথুর বাবু তাঁহাকে একটী বেশ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন, গৃহ মধ্যে ১৫।১৬টী সুন্দরীযুবতী অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে, উলঙ্গ রামকৃষ্ণ তাহাদিগকে দেখিয়াই "মা আনন্দময়ী মা আনন্দময়ী" বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

---

রাণী রাসমণিও একবার একটী নির্লজ্জ বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে তাঁহার নিকটে যাইয়াও কুৎসিত ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। পরমহংসদেব তাহার ভাব দেখিয়া মা! মা! করিয়া চীৎকার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

---

এক সুন্দরী বৈষ্ণবী শ্রীবৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিল। সাধু মহান্ত ও সন্ন্যাসী সে অনেক দেখিয়াছিল। সে যেখানে গিয়াছে সেইখানেই প্রধান প্রধান মহান্তগণ আদর করে তাহাকে আপনাদের সেবাদাসী করিয়াছে। বৈষ্ণবী ভাবিল সকল স্থলইতো অধিকার করিয়াছি, ভাল, একবার পরমহংস রামকৃষ্ণকে অধিকার করি না

কেন ? সে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইল। ঘরে এক ঘর লোক, বৈষ্ণবীর কোন কথা নাই। এমন সময় পরমহংস দেব বাহ্যে করিতে গমন করিলেন বৈষ্ণবীর আর আনন্দের সীমা নাই, সে জানে এইবার নির্জ্জনে আমার সহিত আলাপ হইবে, সে ওমনি গাড়ু লইয়া পাছে পাছে চলিল। পরমহংস-দেব নির্জ্জনে উদ্যান মধ্যে চলিতে লাগিলেন বৈষ্ণবীও কামাতুর হইয়া গাড়ু হাতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। পরমহংসদেব উদ্যান পার্শ্বে একটী ঝোপের মধ্যে বাহ্যে করিতে বসিলে বৈষ্ণবী একটু দূরে গাড়ু লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে প্রতি মুহূর্ত্তে শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছে। ওদিকে পরমহংস দেব বালকের ন্যায় ঢিল লইয়া সেখানে বসিয়া খেলা করিতেছেন; খেলা করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ঢিল লইয়া বসিয়া বসিয়া খেলা করিতে করিতে বৈষ্ণবীর নিকটে আসিলেন নিকটে আসিয়া বালকের ন্যায় সরলভাবে ঢিল লইয়া তাহার পায়ের চতুঃ-র্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতে লাগিলেন এবং মা ! মা ! বলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবী কাঁদিয়া ফেলিল, এবং আপন অপরাধ স্বীকার করিল। বৈষ্ণবী বলিল, "হায় আমি অনেকস্থল দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ ভাব তো কোথাও দেখি নাই" "ঠাকুর ! আমায় ক্ষমা কর"।

## ভবিষ্যৎ বাণী।

ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা নিশ্চয় তাহাকে অন্ধ বলিবে যে, বর্ত্তমানে দেখিতে পায় না যে, কেশবচন্দ্র পরমহংস রামকৃষ্ণের

নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যিশুখৃষ্ট মহাত্মা জনের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিতে২ যিশু আপন মত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া-ছিলেন, খৃষ্টভক্তগণ একথা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ইহাতে খৃষ্টের খৃষ্টত্ব বিন্দু পরিমাণে কমে নাই। এবং যখন যিশুভক্তগণ যিশুকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল, জনের শিষ্যগণ সে সময়ে জনকেও অবতার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সফল হয় নাই তাহাও সকলে জানে। তবে কেন ভাই! কাতর হও, স্বীকার করিতে, যে কেশব বাবু পরমহংসদেবের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন?

সংসারের মুখে ছাই।

এক সাধু ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন। একমাস ধরিয়া তিনি ভাণ্ডারা দিতেছিলেন, যত লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত তিনি সকলকেই যথেষ্ট পরিমাণে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিতেছিলেন অথচ তাঁহার ভাণ্ডার আর কমে না, অতঃপর এক সাধু তাঁহাকে ঠকাই-বার মানসে, সংসার যে আধারে নির্ম্মিত সেই আধারের একটী ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়া সাধুর ভাণ্ডারায় ভিক্ষা করিতে গেলেন। কথিত আছে, সাধু তথায় যাইয়া ভাণ্ডটী পাতিলে পর, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহাকে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি আনিয়া দিল। সাধু বলিলেন, "আমার ভাণ্ডের মধ্যে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, কিন্তু সে গুলি ভাণ্ডের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল, ভাণ্ড পূর্ণ হইল না। তাহারা পুনর্ব্বার চাল,

ডাল আনিয়া দিল, কিন্তু তাহাতেও ভাণ্ড পূর্ণ হইল না। তাহার পর একে একে তাহারা তাহাদের ভাণ্ডারার সমুদায় দ্রব্যাদি আনিয়া সেই ভাণ্ডের মধ্যে ঢালিয়া দিল, কিন্তু তথাপি ভাণ্ড পুরে না, অতঃপর সকলে বিস্মিত হইয়া ভাণ্ডারার অধিপতি সাধুর নিকট যাইয়া বলিল, "মহারাজ! কোথা হইতে এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিযাছে, সে একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ড আনিয়াছে, সে ভাণ্ড আমরা কিছুতেই পুরণ করিতে পারি-তেছি না, আমাদের ভাণ্ডারের সমুদায় দ্রব্যগুলি আমরা একে একে সেই ভাণ্ডের ভিতর দিয়াছি, কিন্তু সে ভাণ্ড যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য রহিয়াছে, আমাদের সমুদায় দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ভাণ্ড পূর্ণ হইতেছে না, এক্ষণে উপায় কি বলুন।" সাধু এই কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং পরে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ ভাণ্ডটী সংসার আধারে নির্ম্মিত। পরে তিনি একজন শিষ্যকে ডাকিয়া আপন ধুনি হইতে চাট্টি ছাই তুলিয়া বলিলেন, "এই গুলি সে ভাণ্ডে দাও গে"। সে ব্যক্তি যেমন সেই ছাইগুলি ভাণ্ডে দিল ওমনি গপ্ গপ্ করিয়া ভাণ্ডটী পুরিয়া গেল। সংসার পুরণের ও উপায় ঐরূপ।

## সাধু ফ্র্যানসিস্।

ফরাসী প্রদেশে আশীষ নগরে এক ধনাঢ্য পরিবার ছিল। ফ্রান্সিস্ নামে তাহাদের একটী সন্তান হয়। সন্তানটী বাল্য-কাল হইতে কেমন মিষ্ট ভাষী ও সদ্গুণশালী হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাকে আদর ও যত্ন করিত এবং তাহার ব্যবহারে

মোহিত হইয়া যাইত। অল্প বয়স হইতে বালক ফ্র্যানসিস্ দরিদ্রের দুঃখ দেখিতে পারিত না। দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার কেমন এক প্রাণের টান ছিল, তিনি দরিদ্র দেখিলে তাহার সহিত আলাপ না করিয়া এবং তাহাকে কিছু দান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে ফ্রানসিস্ বড় হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রাণের সদ্‌গুণগুলি দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। একদিন রাস্তার ধারে একটা কুষ্ঠ রোগীকে দেখিয়া ফ্রানসিস্ কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, আপনার সমুদয় বস্ত্রগুলি তাহাকে পরাইয়া এবং যে কিছু অর্থ ছিল সমুদয় তাহাকে প্রদান করিয়া, তাহার ছিন্নভিন্ন মলিন বস্ত্রগুলি আপনি পরিধান করিয়া বাটীতে চলিয়া আসেন। আর একদিন পথে আসিতে আসিতে কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে একস্থলে অনেকগুলি দরিদ্রদিগকে দেখিতে পাইয়া ফ্রানসিস্ আকুলিত হইয়া পড়েন এবং আপনার সুন্দর পরিচ্ছদগুলি তাহাদিগকে পরাইয়া এবং আপনি তাহাদের কাপড় পরিয়া, তাহাদের মধ্যে একজন হইয়া, সেই স্থলেই বসিয়াছিলেন, পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তথা হইতে বাটী লইয়া যান। ফ্রানসিস্ কোন দিন আপনার ঘড়িটী কাহাকে দেন, কোন দিন বা হস্তের অঙ্গুরী কাহাকে দিয়া আসেন। নগদ টাকা তাহার হাতে পড়িবা মাত্র উড়িয়া যাইত। তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র আদুরে ছেলে। নামকরণ কালে পিতা যৌতুক স্বরূপ তাঁহার নামে কিঞ্চিৎ

সম্পত্তি দিয়াছিলেন। পিতামাতা ক্রমে ভীত হইতে লাগিলেন যে ছেলের যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি তাহাতে সম্পত্তিটী কে রক্ষা পাইবে তাহা বোধ হয় না। ও কোন কাহাকে সম্পত্তিটী দিয়া বসিবে তাহারও স্থির নাই অতএব তাঁহারা পরামর্শ করিয়া আপন গুরুর সমীপে ফ্রানসিস্‌কে লইয়া গিয়া বলিল গুরুদেবের সম্মুখে বলিতেছি আমরা তোমাকে যে সম্পত্তি দিয়াছি তাহা তুমি পুনরায় আমাদের নামে লিখিয়া দাও।"

ফ্র্যানসিস্ পিতার ভাব বুঝিয়া বলিলেন "পিতঃ আপনাদের প্রদত্ত যে কিছু সম্পত্তি আমার আছে তাহা আপনারা গ্রহণ করুন।" পরে আপন পরিধেয় বস্ত্র খুলিতে খুলিতে "এগুলিও আপনারা প্রদান করিয়াছিলেন অতএব এগুলিও আপনারা গ্রহণ করুন" বলিয়া সমুদায় বস্ত্রগুলি তথায় রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি আজীবন সন্ন্যাসী হইয়া দারিদ্রতাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে "দারিদ্রতা ব্রত" সাধন করিতে২ একদিন তিনি পীড়াগ্রস্থ হইয়া, ডাক্তারের ও সকলের পরামর্শে, ঔষধ স্বরূপ 'মুরগির জুস' খাইয়া ফেলেন কিন্তু পরে তাঁহার এমনি অনুতাপ হইয়াছিল যে তাহা আর কিছুতেই নিবারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে এক ব্যক্তি তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন হায়!

আমি কি পাপিষ্ঠ! "দারিদ্রতা ব্রত" লইয়া আমি একাকী চারি আনা মূল্যের মুরগির ঝোল খাইয়া বসিয়াছি।"

ঐতিহাসিক কথা।

ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে কেবল যে ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম মাতৃনাম প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নহে কিন্তু দেশীয় খৃষ্টানগণ ও ঐ সময় হইতে হরিনাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। অধিকন্তু তাঁহারা "নারায়ণ" "জগন্নাথ" প্রভৃতি নামেও আপনাদের ইষ্টদেবতাকে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল।

২নং সুরাপান নিবারণ।

পূর্ব্বে কলিকাতা লালবাজারে মাতাল গোরাদের ভারি ভিড় হইল। জাহাজের গোরাগণ ডাঙ্গায় নামিয়া কোথাও দুদণ্ড বসিবার স্থান পাইত না কাজেই তাহারা লালবাজারে মদের দোকানে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত পূর্ব্ব কথিত ডাক্তার ফোরান সাহেব ইহাদের অবস্থা বুঝিয়া লালবাজারের মোড়ে একটী আশ্রম স্থাপিত করেন এবং তাহারাই ফলে এক্ষণে ঐ স্থলের মাতলামি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। এই আশ্রমটীর নাম Seamen's Reading and Coffee Room" অর্থাৎ "নাবিকদিগের পাঠাবার ও কাফি ঘর"। ইহার দ্বারে লেখা আছে এক আনা পয়সা দিলে নাবিকগণ গরম গরম চা, কাফি জলখাবার পাইতে পারেন। এবাটীতে প্রবেশ করিলে উপরে যাইবার পথ দেখিতে পাইবেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, "মাতাল

বেশ্যাশক্ত, বদমায়েস সকলেই এবাটীতে আসিতে পারেন" কিন্তু ভাই, একটী কথা এখানে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ মদ্যপান করিতে পাইবে না।" উপরে উঠিয়া দেখি একটী সুন্দর সুসজ্জিত বৃহদাকার বৈঠকখানা, তাহাতে দশবারটী টেবিল রহিয়াছে, প্রত্যেক টেবিলের চারিধারে চারিখানি কেদারা পাতা আছে এবং টেবিলের উপর কোথাও বা সংবাদপত্র বা কোন ধর্ম্মপত্রিকা রহিয়াছে। দেখিলাম কয়েকটী নাবিক, কেহ বা একাকী একস্থানে বসিয়া পাঠ করিতেছে, কোথায় বা দুইচারি জনে বসিয়া আলাপ করিতেছে। নিকটে আশ্রমের চাকরগণ রহিয়াছে, হুকুম করিবা মাত্র তাহাদের যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা আনিয়া দিতেছে। নাবিকদিগের আবশ্যক হইলে প্রস্রাব ও বাহ্যে করিবার জন্ম এখানে পরিষ্কার স্থল আছে। স্নান করিবার ও কাপড়-চোপড় কাচিয়া লইবারও বন্দোবস্ত আছে। সকলকার আরাম করিবার জন্ম সোফাপাতা এবং রাত্রিযাপন করিবার জন্ম উপযুক্ত বিছানাও আছে। নাবিকগণ এখানে অতি সুখে থাকে, আশ্রমবাসী সাধুগণ দরিদ্র নাবিকদিগকে সাধ্যমতে সুখে রাখিতে চেষ্টা করেন এবং সকল সময়ে তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। বৈঠকখানার ভিতরে একস্থলে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "ভাই! তুমি কি তোমার পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনকে পত্র লিখিয়াছ? যদি না লিখিয়া থাক তবে এইখানে বসিয়া লেখ, কাগজ কলম দোয়াত সকলই এইখানে পাইবে কোন মূল্য দিতে

হইবে না।” বৈঠকখানার পার্শ্বে একটী ভজনাগৃহ আছে ধার্ম্মিক নরনারীগণ অনেক সময় নাবিকদিগকে লইয়া ঐখানে উপাসনা প্রার্থনাও করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর এ বাটী গ্যাসের আলোয় আলোকিত করা হয় এবং সময়ে সময়ে দলে দলে নাবিকগণ এখানে আসিয়া গান বাদ্য ও উপাসনা প্রার্থনায় মগ্ন হয়।

## সত্য কথা।

ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপায় কেশবচন্দ্র কেবল যে হরিনাম মাতৃনাম প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু তিনি নিজ বাটীতে প্রকাশ্যরূপে এক একদিন কালী দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজা করিয়াছিলেন। বোধ হয় সকলে একথা জানেন না। সত্য বটে তিনি ঐ সকল পূজা নিরাকারভাবে করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা বলি নিরাকার কালী-পূজা করিতে কেশব কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল?

কয়জন বুঝে?

ভগবান যাহা করেন তাহাই হয়।

কিসে প্রত্যয়?

যাহা ভাবি তার উল্টা হয়॥

ভবিষ্যতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

গৌরাঙ্গ অবতারে, ঠাকুর আমার! হিন্দুর হিন্দু ঘোর হিন্দু হইয়াও যবনকে, কোল দিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ অবতারে ঠাকুর আমার! হিন্দুর হিন্দু ঘোর হিন্দু হইয়াও ম্লেচ্ছাচারী ব্রাহ্মসমাজকে কোল দিয়াছিলেন।

## বিশে পাগলা।

শান্তিপুরে বিশে পাগলা নামে একজন সাধু ছিল। বিশে পাগলাকে লোকে পাগল বলিয়াই জানিত, সেও কাহারো নিকট আত্ম প্রকাশ করিত না, কিন্তু দু-একজন যাহাদের নিকট সে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহারা তাহাকে মহা-পুরুষ বোধে চিরকাল সম্মান করিত। একদিন শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে এক তান্ত্রিক আপনার ইষ্টদেবীকে মানস পূজা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ মানস পূজার নিয়মানুসারে মনে মনে আপন ইষ্টদেবী প্রস্তুত করিল। পরে একছড়া জবাফুলের মালা প্রস্তুত করে দেবীর গলায় পরাইতে যাইয়া দেখে যে, দেবী বৃহদাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ কোন মতে তাঁহার গলায় মালা পরাইতে পারিতেছেন না, ব্রাহ্মণ মনে মনে মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে এই সময় বিশে পাগলা সেই ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "মালাটা ছুড়ে দাও না কেন?" ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হয়ে চক্ষু খুলে দেখে সম্মুখে "বিশে পাগলা।"

## কেরাণী সাধু পদ্মলোচন।

ইহার আদি নিবাস বালীগ্রাম। উক্ত গ্রামে ঐ নামে আরো দু-চারিজন লোক ছিল, এজন্য সকলে ইহাকে লাট পদ্মলোচন বলিয়া ডাকিত। ইনি ইংরাজীতে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অতি প্রশংসার সহিত বোর্ড-অব-রেভিনিউতে কর্ম্ম করিতেন। সাহেবেরা ইহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

একবার, আপিস কর্ত্তা তুষ্ট হয়ে পঞ্চাশ টাকা ইহার বেতন বাড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু সাধু পদ্মলোচন বলেন, "সাহেব! আমি যে বেতন পাই তাহাতে আমার বেশ চলে? আপনি আমার বেতন না বাড়াইয়া আমার অধীনস্থ অল্প বেতন ভোগী কেরাণীদের মাহিনা বাড়াইয়া দিন।" সাহেব তাঁহার অমানুষী ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হয়েন। সে সময়ে যাহারা ইহাকে জানিত সকলে ইহাঁকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত। দুঃখের বিষয় ইহার কোন প্রকার জীবন চরিত প্রকাশ নাই।

## সেকালের ব্রাহ্ম।

একটী প্রাচীন ব্রাহ্মের কথা শুনা গিয়াছে যে তিনি কৃষ্ণনগরের তৎকালীন যুবরাজদের নীতি বিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যহ রাজ বাটীতে গমন করিতেন, এবং তাহার যাতায়াতের গাড়ীভাড়া রাজসরকার হইতে দেওয়া হইত। একদিন সাধুর শরীর কিছু অসুস্থ থাকে এবং সে কারণ অন্য কোন কাজ করিতে ভাল না লাগায় তিনি কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইবার জন্য রাজবাটীতে গেলেন। প্রত্যাগমন কালে রাজসরকার হইতে নিয়মিত গাড়িভাড়া দিতে আসিল কিন্তু সাধু বলিলেন না, অদ্য আমি গাড়ি ভাড়া লইতে পারি না, কেন না অদ্য আমি রাজকার্য্যে আসি নাই আমি আপন ইচ্ছায় সময় কাটাইতে আসিয়াছিলাম অতএব আজিকার গাড়ীভাড়া আমি দিব"।

## কেরাণী সাধু।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকার, কেরাণী সাধু মহাশয়ের নাম অনেকেই শুনিয়াই থাকিবেন। তিনি একজন দেবতুল্য সেকালের লোক ছিলেন। আর একজন কেরাণী সাধু ছিলেন বেঙ্গল একাউনটেণ্ট জেনারেল আফিসে ( Bengal Accontant General office.) তাঁহার নাম মহাত্মা রসিকলাল ঘোষ। ইনি শিবতুল্য লোক ছিলেন। মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের সহিত ইনি এক সময়ে এক আফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং ইহারও মাসিক বেতন তাঁহার ন্যায় ছয় সাত শত টাকা ছিল কিন্তু ইনি সমুদয় টাকা সৎকার্য্যে ও দেবতা ব্রাহ্মণ সেবায় ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের বিশেষ ঘটনা এই যে ইঁনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও এবং বড় বড় সাহেবদিগের সহিত ইঁহাকে সর্ব্বদা দেখা শুনা করিতে হইলেও ইঁনি কোন দিন চামড়ার জুতা পায়ে দেন নাই এবং যত বড় সাহেব হউন না কেন, ইঁনি তাঁহার নিকট চটি জরির জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন। আফিসে যে কোন ঘরে ইঁহাকে বসিতে দেওয়া হইত, ইনি সেই ঘরে গঙ্গামুখো হইয়া বসিতেন। ইনি প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, পরে ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজাধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। প্রায় সাড়ে নয়টা অবধি একান্ত মনে ঐ কার্য্যে নিমগ্ন থাকিয়া পরে আফিসে যাইতেন। আফিস হইতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পর আবার যে ঠাকুর ঘরে যাইয়া বসিতেন আর অমনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া

পড়িতেন। ইনি দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্য অতি সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। কি আফিসে, কি বাটীতে সর্ব্বত্রে লোকে ইহাকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইহার মাতাঠাকুরাণী ইহার জীবদ্দশায় এবং ইহারই ব্যয়ে নানাপ্রকার তীর্থস্থল ভ্রমণ করিতেন এবং সর্ব্বত্রেই বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। ইউরোপ হইলে এরূপ মহাত্মাদিগের বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত থাকিত কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের বিষয় অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

## ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

কাশীধামের বিখ্যাত সাধু ত্রৈলিঙ্গস্বামীকে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি কাহাকে পূজা করিতে উপদেশ দেন?" তিনি ইসারা দ্বারা বলিলেন "বিশ্বেশ্বরম্"। বাবুজী কাশীর বিশ্বেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন আপনি কি ঐ বিশ্বেশ্বরকে নির্দ্দেশ করিতেছেন? স্বামীজী চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ইসারায় বলিলেন "এই চরাচর বিশ্বের যিনি ঈশ্বর তোমরা তাঁহারই পূজা করিও।"

## মহাত্মা কেরী।

একটী বালক কপাটী খেলিতে২ দৌড়িয়া আসিয়া মহাত্মা কেরীর গায়ের উপর পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ কেরী তাহাতে রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তিনি উত্থিত হইয়া বালককে বলিলেন "তোমায় কোন আঘাত লাগে নাই তো?"